১৯১৩-২০১৩ 1913-2013
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক
আহ্‌মদী
The Ahmadi Fortnightly

নব পর্যায় ৭৫ বর্ষ | ২৩তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১ আষাঢ়, ১৪২০ বঙ্গাব্দ | ৫ শাবান, ১৪৩৪ হিজরি | ১৫ ইহসান, ১৩৯২ হি. শা. | ১৫ জুন, ২০১৩ ঈসাব্দ

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী উদযাপন কার্যক্রম উপলক্ষ্যে দিনাজপুর জেলার ভাতগাঁও জামা'তের হালকা রামপুরে নবনির্মিত 'মসজিদ মাহমুদ' -এর শুভ উদ্বোধন

[মসজিদ উদ্বোধন হয় গত ২৩ মে, ২০১৩, পরবর্তিতে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান খলীফা হুযূর (আই.) একান্ত দয়াপরবশ হয়ে মসজিদের নাম রাখেন 'মসজিদ মাহমুদ'। আলোকচিত্রে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবসহ অন্যান্যদের দেখা যাচ্ছে।]

বিস্তারিত ভিতরের পাতায়-

Luxury Forever...

Bashundhara
Size : 1285-1750 sft

Dhanmondi
Size : 1350 sft

Zigatola
Size : 1285 sft

Nurer Chala
Size : 1210-1215 sft

Mirpur
Size : 1275-1350 sft

Nordha
Size : 1165-1350 sft

Land Wanted

Hot Line : 01817-033388
01819-296797
01817-143100

উত্তম বাসস্থানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ
কৌণিক প্রপার্টিজ লিঃ

Member | REHAB

Kounik Properties Ltd

Corporate Office : Safwan Road, House # 193, Level # 6, Block # B, Bashundhara, Baridhara, Dhaka-1229, Bangladesh.

LOVE FOR ALL, HATRED FOR NONE

veronica tours & travels

Muhammad Belal Ahmad (Tushar)
ceo

Travel Agent & Tour Operator

VERONICA TOURS & TRAVELS
207/2, West Kafrul, Begum Rokeya Swarani, Mirpur, Dhaka-1207
Phone: 88 02 9113176, Cell: 01733 004412, 01552 403395, E-mail: veronica@ithbd.com, tusharith@gmail.com

Our Sister Concern:
International Trading House (Garments Accessories Supplier),Hafsa Fashion Ltd. (Readymade Garments Manufacturer)
Awl Fashion (Buying Office), Color Clouds (Arts & Craft House), Bakers Bay (Bakery & Sweets)

Amecon
Since 1983
www.amecon-bd.net

Our Activities
- Crest
- Trophy
- Sign Board
- Metal Sign
- Acrylic Letter
- POP & Interior
- Digital Printing

MEMBER ARA

H-79/3, Block-E, Chairman Bari, Banani, Dhaka-1213
Tel: 8824945, 9895686, 03792003208, Fax: 880-2-8824945
E-mail: amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola	Kanas Gari, Sherpur Road	205, Baizid Bostami Road
Jessore. Tel : 67284	Bogra. Tel : 73315	Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

সম্পাদকীয়

পবিত্র মাহে রমযানের প্রস্তুতি

কয়েক দিন পরেই শুরু হচ্ছে পবিত্র মাহে রমযান। মু'মিন-মুত্তাকি বান্দারা এই মাসটির অপেক্ষায় দিন গুনতে থাকে। তারা শুধু ভাবে কবে থেকে শুরু হচ্ছে রমযান মাস। রমযান মাসের জন্য আগে থেকেই তারা নিজেকে প্রস্তুত করে তোলে। তারা একটি রুটিন তৈরী করে পূর্বের রমযান থেকে এবারের রমযানে কি কি নেক আমল বেশী করবে। গত রমযানে যদি একবার পবিত্র কুরআন খতম দিয়ে থাকে তাহলে এবার ইচ্ছা রাখে দু'বার দেয়ার। অর্থাৎ সব কিছুতেই মু'মিন চায় পূর্বের তুলনায় বেশী ইবাদত বন্দেগীতে রত থাকতে।

তাই এক জন মু'মিন রমযান আসার পূর্বেই নিজেকে রমযানের জন্য প্রস্তুত করে তোলে। বাহ্যিক ভাবে আমরা যেমন স্কুল-কলেজের পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করার জন্য অনেক পূর্বে থেকেই নিজেকে গড়ে তুলি আর সব সময় মাথায় পরীক্ষায় ভাল ফলাফলের চিন্তায় নিমগ্ন থাকি ঠিক তেমনি যারা মু'মিন তারা এক রমযান শেষ হলেই আর এক রমযানকে শ্বাগত জানানোর জন্য অপেক্ষায় থাকে। রমযানের দিনগুলো কিভাবে কাটাবে তা তারা আগে থেকেই ঠিক করে খোদার কাছে দোয়া করতে থাকে যার ফলে খোদা তাআলা তাদের দোয়া কবুল করেন এবং তাদেরকে সুস্থ্য রেখে রমযানের ইবাদত করতে সাহায্য করেন।

আমরাও যদি এখন থেকে পবিত্র মাহে রমযানের প্রস্তুতি নিতে থাকি আর খোদা তাআলার কাছে এখন থেকেই দোয়া করতে শুরু করি যে, হে খোদা! তুমি আমাকে সুস্থ্য রাখ, আমি যেন আগত রমযানে পুর্বের তুলনায় অনেক বেশী ইবাদত-বন্দেগী, দান-খয়রাত, কুরআন পাঠসহ সব পূণ্য কর্ম বেশী বেশী করতে পারি। গত বছরের তুলনায় এবার বেশী ইবাদতে রত থেকে কাটানোর যদি ইচ্ছা থাকে আর খোদাকে লাভ করার আশা থাকে তাহলে অবশ্যই এখন থেকেই নিয়ত করে সে অনুযায়ি প্রস্তুত হয়ে যাওয়া উচিৎ। আর প্রস্তুতি না থাকলে হা-হুতাশ করতে হবে হায়! রমযান মাস চলে আসলো আর আমি এর জন্য তৈরীই হয়নি। রমযানের সার্থকতা কেবল উপবাসেই নয় বরং রোযাও রাখতে হবে আর বেশী বেশী নফল ইবাদতও করতে হবে।

আমরা যদি এখন থেকে রমযানের প্রস্তুতি না নেই তাহলে দেখা যাবে আমরা তারাবির নামাযে অংশ নিতে পারছি না নানান ব্যস্ততার কারনে, মসজিদে পবিত্র কুরআনের দারস শুনতে যেতে পারছি না অন্য কোন কাজের চাপে, ঠিক মতো পাঁচ ওয়াক্ত নামায বাজামাত আদায় করতে পারছি না, রাতে দেরিতে ঘুমানোর জন্য তাহাজ্জুদ নামায আদায় করতে পারছি না, এছাড়াও আরো অনেক নেক কর্মে অংশ নিতে পারছি না। তাই এখন থেকেই যদি আমরা সবাই একটি রুটিন তৈরী করে ফেলি তাহলে মনে হয় অনেক ভালো হয়। যারা ব্যবসা বা চাকুরী করেন তারাও ঠিক করে নিতে পারেন কিভাবে তারা ইবাদত সুন্দরভাবে করতে পারেন। যারা ছাত্র রয়েছেন তারাও এখন যদি পড়া-লেখা কিছুটা বেশি করেন তাহলে রমযানে ইবাদতে সুবিধা হবে। এভাবে আমরা যে যেই স্থানেই আছি আমরা যদি এখন থেকেই নিজেকে রমযানের জন্য প্রস্তুত করে তুলি তাহলে আমরা দেখবো রমযানের রাতগুলো ইবাদতের সৌন্দর্যে মোহনীয় হয়ে ওঠবে।

মহান খোদা তাআলা আমাদের সকলকে সুস্থ্যতার সাথে পবিত্র মাহে রমযানে প্রবেশ করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

mwPcÎ

১৫ জুন, ২০১৩

কুরআন শরীফ	২
হাদীস শরীফ	৩
অমৃত বাণী	৪
হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত **জুমুআর খুতবা** (২ ডিসেম্বর ২০১১)	৫
PRESS RELEASE	১২
সংবাদ বিজ্ঞপ্তি	১৪
PRESS RELEASE	১৬
সংবাদ বিজ্ঞপ্তি	১৮
PRESS RELEASE	১৯
সংবাদ বিজ্ঞপ্তি	২১
রূপক বর্ণনার অন্তরালে মুহাম্মদ খলিলুর রহমান	২২
খেলাফতের কল্যাণ ও বরকত এবং দোয়ার অপূর্ব নিদর্শন মাহমুদ হাসান সিরাজী	২৬
অঙ্গীকারের গুরুত্ব আনোয়ারা বেগম	২৭
জ্বালাও পোড়াও ইসলাম ও মহানবী (সা.) -এর আদর্শ পরিপন্থি মুহাম্মদ আমীর হোসেন	২৯
পর্দার প্রকৃত উদ্দেশ্য এস, এম, মাহমুদুল হক	৩০
প্রযুক্তি আল্লাহ্ তাআলার অপার নেয়ামত মাহমুদ আহমদ সুমন	৩২
সংবাদ	৩৪
বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী	৪০

কুরআন শরীফ

সূরা ইবরাহীম-১৪

تُؤْتِيْٓ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍۢ بِاِذْنِ رَبِّهَا ؕ
وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿۲۶﴾

২৬। এটা নিজ প্রভু-প্রতিপালকের আদেশে সব সময় ফল দেয়। আল্লাহ্ মানুষের জন্য দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةِ ۨ
اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا
مِنْ قَرَارٍ ﴿۲۷﴾

২৭। আর অপবিত্র বাণীর[১৪৬৬] দৃষ্টান্ত এক অপবিত্র বৃক্ষের মত যা ভূপৃষ্ঠ থেকে উপড়ে ফেলা হয়েছে। এর জন্য (কোথাও) কোন স্থিতি নেই।

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي
الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَيُضِلُّ اللّٰهُ
الظّٰلِمِيْنَ ۙ۬ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ﴿۲۸﴾

২৮। যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্ তাদেরকে শাশ্বত বাণীর মাধ্যমে ইহকালে ও পরকালে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ যালেমদের বিপথগামী সাব্যস্ত করেন। আর আল্লাহ্ যা চান তা-ই করেন।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا
وَّاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿۲۹﴾

২৯। তুমি কি তাদের লক্ষ্য করনি, যারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহকে অকৃতজ্ঞতায় বদলে দিল এবং নিজ জাতিকে ধ্বংসের গৃহে (টেনে) নামালো,

---

১৪৬৬। সুবৃক্ষের বিসদৃশরূপে মিথ্যাচরণকারী কর্তৃক জালকৃত গ্রন্থ, কুবৃক্ষের (সাজারায়ে খবীসার) ন্যায়। এর দৃঢ়তা, স্থিরতা বা স্থায়িত্ব নেই। এর শিক্ষাকে যুক্তি এবং প্রকৃতির নিয়ম সমর্থন করে না।এটা সমালোচনার মোকাবিলায় করতে পারে না এবং এর নীতি ও আদর্শ মানুষের পরিস্থিতির ও অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে থাকে। এর শিক্ষাসমূহ সন্দেহপূর্ণ উৎস থেকে গৃহীত জগাখিচুড়ি বিশেষ। এটা এমন মানুষ তৈরী করতে ব্যর্থ যারা দাবী করতে পারে যে তারা আল্লাহ্ তাআলার সঙ্গে সত্য এবং প্রকৃত সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম। এটা ঐশী উৎস থেকে নবজীবন লাভ করতে পারে না এবং অবক্ষয় ও অধ:পতনের বস্তুতে পরিণতি লাভ করে।

হাদীস শরীফ

হযরত রসূল করীম (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব

কুরআন ঃ

"হে নবী! নিশ্চয় আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। এবং আল্লাহ্‌র আদেশানুযায়ী তাঁর দিকে আহ্বানকারী এবং দীপ্তিমান প্রদীপরূপে" (সূরা আল-আহযাব ঃ ৪৬-৪৭)।

হাদীস ঃ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমি কিয়ামতের দিন আদম সন্তানদের নেতা হবো, আর আমি সেই ব্যক্তি যার কবর সর্বপ্রথম বিদীর্ণ হবে। আমিই সর্বপ্রথম শাফাআতকারী হবো এবং আমার সুপারিশই সর্ব প্রথম কবুল করা হবে" (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ

হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এ জগতের মধ্যমণি, তাঁর (সা.) আগমনে তৌহীদ ও স্রষ্টার অপরূপ জ্যোতিতে এ জগত দীপ্তিমান হয়েছে। তিনি এমন সূর্যরূপে আবির্ভূত হয়েছেন যা শুধু এ জগতকেই নয় বরং আ'লামীন বা বিশ্বজগৎকে কিয়ামতকাল অবধি স্বীয় জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় রাখবেন। তাঁর (সা.) শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা করা মানবের সাধ্যাতীত। তিনি সেই সত্তা যাঁর প্রশংসা স্বয়ং খোদা তাআলা করেন এবং ফিরিশ্‌তা ও মানবমন্ডলী প্রেরণ করে তাঁর (সা.) প্রতি দরূদ। কুরআন শরীফের উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস হতে হযরত নবী করীম (সা.)-এর অনুপম ব্যক্তিত্বের দর্পণ আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়। তিনি (সা.) শুধু যে জগতের দীপ্তিমান সূর্য তা নয় বরং পরকালেরও আলোকবর্তিকা। তাঁর (সা.) সত্তা এ দুনিয়াতে যেভাবে কল্যাণ বন্টনকারী পরকালেও তিনি (সা.) মানবমন্ডলীকে তাঁর কল্যাণের দ্বারা উপকৃত করবেন। পৃথিবীতে শুধু একজনই এমন হয়েছেন যাঁকে দু'জাহানের জন্য সূর্য বানানো হয়েছে অর্থাৎ যাঁর কল্যাণ দু'জগতেই সমভাবে মানবের কল্যাণ ঘটাবে। তিনিই সকল কল্যাণের উৎস। কিয়ামত দিবসে খোদা তাআলা যাঁকে সর্বপ্রথম উত্থিত করবেন, যিনি সর্বপ্রথম জ্ঞান ফিরে পাবেন এবং যিনি সুপারিশ করার অধিকার পাবেন তিনি হলেন, আমাদের নবী খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম।

যুগ ইমাম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন ঃ "আমি সর্বদা আশ্চর্যের দৃষ্টিতে দেখে থাকি এই আরবী নবী, যাঁর নাম মুহাম্মদ, হাজার হাজার দরূদ ও সালাম তাঁর ওপর। তিনি উচ্চ মর্যাদার নবী। তাঁর সুউচ্চ মোকামের চূড়ান্ত সীমাকে জানা সম্ভব নয়। খোদা তাআলা, যিনি তাঁর (সা.) অন্তরের গোপন রহস্য জানতেন, তিনি তাঁকে সকল নবী এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণের ওপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তাঁর সকল উদ্দেশ্য ও সকল আকাঙ্খাকে তিনি (আল্লাহ্) তাঁর (সা.) জীবদ্দশাতেই তাঁকে (সা.) সফলতা প্রদান করেছেন, সকল ফয়েয ও কল্যাণের একমাত্র উৎস তিনিই।" (রূহানী খাযায়েন, ২২তম খণ্ড, ১৪৪ পৃঃ)

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সকলকে মহানবী (সা.)-এর অনুকরণ অনুসরণ করার এবং তাঁর (সা.) প্রেমে বিভোর হয়ে খোদার সান্নিধ্যে পৌঁছার তৌফিক দিন, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ

মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) হলেন খাতামান নবীঈন

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

'আমাদের নেতা ও প্রভু আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি খোদা তাআলার তরফ থেকে যে সকল নিদর্শন ও মোজেজা প্রকাশিত হয়েছিল তা কেবল সেই যুগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং, তার ধারাবাহিকতা কেয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে। অতীতে যে নবীরা এসেছিলেন, তাঁরা কেউই তাঁদের পূর্ববর্তী নবীর উম্মতরূপে নিজেকে গণ্য করতেন না, এবং নিজেকে উম্মতি বলে প্রচারও করতেন না। যদিও তাঁরা পূর্ববর্তী নবীর ধর্মেরই সাহায্য করতেন এবং তাঁদেরকে সত্য বলে জানতেন। কিন্তু, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এক বিশেষ এই গৌরব দান করা হয়েছিল যে, তিনি-খাতামান নবীঈন। এর এক অর্থ হচ্ছে, নবুওয়াতের সমস্ত পূর্ণতা উৎকর্ষতা বা কামালাত তাঁর ওপরে খতম হয়ে গেছে; এবং দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে,- তাঁর (সা.) পরে নতুন শরীয়তওয়ালা আর কোন রাসূল নেই; এবং তার (সা.) পরে এমন কোন নবী নেই যিনি তাঁর উম্মত বহির্ভূত। বরং, এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি খোদা তাআলার সহিত বাক্যালাপের সম্মানে সম্মানিত তিনি সেই সম্মান লাভ করেন একমাত্র তাঁরই (সা.) কল্যাণে এবং তাঁরই মধ্যস্থতায়; তিনি উম্মতি, তিনি মুস্তাকিল বা সরাসরি নবী নন।

তাঁকে (সা.) এতো উচ্চ মর্যাদা দিয়ে কবুল করা হয়েছে যে, আজ অন্তত:পক্ষে বিভিন্ন শ্রেণীর, বিশ কোটি মুসলমান তাঁর গোলামী করার জন্য কোমর বেঁধে দন্ডায়মান আছে। এবং যখন থেকে খোদা তাঁকে সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকেই বড় বড় শক্তিশালী সম্রাটগণ! যারা দিগ্বিজয়ী ছিলেন, তাঁরাও তাঁর (সা.) পদতলে নিজেদেরকে সামান্য ভৃত্যের ন্যায় উৎসর্গ করেছিলেন। এবং বর্তমান কালেও মুসলিম বাদশাহগণ তাঁর সামনে নিজেদেরকে নগণ্য চাকরের মতই মনে করেন, এবং তাঁর (সা.) নাম উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সিংহাসন থেকে নেমে আসেন।

অতএব, এটা বিবেচনা করে দেখার বিষয় যে, এই যে মান-ইজ্জত, এই যে শওকত ও ঐশ্বর্য্য, এই যে সৌভাগ্য, এই যে জালাল বা গৌরব ও প্রতাপ, এবং এই যে হাজারো আসমানী নিদর্শন, এই হাজারো ঐশী আশিস ও কল্যাণ, তা কি কোন মিথ্যাবাদী লাভ করতে পারে? আমরা বড়ই গৌরবান্বিত যে, যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আঁচল আমরা আঁকড়ে ধরেছি তাঁর ওপরে খোদা তাআলার কৃপা-কল্যাণের কোন সীমা নেই, অন্ত নেই। তিনি খোদা তো নন ঠিকই, কিন্তু তাঁরই মাধ্যমে আমরা খোদাকে দেখেছি। তাঁর ধর্ম, যা আমরা পেয়েছি, তা খোদার ক্ষমতাসমূহের আয়না। যদি ইসলাম না হতো, তাহলে এই যুগে এটা বুঝানোই সম্ভব ছিল না যে, নবুওয়াত কি জিনিষ! এছাড়া, মোজেজা সম্ভব কি না, এবং তা প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর আওতাভুক্ত কি না, এসব কিছুর সমাধান হয়ে গেছে সেই নবীর (সা.) চিরস্থায়ী কল্যাণ দ্বারা। এবং তাঁরই বদৌলতে আজ আমরা অন্যান্য জাতির মত কেবল কেচ্ছা-কাহিনীর কথক নই, বরং আমাদের সাথে রয়েছে খোদার নূর এবং খোদার আসমানী সাহায্য। আমরা কি বস্তু যে, আমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা করি! যে খোদা অন্য সকলের কাছে গোপন, যাঁর গোপন শক্তি অন্য সবার ধারণার অতীত, সেই মহাগৌরব ও প্রতাপের অধিকারী খোদা শুধু এই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কারণেই আমাদের ওপরে প্রকাশিত হয়েছে।' (চশমা মারেফাত, পৃ ৮-১০)

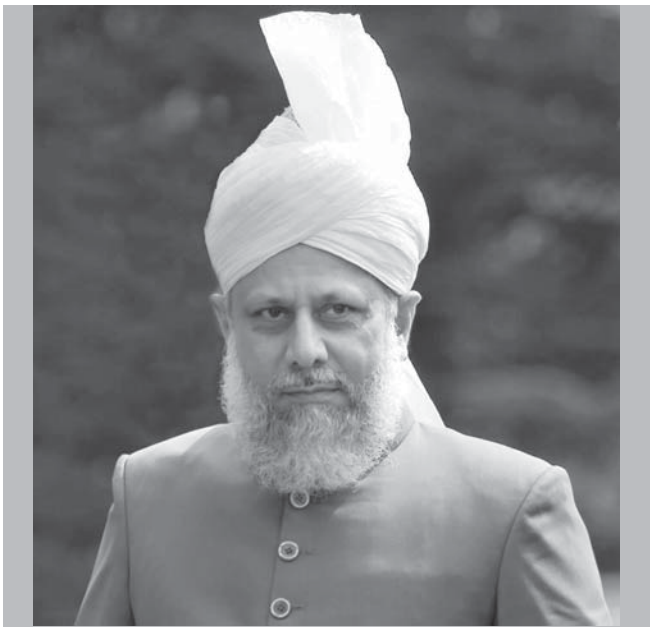

জুমুআর খুতবা

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ২ ডিসেম্বর ২০১১-এর (২ ফাতাহ্, ১৩৯০ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

আহমদীয়াত-সকল মুসলমানদেরকে একত্রীকরণেরই অপর নাম

[সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ থেকে খুতবা না পাওয়ায় পূর্ব প্রকাশিত খুতবা পূণর্মুদ্রিত করতে হচ্ছে। এজন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।]

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

মুসলমানদের মধ্যে মওলানা নামধারী এক শ্রেণীর আলেম আছে যাদের কাজই হচ্ছে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করা এবং না জেনে না বুঝে আহমদীয়াতের বিরোধিতা করা। অনেক এমনও আছে ধর্মের সাথে যাদের কোন সম্পর্ক নেই আর এরা সংখ্যায় অনেক বেশি। তারা কেবল ঈদের নামায পড়ে আর বেশি হলে কখনো কখনো জুমুআর নামাযে চলে আসে।

আবার এমন লোকও আছে যারা ধর্মের ব্যাপারে কোন প্রকার কঠোরতাকে পছন্দ করে না এবং মৌলভীদের তরফ থেকে যে কুফরি ফতওয়া আরোপ করা হয় তা অপছন্দ করা সত্ত্বেও ভয়ে মুখ খুলে না। আরো একটি শ্রেণী আছে, যারা ইসলাম বা ধর্মের বেশী জ্ঞান রাখে না ঠিকই কিন্তু ইসলাম বা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যদি অঙ্গুলী নির্দেশ করা হয় বা আপত্তি করা হয় তবে তার সদুত্তর দেয়া আবশ্যক জ্ঞান করে আর তাদের কোন ভাবে প্রতিহত করা ও তাদের মুখ বন্ধ করা উচিত বলে মনে করে।

তারা চান, মুসলমানদের সকল ফিরকা সম্মিলিতভাবে ইসলামের শত্রুদের এবং দাজ্জালের কর্মকান্ড প্রতিহত করুক। এ দলে পাক-ভারতে বসবাসকারী মুসলমানরাও আছে, আরব বিশ্বের মুসলমানরাও আছেন এবং (পৃথিবীর) অন্যান্য দেশের মুসলমানরাও রয়েছেন। তাদের কথা হলো, তারা ইসলামকে কোন ফিরকার নামে নয় বরং শুধুমাত্র ইসলাম নামে দেখতে চায়। তাদের পক্ষ থেকে আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় এই আপত্তি উত্থাপন করা হয়, ইসলাম ধর্মে দলাদলির কোন কমতি ছিল কি যে, আপনারা আর একটি নুতন ফিরকা বানালেন? তারা আমাদেরকে বলছেন, আপনাদের ভেতর ইসলামের প্রতি যদি সত্যিকার সহানুভূতি থাকে তাহলে মুসলমানদেরকে ফিরকাবাজি বা দলাদলি থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করুন।

সর্বপ্রথম আমি এমন প্রশ্নকারীদের ধন্যবাদ জানাব, কৃতজ্ঞতা জানাব কারণ তারা কমপক্ষে আমাদেরকে মুসলমানদের একটি ফিরকা মনে করেন, মুসলমান মনে করেন। না জেনে না বুঝে কুফরি ফতওয়া আরোপ করেন নি। এমন লোকদের কাছে আমি আবেদন জানাব, আল্লাহ্ তা'লা মুসলিম উম্মাহ্‌র প্রতি কৃপা প্রদর্শন করে মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং মাহদীয়ে মওহুদ (যুগ মাহ্‌দী) করে এজন্য পাঠিয়েছেন যেন সকল ফিরকার পরিসমাপ্তি ঘটে।

যেসব মুসলমানরা আহমদীয়া জামাতের অন্তর্ভূক্ত হয়ে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-কে হযরত নবীয়ে করীম (সা.)-এর সালাম পৌঁছাচ্ছেন তারা বিভিন্ন ইসলামী ফিরকার মধ্য হতে এসে স্ব-স্ব ফিরকাকে বিদায় জানিয়ে খাঁটি ইসলামের মূল শিক্ষার উপর আমল করার উদ্দেশ্যেই আহমদীয়া জামাতে অন্তর্ভূক্ত হচ্ছেন।

আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি অনুগ্রহ করে তাদের হৃদয় দুয়ার খুলে দিয়েছেন, তারা দলাদলি জলাঞ্জলি দিয়ে প্রকৃত ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তারা সেই ন্যায় বিচারক ও মিমাংসাকারীর হাতে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন যাঁর সম্পর্কে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তাঁর আবির্ভাবের মূল উদ্দেশ্য হলো, যেসব ভ্রান্ত কথা, শিক্ষা এবং বিদাত বিভিন্ন ফিরকায় অনুপ্রবেশ করেছে সে

গুলোকে কুরআনের শিক্ষার আলোকে সংশোধন করা।

সেগুলোকে যেন প্রকৃত কুরআনের শিক্ষার আলোকে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। আল্লাহ্ প্রেরিত সেই মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইসলামী শিক্ষার আলোকে প্রদত্ত সুশিক্ষার কারণেই আহমদীয়া জামাত আল্লাহ্ ও রসূল (সা.)-এর নির্দেশ অনুসারে প্রত্যেক কলেমা পাঠকারীকে মুসলমান মনে করে।

কোন মুসলমানের মুসলমান হওয়ার জন্য পবিত্র কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্' পাঠ করাই যথেষ্ট আর হাদীস থেকেও এটিই প্রমাণিত। পক্ষান্তরে অন্য ফিরকাগুলোকে দেখুন! তাদের সবাই পরস্পরের বিরুদ্ধে কুফরি ফতোয়া প্রদান করে।

অতএব ইসলাম-দরদীদের এটি ভুল ধারণা যে, ইসলাম ধর্ম পূর্বেই এত ফিরকায় বিভক্ত, এর মধ্যে আহমদীয়া জামাত আবার একটি নুতন ফিরকা গঠন করে আরেকটি ফাসাদের ভিত্তি রেখেছে। এটি তাদের ভুল ধারণা আর কুরআন ও হাদীসের জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে এ ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। যে কোন ফিরকার বই-পুস্তক পড়ে দেখুন! সেখানে পরস্পরের বিরুদ্ধে কুফরি ফতওয়ার বিশাল স্তুপ দেখতে পাবেন। আহমদীয়া জামাতের বই-পুস্তক যদি পড়েন তাহলে সেখানে ইসলামের ওপর বিধর্মীদের আক্রমনের খন্ডন দেখতে পাবেন বা মুসলমানদের কাছে এই আবেদন দেখবেন যে, কাফির ফতওয়া দেয়ার মত বিষাক্ত কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকুন আর ইসলামের সেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান অথবা এটি দেখবেন, আল্লাহ্‌র অধিকার এবং বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদানের জন্য আমাদের কি করা উচিত। অথবা আমাদের এ বিষয়ের প্রতি তাগিদ দৃষ্টিগোচর হবে যে, পৃথিবীতে প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা এবং আপোসের জন্য আমাদের কি করা উচিত আর ঘৃণার অঙ্গারকে নির্বাপিত করার জন্য আমাদের কি করা উচিত অথবা মহানবী (সা.)-এর সাহাবাগণের পদমর্যাদা কি ছিল এ বিষয়টি তাতে দেখা যাবে। তাঁদের মধ্য থেকে প্রত্যেকেই উজ্জ্বল ও অনুকরণীয় নক্ষত্র ছিলেন। তাদের প্রত্যেকের স্ব স্ব মর্যাদা ছিল।

কাজেই আহমদীয়া জামাতের সাহিত্যে কুফরী ফতওয়ার পরিবর্তে এমন অনিন্দ সুন্দর কথা দৃষ্টি গোচর হয়। যেভাবে আমি বলেছি, (তাদের বই পুস্তকে) কুফরী ফতওয়ার স্তুপ দেখতে পাবেন। যেকোন ফিরকার ফতওয়ার বই নিয়ে দেখুন তাতে পরস্পরের বিরুদ্ধে এ সবই দেখতে পাবেন।

সাহাবাদের পদমর্যাদা সংক্রান্ত শেষ কথাটি আমি নিচ্ছি? যদি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন, ইসলামে প্রধান দল দু'টি হলো শিয়া ও সুন্নি। এরা আবার বিভিন্ন দল ও উপদলে বিভক্ত। এরা উভয়ে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করে মহানবীর সেসব সাহাবী যারা প্রাথমিক যুগে অগণিত কুরবানী করেছেন তাঁদের মর্যাদাকে হেয় করতেও কোনরূপ কুণ্ঠা করেনি। বাড়াবাড়ির কারণে এরা একে অন্যের বিরুদ্ধে কুফরি ফতওয়াও দিয়েছে এবং দিয়ে যাচ্ছে। একপক্ষ যদি অতিরঞ্জন করে হযরত আলী এবং হযরত হোসাইন এর মর্যাদাকে অত্যাধিক বাড়িয়ে উপস্থাপন করে অন্য পক্ষ প্রথম সারির সাহাবাদের এবং খোলাফায়ে রাশেদীন এর মর্যাদাকে চরম নির্দয়ভাবে খাটো করার চেষ্টা করেছে, প্রত্যুত্তরে প্রথম পক্ষও সীমালঙ্ঘনে কোন প্রকার ত্রুটি করেনি। অতঃপর যেভাবে আমি বলেছি, এই বড় দলগুলোর অসংখ্য উপদল রয়েছে যা আরও একটি নৈরাজ্যের কারণ হয়ে আছে।

মনে হচ্ছে তাদের সকলের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামকে সহিংস, ফতওয়াবাজ আর বিশৃঙ্খলাবাদী ধর্ম সাব্যস্ত করা। কিন্তু যেমন আমি এখনই বর্ণনা করেছি, আহমদীয়া জামাতের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইসলামের সৌন্দর্য ও অনিন্দ-সুন্দর চিত্র উপস্থাপন করা। এ কারণে আহমদীয়া জামাতকেও ঐসব দল এবং ফিরকার মত মনে করা– আহমদীয়া জামাতের প্রতি একটি অন্যায়। বর্তমানে আমরা মহররম মাস অতিক্রম করছি আর প্রত্যেক বছর আমরা এ মাস অতিক্রম করে থাকি। যেসব দেশে শিয়া ও সুন্নির সংখ্যা বেশি সেখানে মহররম মাসে উভয়ের পক্ষ থেকে জীবন এবং সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হতে দেখা যায়। পাকিস্তান হোক বা ইরাক অথবা অন্য কোন দেশ হোক সর্বত্র আমরা এটিই দেখে থাকি, মহররম মাসে কোন না কোন বিশৃঙ্খলা সংগঠিত হয়ে থাকে, জীবন এবং সম্পদের ক্ষতি সাধন করা হয়ে থাকে। যদিও এ ক্ষতি এখন প্রাত্যহিক বিষয় তথাপি মহররমে বিশেষ ভাবে বেশি হয়ে থাকে। যেভাবে আমি বলেছি, এরা একে অন্যের বিরুদ্ধে কুফরি ফতওয়ার স্তুপ সৃষ্টি করে রেখেছে এ বিষয়ের প্রতি যখন আমি দৃষ্টি দিলাম তখন অনেক তথ্য একত্রিত হয়ে গেছে। কিন্তু এতো বেহুদা ফতওয়া ও গালমন্দে তা ভরা যে, উদাহরণ স্বরূপও এখানে তা উপস্থাপনও করা যাবে না। আজ আমি কেবল এ যুগের ন্যায় বিচারক ও সত্যিকার মিমাংসাকারী প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং ইমাম মাহদীর প্রজ্ঞাপূর্ণ কতক উদ্ধৃতি যা তিনি (আ.) খোলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবায়ে কেরাম এবং হযরত আলী ও ইমাম হোসাইন প্রমূখদের সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন তা উপস্থাপন করতে চাই। যাতে বুঝা যায় যে, কত সুন্দরভাবে তিনি (আ.) বিশৃঙ্খলার মূলকে নিমূল করার চেষ্টা করেছেন। যখন আমি এ উদ্ধৃতিগুলো একত্রিত করিয়েছি তখন এগুলো শত শত পৃষ্ঠায় দাঁড়ায়। কিন্তু এখন সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে কেবল কয়েকটি (উদ্ধৃতি) আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করছি। আহমদীয়া জামাতে বিভিন্ন ফিরকা থেকে আগত আহমদী সদস্যরা আছেন যাদের এখনও সঠিকভাবে তরবিয়ত হয়নি তাদেরও এসব উদ্ধৃতি শোনা আবশ্যক।

আমি আরো কিছু লোকের উদাহরণ দিয়ে ছিলাম যারা অনেক সময় এমটিএ দেখেন অথবা আমার খুতবা শুনেন আর এসব দেখে জামাতের প্রতি আকৃষ্ট হয় অথবা ইসলামের প্রতি সহানুভূতি রাখেন। এসব লোকদের মনে প্রশ্ন জাগে, আহমদীয়া মুসলিম জামাতও হয়তো অপরাপর ফিরকার মতই একটি ফিরকা। তাদের সামনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতি তুলে ধরা আবশ্যক যেন তারা জানতে পারে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আসলে বিভিন্ন ফিরকাকে ঐকবদ্ধ করতে এবং সব ধরনের অতিরঞ্জন থেকে মুক্ত করতে এসেছেন।

আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মুসলমানদের ঐকবদ্ধ করার

দায়িত্ব অর্পণ করে ইলহামের মাধ্যমে জানান, 'পৃথিবীতে বসবাসকারী সব মুসলমানদের একই ধর্মে একত্রিত কর'। তাই তিনি এসেছেন সব মুসলমানদের এক হাতে ও এক ধর্মে ঐকবদ্ধ করার জন্য। আমি যেভাবে শুরুতে বলেছি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কয়েকটি উদ্ধৃতি তুলে ধরবো। তাই প্রথমে আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এমন এক উদ্ধৃতি পাঠ করছি যেখানে খোলাফায়ে রাশেদীনদের পথে পরিচালিত হওয়াকে তিনি মু'মিন ও মুসলমান হওয়ার চিহ্ন বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি (আ.) বলেন, 'কোন ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত হযরত আবু বকর (রা.), ওমর (রা.), ওসমান (রা.) ও আলী (রা.)-এর রঙ ধারণ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত সে মুসলমান বলে অভিহিত হতে পারে না'। তাঁরা পৃথিবীকে ভালবাসতেন না বরং খোদার রাস্তায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে রেখেছিলেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের পদমর্যাদা সম্পর্কে তিনি সিররুল খিলাফা পুস্তকের (বঙ্গানুবাদের-২১-২২) ৩২৮ পৃষ্ঠায় লিখেন, আরবী বই হবার কারণে আমি সকালে উদ্ধৃতিগুলো মূল বইয়ের পৃষ্ঠা নম্বরসহ আরবী অনুবাদকদের দিয়েছি যাতে অনুবাদ করতে সুবিধা হয়, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মূল বাক্যাবলী আরববাসীদের সামনে তুলে ধরা হলে তা বেশি প্রভাব সৃষ্টি করবে। কেননা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা অনুবাদক আরবী হলেও সেই মানে পৌঁছাতে পারবে না।

তিনি (আ.) বলেন 'খোদার কসম! তাঁরা এমন বীরপুরুষ যারা সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মহানবী (সা.)-এর সাহায্যের জন্য মৃত্যুপুরীতে অবস্থান নিয়ে ছিলেন। তাঁরা খোদার খাতিরে নিজ পিতা, পিতামহ ও সন্তান-সন্তুতিকে পরিত্যাগ করেছেন এবং ধারালো তরবারি দিয়ে তাদেরকে টুকরো টুকরো করেছেন এবং তারা প্রিয়জনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন এবং তাঁদের শিরোচ্ছেদ করেছেন। তাঁরা আল্লাহ্‌র খাতিরে নিজেদের ধন সম্পদ ও জীবন উৎসর্গ করা সত্ত্বেও স্বীয় কর্মকে তুচ্ছ মনে করে কাঁদতেন ও অনুশোচনা করতেন। বিশ্রামের জন্য আপন সত্তাকে সামান্য অধিকার প্রদান করা ছাড়া তাদের চোখ সুখনিদ্রা যাপনের জন্য কমই বন্ধ হতো আর তারা মোটেও আরাম প্রিয় ছিলেন না। তোমরা কীকরে একথা ভাবতে পারো যে, তাঁরা অত্যাচারী ও আত্মসাৎকারী ছিলেন, সুবিচার করতেন না বরং অত্যাচার নিস্পেষণ করতেন? তাঁরা যে কামনা-বাসনাকে পরিত্যাগ করে মহান আল্লাহ্‌র সন্নিধানে সেজদাবনত এবং আত্মবিলীন করে রেখে ছিলেন তা সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত'। (সিররুল খিলাফাহ্, বঙ্গানুবাদের পৃ:২১-২২)

অর্থাৎ খোলাফায়ে রাশেদীন নিজেদের সব কিছু হযরত নবী করীম (সা.)-এর জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছেন এবং তাঁরা আল্লাহ্‌তে বিলীন ছিলেন।

পুনরায় তিনি (আ.) হযরত আবু বকর (রা.) সম্পর্কে সিররুল খিলাফাহ্ পুস্তকের ৪৯ নাম্বার পৃষ্ঠায় লিখেন, 'তিনি (রা.) একজন পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানী, নম্র স্বভাবের অধিকারী ও দয়ার্দ্র প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি বিনয়ের সাথে ও দারিদ্রের বেশে জীবন অতিবাহিত করতেন। অতি ক্ষমাশীল, স্নেহশীল ও দয়ালু ছিলেন, তাঁর ললাটের জ্যোতি দেখেই তাঁকে চেনা যেতো। মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)-এর সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টির আত্মার সাথে তাঁর আত্মা একাকার হয়ে গিয়েছিল। তাঁর আত্মা এমন জ্যোতিতে উদ্ভাসিত ছিল যা তাঁর নেতা আল্লাহ্‌র প্রেমাস্পদ মুহাম্মদ (সা.)-কে আচ্ছন্ন করেছিল। রসূলুল্লাহ্‌র জ্যোতির ঔজ্জ্বল্য ও তাঁর মহান কল্যাণ ধারায় তিনি নিজেকে বিলীন করেছিলেন। কুরআনের বুৎপত্তি অর্জন ও নবীনেতা ও মানবতার গর্ব মহানবী (সা.)-এর প্রতি ভালবাসার ক্ষেত্রে তিনি সকল মানুষের মাঝে স্বতন্ত্র ছিলেন। পারলৌকিক জীবনের স্বরূপ এবং ঐশী রহস্যাবলী যখন তাঁর সামনে স্পষ্ট হয়ে গেল, তখন তিনি ইহজাগতিক বন্ধন ছিন্ন ও দৈহিক সম্পর্ক পরিত্যাগ করে প্রেমাস্পদের রঙে রঙ্গীন হয়ে যান এবং শুধু একটি অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের খাতিরে নিজের সব চাওয়া-পাওয়াকে জলাঞ্জলি দেন। তাঁর প্রাণ জাগতিক কৌলুষ থেকে মুক্ত হয়ে এক সৎ ও অদ্বিতীয় সত্তার রঙে রঙ্গীন হয় আর বিশ্ব প্রভু-প্রতিপালকের সন্তুষ্টির সন্ধানে নিজেকে তিনি বিলীন করেন। সত্যিকারের ঐশী প্রেম যখন তাঁর সব শিরা-উপশিরা ও হৃদয়ের গভীরতম স্থানে এবং তাঁর রন্ধ্রে রন্ধ্রে স্থান করে নিল, তাঁর কথা-কাজ ওঠা-বসায় সে প্রেমের জ্যোতি যখন প্রকাশ পেতে লাগলো তখন তাঁকে 'সিদ্দীক' নাম দেয়া হলো'। অর্থাৎ যখন তিনি মহানবী (সা.)-এর সত্তায় পূর্ণাঙ্গীনভাবে বিলীন হয়ে গেলেন তখন তিনি সিদ্দীক উপাধি পেলেন। এই হলো তাঁর মর্যাদা।

এরপর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) কেন ও কীভাবে এই পদমর্যাদা অর্জন করলেন তা স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি মোকামে সিদ্দীকিয়াত বা সিদ্দীক পদমর্যাদার বিস্তারিত চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, 'মহানবী (সা.) যখন হযরত আবু বকর (রা.)-কে সিদ্দীক উপাধি দিয়েছেন তখন আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন, তার মাঝে কী কী অনন্য বৈশিষ্ট্য বা পরাকাষ্ঠা বিদ্যমান ছিল। মহানবী (সা.) এ-ও বলেছেন, হযরত আবু বকর (রা.)-এর অন্তরের অন্তঃস্থলে বিদ্যমান গুণের কারণেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব। যদি গভীরভাবে লক্ষ্য করা হয় তাহলে দেখা যাবে, প্রকৃত পক্ষে হযরত আবু বকর (রা.) যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা দেখিয়েছেন তাঁর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া ভার। সত্য কথা হলো, প্রত্যেক যুগে যে-ই সিদ্দীকের গুণাবলী অর্জনের আকাঙ্খা করবে তার আবু বকরী বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি নিজের মাঝে সৃষ্টি করার লক্ষ্যে যতদূর সম্ভব চেষ্টা, সাধনা এবং এরপর যথাসাধ্য দোয়া করা আবশ্যক। যতক্ষণ পর্যন্ত আবু বকরীয় বৈশিষ্ট্যের ছাপ গ্রহণ না করবে এবং সেই রঙে রঙ্গীন না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সিদ্দীকী পরাকাষ্ঠা অর্জিত হতে পারে না'। তিনি (আ.) বলেন, আবু বকরীয় প্রকৃতি কী? এখন এর উপর বিশদ আলোচনা এবং বর্ণনার সময় নয় কেননা এর বিস্তারিত আলোচনার জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। তিনি (আ.) বলেন, 'আমি সংক্ষিপ্তভাবে একটি ঘটনা বর্ণনা করে দিচ্ছি তাহলো, মহানবী (সা.) যখন নবুওয়তের দাবী করলেন তখন আবু বকর (রা.) বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সিরিয়ায় গিয়েছিলেন। তিনি (রা.) যখন ফিরে আসছিলেন তখন পথিমধ্যেই এক ব্যক্তির সাথে তাঁর সাক্ষাত হলো, তিনি সেই ব্যক্তির কাছে মক্কার সার্বিক খবরা খবর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে বললেন, কোন নতুন খবর থাকলে শোনাও'। নিয়ম হলো

মানুষ যখন সফর থেকে ফিরে আসে আর পথে কোন স্বদেশী লোকের সাক্ষাত হয় তার কাছে স্বদেশের অবস্থা জানতে চায়। 'সেই ব্যক্তি উত্তরে বলল, নতুন খবর হলো, তোমার বন্ধু মুহাম্মদ (সা.) নবী হবার দাবী করেছে। তিনি শোনা মাত্রই বললেন, যদি তিনি (সা.) এ দাবী করে থাকেন তাহলে নিঃসন্দেহে তিনি সত্য। এই একটি ঘটনা দ্বারাই জানা যায় মহানবী (সা.)-এর সম্পর্কে তাঁর কত ভাল ধারণা ছিল। কোন নিদর্শনের প্রয়োজন পড়েনি। প্রকৃত কথা হলো, মোজেজা কেবল সে ব্যক্তিই চায় যে দাবীকারকের অবস্থা সম্পর্কে অনবহিত। যেখানে কোন সংকোচ বা দ্বিধা থাকে এবং অধিক জানার প্রয়োজন হয় সেখানে মোজেজার দরকার হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি দাবীকারকের অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান রাখে তার মোজেজার কী প্রয়োজন? মোটকথা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) মহানবী (সা.)-এর নবুওয়তের দাবী শোনামাত্রই ঈমান এনেছিলেন। এরপর মক্কায় পৌঁছে মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি নবী হবার দাবী করেছেন? মহানবী (সা.) বললেন, হ্যাঁ তুমি ঠিকই শুনেছ। এতে হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, আপনি সাক্ষী থাকুন! আমি আপনার প্রথম মুসাদ্দীক বা সত্যায়নকারী। তাঁর এমন বলা শুধু কথার কথা ছিল না বরং তিনি তাঁর কর্মের মাধ্যমে তা প্রমাণ করেছেন। আর তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তা পালন করে গেছেন এবং মৃত্যুর পরও তা তাঁর সাথে যুক্ত রয়েছে'।

অতঃপর সেই বিশ্বস্ততা ও ত্যাগের বহিঃপ্রকাশ কীভাবে ঘটেছে। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেন, 'একদা কতিপয় শত্রু মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-কে একা পেয়ে তাঁর গলায় কাপড় জড়িয়ে তা পেঁচাতে আরম্ভ করে। এমনকি তিনি (সা.) প্রায় মৃত্যুর দ্বার প্রান্তে পৌঁছে যান। এমতাবস্থায় হঠাৎ আবু বকর (রা.) সেখানে উপস্থিত হন এবং তাঁকে (সা.) মুক্ত করেন। এ কারণে শত্রুরা আবু বকর (রা.)-কে বেদম প্রহার করে, তিনি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যান'।

তারপর উম্মতের প্রতি হযরত আবু বকর (রা.)-এর অনেক বড় আরেকটি অনুগ্রহের উল্লেখ করতঃ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'অনুরূপভাবে হযরত আবু বকর (রা.)-র আয়াত

مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

থেকে যুক্তি প্রদান করা সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যে, তাঁর দৃষ্টিতে হযরত ঈসা (আ.) মৃত্যু বরণ করেছেন। যদি এই আয়াতের উদ্দেশ্য এটি হতো যে, পূর্ববর্তী নবীদের মধ্য থেকে কতিপয় নবী খাতামান্ নবীঈন (সা.)-এর যুগের পূর্বে ইন্তেকাল করেছেন আর কতক করেন নি তাহলে এ আয়াত প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলবে। কেননা একটি অসম্পূর্ণ প্রমাণ যা সর্বব্যাপি নিয়ম হিসেবে কাজ করে না এবং অতীতের সবাইকে বৃত্তের ন্যায় পরিবেষ্টন করে না তা কোনভাবে দলিল বা প্রমাণ আখ্যা পেতে পারে না। তাই হযরত আবু বকর (রা.)-এর বরাতে এই যুক্তি প্রদান করা বৃথা প্রমাণিত হয়। স্মরণ রাখার বিষয় হলো, হযরত আবু বকর (রা.) পূর্ববর্তী সকল নবী-রসূলের ইন্তেকালের ব্যাপারে যে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন তা কোন সাহাবীই অস্বীকার করেন নি। অথচ তখন সকল সাহাবী উপস্থিত ছিলেন এবং সবাই শুনে নিরব থাকেন। এ থেকে প্রমাণ হয় এ বিষয়ে সাহাবাদের ইজমা হয়েছে। সাহাবাদের ইজমা একটি শক্তিশালী প্রমাণ আর তা মিথ্যা বা ভ্রষ্টতা সম্পর্কে হতে পারে না।

অতএব এ উম্মতের প্রতি হযরত আবু বকর (রা.) যেসব অনুগ্রহ করেছেন তার একটি হলো, ভবিষ্যতে যে ভ্রান্তি প্রকাশ পাওয়ার ছিল তা থেকে বাঁচার জন্য স্বীয় খিলাফতকালে সত্যের দ্বার খুলে দিয়েছেন এবং ভ্রষ্টতার বন্যার সামনে এরূপ এক বাঁধ বেঁধে দিয়েছেন যে, যদি এ যুগের মৌলভীদের সাথে সকল জিনেরাও যোগ দেয় তবুও এই বাঁধকে ভাঙ্গতে পারবে না। কাজেই আমরা দোয়া করছি, আল্লাহ্ তা'লা হযরত আবু বকর (রা.)-এর প্রতি সহস্র সহস্র আশিস বর্ষণ করুন। যিনি খোদার পক্ষ থেকে ইলহাম পেয়ে এ বিষয়ের মিমাংসা দিয়ে গেছেন যে, হযরত ঈসা (আ.) ইন্তেকাল করেছেন। আরো একটি নৈরাজ্য দূর করার ক্ষেত্রেও হযরত আবু বকর (রা.) মহান ভূমিকা রয়েছে। সে সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, 'এমন মুহূর্তে হযরত আবু বকর (রা.) খলীফা হয়েছেন যখন মুসাইলামা অন্যায় ভাবে লোকদেরকে সমবেত করেছিলো। মানুষ হয়ত ধারণা করতে পারে, এরূপ পরিস্থিতিতে তাঁকে (রা.) কিরূপ কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হয়েছে। যদি তিনি দৃঢ়চিত্ত না হতেন এবং নবী করিম (সা.)-এর ঈমানের দৃঢ়তা তাঁর মাঝে না থাকতো তাহলে খুবই সমস্যা হত এবং তিনি ঘাবড়ে যেতেন। কিন্তু সিদ্দীক (রা.) মহানবী (সা.)-এর প্রতিচ্ছবি ছিলেন, অর্থাৎ তাঁর ছায়ার অধীনে ছিলেন আর তাঁর ছায়ায় জীবন কাটাতেন, তাঁর (সা.)-এর চরিত্রের ছাপ তার মাঝে ছিল এবং তার হৃদয় বিশ্বাসের আলোতে পরিপূর্ণ ছিল। এ কারণে তিনি সেই সাহসিকতা ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছেন, মহানবী (সা.)-এর পর এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া ভার। তাঁর (রা.) জীবন ছিল ইসলামের জীবন। এটি এমন একটি বিষয় যে ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন নেই। সেই যুগের অবস্থা জেনে নাও এবং এরপর হযরত আবু বকর (রা.) ইসলামের যে সেবা করেছেন সে সম্পর্কে ধারণা নাও। আমি সত্যিই বলছি, আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ইসলামের জন্য দ্বিতীয় আদম ছিলেন। আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলছি, যদি মহানবী (সা.)-এর পর আবু বকর না থাকতেন তাহলে ইসলামও থাকতো না। এটি আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর অনেক বড় অনুগ্রহ, তিনি দ্বিতীয় বার ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। স্বীয় ঈমানী শক্তির বলে সকল বিদ্রোহীকে শাস্তি দিয়েছেন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে বলেছেন এবং অঙ্গীকার করেছেন, আমি সত্য খলীফার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা করব; এই ভবিষ্যদ্বাণী হযরত আবু বকরের খিলাফতের মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে। আর সর্গ-মর্ত্য ব্যবহারিকভাবে সেই সাক্ষ্য প্রদান করেছে। এটি হলো সিদ্দীকের সংজ্ঞা অর্থাৎ তাঁর মাঝে নিষ্ঠা ও পরাকাষ্ঠা এই মানের হওয়া চাই'।

অতঃপর হযরত ওমর (রা.)-এর রসূল প্রেম ও তাঁর নিষ্ঠা সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'একবার হযরত ওমর (রা.) তাঁর (সা.) ঘরে গেলেন [অর্থাৎ হুযূর (সা.)-এর ঘরে গেলেন এবং দেখলেন] ঘরে কোন আসবাবপত্র নেই এবং হুযূর (সা.) একটি মাদুরে শায়িত আছেন এবং মাদুরের ছাপ হুযূর (সা.)-

এর পিঠে দৃশ্যমান। এ অবস্থা দেখে হযরত ওমর (রা.) কেঁদে উঠেন। তিনি (সা.) বলেন, হে ওমর! তুমি কাঁদছো কেন? হযরত ওমর (রা.) বলেন, আপনার কষ্ট দেখে আমার কান্না এসে গেলো। পারস্য এবং রোমের অবিশ্বাসী বাদশাহ্‌রা বিলাসিতার মাঝে জীবন যাপন করছে আর আপনি এত কষ্টে জীবন কাটাচ্ছেন! তখন হুযূর (সা.) বলেন, এ পার্থিব জগতের সাথে আমার সম্পর্কই বা কি? আমার দৃষ্টান্ত প্রচন্ড উত্তাপে সফরকারী এক উষ্ট্রারোহীর যে দুপুরের প্রচন্ড তাপের সময় একটি উটে সফর করছিল। যখন প্রচন্ড তাপক্লিষ্ট ছিল তখন সে বাহনে উপবিষ্ট অবস্থায় সামান্য বিশ্রামের জন্য একটি গাছের ছায়ায় ক্ষণকালের জন্য যাত্রা বিরতি করে আর কয়েক মিনিট পর সেই উত্তপ্ত আবহাওয়ার ভেতর পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করলো'।

হযরত ওমর (রা.)-এর মর্যাদা সম্বন্ধে অপর এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'সাহাবাদের মাঝে হযরত ওমর (রা.)-এর মর্যাদা যে কতটা উচ্চমার্গের তা জানো কি? অনেক সময় তাঁর (রা.) দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে কুরআন শরীফের আয়াত অবতীর্ণ হতো এবং তাঁর সম্পর্কে হাদীসে এসেছে, শয়তান ওমর (রা.)-এর ছায়া দেখে পালিয়ে যায়'। অপর একটি হাদীসে এসেছে, 'আমার পর যদি কেউ নবী হতো তবে সে ওমর-ই হতো'। আরও একটি হাদীসে এসেছে, 'পূর্বের উম্মতের মাঝেও মুহাদ্দিসগণ ছিলেন তবে এ উম্মতের মুহাদ্দিস হলেন ওমর (রা.)'।

হযরত ওমর (রা.) সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরও বলেন, 'কোন কোন সময় কোন ভবিষ্যদ্বাণী যা একবার-ই প্রকাশিত হবে বলে আশা করা হয় তা যদি ক্রমশঃ প্রকাশিত হতে থাকে অথবা কোন অন্য ব্যক্তির মাধ্যমে তা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় যেমন কিসরা (ইরানী সাম্রাজ্য) ও কায়সারের (রোমান সাম্রাজ্য) ধন-ভান্ডারের চাবি তাঁর (সা.) হাতে রাখা সম্পর্কিত আমাদের নবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী। অথচ এটি সুবিদিত বিষয় যে, এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হবার পূর্বে মহানবী (সা.) মৃত্যু বরণ করেছিলেন, আর তিনি (সা.) না কিসরা ও কায়সারের ধন-ভান্ডার দেখেছেন আর না-ই এগুলোর চাবি দেখেছেন কিন্তু উক্ত চাবিসমূহ হযরত ওমর (রা.)'র লাভ করা অবধারিত ছিল; কেননা হযরত ওমর (রা.)-এর সত্তা প্রতিচ্ছায়া রূপে হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর সত্তাই ছিল তাই ওহীর জগতে হযরত ওমর (রা.)-এর হাত মহানবী (সা.)-এর হাত বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে'।

অপর এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত ইমামের কল্যাণে আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ নিরাপদ নয়। ইসলামের সূচনাতে উক্ত বিষয়টির দৃষ্টান্ত দেখা যায়। ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে এক ব্যক্তি যে কুরআন করীমের কাতেব (লিপিকার) ছিলো, নবীজীর আধ্যাত্মিক জ্যোতির সান্নিধ্যের কারণে ইমাম অর্থাৎ মহানবী (সা.) যখন আয়াত লিখাতে চাইতেন অনেক সময় পবিত্র কুরআনের উক্ত আয়াত তার প্রতিও ইলহাম হতো। একদিন সে চিন্তা করল, আমার মাঝে আর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মাঝে কীইবা পার্থক্য? কেননা আমার প্রতিও ইলহাম হয়! এরূপ ভ্রান্তির ফলে সে ধ্বংস হল এবং লেখা আছে যে, কবরও তাকে ছুঁড়ে বাইরে নিক্ষেপ করেছে'। মারা গেছে, দাফন করা হয়েছে এবং কবর তাকে বাইরে নিক্ষেপ করেছে যেভাবে বালাম বাউলকে ধ্বংস করা হয়েছিল। সে-ও তার পুণ্য এবং ওহীর কারণে এমন আত্মশ্লাঘার শিকার হয়েছিল। তিনি (আ.) বলেন, 'হযরত ওমর (রা.)-এর প্রতিও ইলহাম হতো। তিনি নিজ সত্তাকে কিছুই মনে করতেন না আর প্রকৃত নেতৃত্ব যা উর্ধ্বলোকের খোদা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তার অংশীদার হতে লালায়িত ছিলেন না বরং এক তুচ্ছ চাকর ও দাস হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন তাই খোদা তা'লার কৃপা তাঁকে ঐশী নেতৃত্বের নায়েব বা স্থলাভিষিক্ত করেছে। হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর মোকাবেলায় তিনি নিজেকে অতি নগন্য মনে করতেন আর তখন আল্লাহ্ তা'লা অনুগ্রহ ও আশিস বর্ষণ করে তাঁকে খলীফা অর্থাৎ নবীর খলীফা বানিয়েছেন'।

অতঃপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সিররুল খিলাফাহ্ পুস্তকের ৩২৬ পৃষ্ঠায় বলেন, 'আমার প্রভু আমার কাছে প্রকাশ করেছেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক, হযরত ওমর ও হযরত উসমান (রা.) শান্তিপ্রিয় এবং বিশ্বাসী-মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁরা এমন লোকদের অন্তর্ভুক্ত যাঁদেরকে আল্লাহ্ প্রাধান্য দিয়েছেন এবং রহমান খোদার বিশেষ অনুগ্রহের জন্য তাঁদেরকে বেছে নেয়া হয়েছে। তাঁদের প্রশংসনীয় গুণাবলী সম্পর্কে অনেক তত্ত্বজ্ঞানী স্বাক্ষ্য দিয়েছেন। মহামহিমান্বিত খোদার সন্তুষ্টির সন্ধানে তাঁরা স্বদেশ ত্যাগ করেছেন আর প্রতিটি রণক্ষেত্রের ভয়াবহতম স্থানে যুদ্ধ করেছেন। গ্রীস্মকালীন দুপুরের খর দাবদাহ বা শীতের রাতের তীব্র শীতের প্রতি তাঁরা ভ্রুক্ষেপ করেন নি বরং সদ্য যৌবনে উপনীত যুবকের প্রেমাসক্তির ন্যায় ধর্মপ্রেমে তাঁরা আবদ্ধ হয়েছেন। তাঁরা আপন-পর কারো প্রতি আকৃষ্ট হননি বরং বিশ্ব প্রভু-প্রতিপালক খোদার ভালবাসায় সবাইকে পরিত্যাগ করেছেন। তাঁদের কাজে এক প্রকার সুবাস এবং তাঁদের কর্মে বিভিন্ন ধরনের সৌরভ ছিল যা তাঁদের সুমহান মর্যাদা এবং তাঁদের বাগান-সদৃশ পুণ্যের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে যার প্রভাত সমীরণ নিজ সৌরভের মাধ্যমে তাঁদের অজানা অবস্থানের প্রতি দিক-নির্দেশ করে আর তাঁদের জ্যোতি স্বীয় ঔজ্জ্বল্যের মাধ্যমে আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়। কাজেই তাঁদের পুণ্য যে আলো বিকিরণ করেছে তার ঔজ্জ্বল্যের নিরিখে তাঁদের সুমহান ধৈর্যের বিষয়ে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হও'।

পুনরায় তিনি (আ.) অপর এক স্থানে বলেন, 'এ বিশ্বাস আবশ্যকীয়, হযরত আবু বকর সিদ্দীক, হযরত ওমর ফারুক, হযরত যুনুরাইন অর্থাৎ হযরত উসমান এবং হযরত আলী (রা.) সকলেই প্রকৃত অর্থে ধর্মের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) যিনি ইসলামের দ্বিতীয় আদম ছিলেন, একইভাবে হযরত ওমর ফারুক এবং হযরত উসমান (রা.) যদি ধর্মের প্রকৃত আমানতদার না হতেন তাহলে আজকে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতও আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে বলে আমাদের দাবী করতে অসুবিধা হতো'।

অতঃপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সিররুল খিলাফাহ পুস্তকের ৩৫৮ পৃষ্ঠায় হযরত আলী (রা.)-এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেন, 'রহমান

খোদার দৃষ্টিতে সবচেয়ে প্রিয় লোকদের মাঝে তিনি (রা.) ছিলেন একজন অতি বিশুদ্ধচিত্ত খোদাভীরু মানুষ, সর্বোৎকৃষ্ট বংশ ও যুগের নের্তৃস্থানীয় মানুষ, প্রবল শক্তিধর খোদার বিজয়ী সিংহ, স্নেহশীল খোদার বীর যুবক, দানশীল, পবিত্র হৃদয় এবং এমন অসাধারণ সাহসী যে গোটা শত্রুবাহিনী তাঁর মুখোমুখি হলেও রণাঙ্গণই হতো তাঁর অবস্থানের কেন্দ্রস্থল। তিনি সারাটা জীবন কষ্টদায়ক অবস্থার ভেতর কাটিয়েছেন। নিজ যুগে মানুষের জন্য নির্ধারিত তাক্বওয়ার উচ্চমার্গে তিনি উপনীত ছিলেন। খোদার পথে ধন-সম্পদ খরচ, মানুষের কষ্টলাঘব, এতীম-মিসকীন ও প্রতিবেশীদের দেখাশোনা করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সর্বাগ্রে। যুদ্ধে তিনি বহুমুখী বীরত্ব প্রদর্শন করতেন। তীর ও তরবারী পরিচালনায় তিনি আশ্চর্যজনক দক্ষতা প্রদর্শন করতেন।

একই সাথে তিনি ছিলেন সুমিষ্টভাষী ও বাগ্মী। তিনি তাঁর বক্তৃতা মানব হৃদয়ের গভীরে প্রবিষ্ট করিয়ে মনের মরিচা দূর করতেন। নিজ বক্তৃতার দিগন্তকে যুক্তির জ্যোতিতে তিনি আলোকিত করতেন। বিভিন্নমুখী কাজে তিনি ছিলেন অসাধারণ পারদর্শী। এসব বিষয়ে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ ব্যক্তিকে পরাজিতদের ন্যায় তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে হতো। সব কল্যাণময় কাজ, বক্তব্যের গভীরতা ও বাগ্মীতার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন উত্তম আদর্শ। যে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করে সে নির্লজ্জতার পথ অবলম্বন করে'।

এরপর সাহাবাদের (রা.) মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, 'দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি সাহাবাদের অবস্থা উপস্থাপন করছি, তারা মহানবী (সা.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন, সেই অদৃশ্য খোদা যিনি পরম অদৃশ্য সত্তা মিথ্যা উপাস্যদের উপাসনাকারীদের দৃষ্টির বহু দূরে ও আড়ালে, তারা তাকে স্বচক্ষে, হ্যাঁ চাক্ষস দেখেছেন, হ্যাঁ প্রত্যক্ষভাবে দেখেছেন। নয়তো বলো, ব্যাপার কি যে তারা আদৌ ভ্রুক্ষেপ করেন নি বরং স্বজাতি পরিত্যাগ করেছেন, স্বদেশ ত্যাগ করেছেন, সহায় সম্পদ ত্যাগ করেছেন, বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। তাঁদের কেবল খোদার উপর ভরসা ছিল। এক খোদার উপর নীর্ভর করে তাঁরা সেসব কাজ করে দেখিয়েছেন যে ইতিহাসের পাতায় দেখলে মানুষ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। তাদের মাঝে কেবল ঈমান ছিল এবং তাঁরা কেবল ঈমানে সমৃদ্ধ ছিলেন। দুনিয়ার কীটদের ষড়যন্ত্র, পরিকল্পনা, পূর্ণ প্রস্তুতি ও প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা সফল হতে পারেনি। সংখ্যা, দল, সম্পদ সব কিছুই তাদের বেশি ছিল।

কিন্তু ঈমান ছিল না এবং এটি না থাকার জন্যই তাঁদের ধ্বংস হতে হয় এবং সফলতা লাভে ব্যর্থ হতে হয়। কিন্তু সাহাবাগণ ঈমানের বলে সবকিছু জয় করেন। এক ব্যক্তি নিরক্ষর হিসেবে প্রতিপালিত হওয়া সত্ত্বেও নিজ সততা, বিশ্বস্ততা এবং ধার্মীকতার জন্য সুপরিচিত ছিলেন। তাঁরা যখন আহ্বান শোনলেন, আর যখন তিনি বললেন, আমি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে এসেছি, এটি শোনা মাত্রই তারা তাঁর সঙ্গ বরণ করলেন এবং উম্মাদের মত তাঁর অনুগমন করলেন। আমি পুনরায় বলছি, কেবল একটি বিষয় তাঁদেরকে এ অবস্থায় নিয়ে গেছে, তা হচ্ছে ঈমান (বিশ্বাস)। স্মরণ রাখবে, খোদার উপর বিশ্বাস অনেক বড় বিষয়'।

মহানবী (সা.)-এর প্রতি গভীর ভালবাসার কারণেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) খোলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবাগণ বা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বংশধরদের সাথে তাঁর বিশেষ সম্পর্ক এবং ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। একে তিনি ঈমানের অঙ্গ জ্ঞান করতেন, যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি।

অন্যত্র তিনি (আ.) বলেন, 'আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে, সব বুযুর্গ ও খোদাভীরুদের সম্মান করা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তা সবার স্ব-স্ব পদমর্যাদার নিরিখে হওয়া আবশ্যক। সম্মান করা আবশ্যক কিন্তু প্রত্যেকের স্ব-স্ব পদমর্যাদা রয়েছে, সে অনুযায়ী হওয়া চাই। সীমাতিক্রম করে নিজেই পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার মত অবস্থা যেন না হয়। এমন বাড়াবাড়ি করা উচিত নয় যার ফলে মহানবী (সা.) বা অন্য নবীদের অবমাননা হওয়ার আশঙ্কা থাকতে পারে। যে ব্যক্তি বলে, সকল নবী, এমনকি মহানবী (সা.)-ও ইমাম হোসাইনের সুপারিশে নাজাত বা মুক্তি পাবে, তারা এমন অতিরঞ্জন করেছে যারফলে সকল নবী এমনকি মহানবী (সা.)-এর ও অবমাননা হয়'।

পুনরায় হযরত আলী ও হযরত হোসাইনের সাথে নিজের সামঞ্জস্যের কথা তুলে ধরতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, 'হযরত আলী এবং হোসাইনের সাথে আমার বিশেষ একটি সামঞ্জস্য আছে, যার রহস্য পূর্ব-পশ্চিমের প্রভু আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ জানে না। আমি তাকে শত্রু মনে করি যে তাঁদের প্রতি শত্রুতা রাখে। আর আমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভূক্ত নই। আল্লাহ্ আমার সামনে যা প্রকাশ করেছেন তা আমি উপেক্ষা করতে পারি না। আর আমি সীমালংঘনকারীও নই'।

এটিও 'সিররুল খিলাফাহ্'র একটি অংশের অনুবাদ। অতঃপর এ সামঞ্জস্যকে আরো সুস্পষ্ট করে তিনি (আ.) বলেন, 'ইসলামেও ইহুদী সদৃশ লোকেরা এ পথ অবলম্বন করেছে এবং নিজেদের ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে সব যুগে খোদার পবিত্র ও সম্মানিত লোকদের কষ্ট দিয়েছে। দেখো, কীভাবে হাজার হাজার নির্বোধ লোক ইমাম হোসাইন (রা.)-কে ছেড়ে এযিদের সাথে মিলিত হয়েছে এবং এ নিষ্পাপ ইমামকে হাত ও মুখের (ভাষার) মাধ্যমে কষ্ট দিয়েছে।

অবশেষে হত্যা না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হয় নি। এরপর বিভিন্ন সময় এই উম্মতের ইমামগণ এবং মুত্তাকী এবং মুজাদ্দিদগণকে কষ্ট দিতে থাকে আর তাদেরকে কাফির, ধর্মহীন এবং যিন্দিক (এক ধরনের কাফির) নাম রাখতে আরম্ভ করে। হাজার হাজার সত্যবাদী তাদের হাতে নির্যাতিত হয়েছে। তাদের নাম যে কেবল কাফির রেখেছে তাই নয় বরং যতটুকু সম্ভব ছিল তাদেরকে হত্যা, লাঞ্ছিত এবং বন্দি করাতেও তারা পিছপা হয়নি।

এখন আমাদের যুগ এসেছে, আর ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লোকেরা সর্বত্রই এই বক্তৃতা করতো যে, চতুর্দশ শতাব্দীতে ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মওউদ আসবেন; কমপক্ষে এই কথাতো বলতোই, একজন বড় মুজাদ্দিদের জন্ম হবে।

কিন্তু যখন চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে সেই মুজাদ্দিদ আবির্ভূত হলেন আর খোদা তা'লার ইলহাম তাঁর নাম মসীহ্ মওউদ রেখেছে; কেবল খোদা তা'লার ইলহামেই তাঁর নাম মসীহ্ মওউদ রাখেননি বরং

যুগে বিরাজমান নৈরাজ্য একথা বলছে যে, এর নিরসণকারীর নাম মসীহ্ মওউদ হওয়া উচিত, চরম ন্যাকারজনকভাবে তাঁকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করেছে আর তাঁকে সম্ভাব্য সকল কষ্ট দিয়েছেন।

আর বিভিন্ন প্রকার ষড়যন্ত্র ও কুটকৌশলের মাধ্যমে তাঁকে লাঞ্ছিত এবং ধ্বংস করতে চেয়েছিল'।

মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, অপদস্ত ও ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে। তিনি (আ.) অন্যত্র বলেন, 'আমি এই কাসীদায় (মসীহ্ মওউদ এর লিখা কাসীদা) ইমাম হোসাইন (রা.) সম্পর্কে অথবা হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে যা লিখেছি তা মানবীয় সাধ্যের ব্যাপার নয়। নোংরা সেই ব্যক্তি যে আত্মম্ভরিতার বশবর্তী হয়ে কামেল ও খোদাভীরুদের প্রতি কটুক্তি করে থাকে। আমি বিশ্বাস করি, কোন মানুষ হোসাইন (রা.) অথবা হযরত ঈসা (আ.)-এর মত খোদাভীরুদের প্রতি কটুক্তি করে এক রাত্রিও জীবিত থাকতে পারে না এবং মান আদালি ওয়ালিয়া সতর্কবাণী তাকে হাতে নাতে ধৃত করে। অতএব, কল্যাণমন্ডিত সে-ই যে স্বর্গীয় পরিকল্পনা বা ইচ্ছাকে বুঝে আর খোদার প্রজ্ঞাপূর্ণ পন্থা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে'।

হাদীসে আছে 'মান আদালি ওয়ালিয়ান ফাকাদ আযানতুহু বিল হারবে' অর্থাৎ যে আমার ওলীর (বন্ধু) সাথে বিরোধিতা করে আমি তার সাথে যুদ্ধের ঘোষণা করছি। তাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'যা কিছু আমি লিখে থাকি তা আল্লাহ্ তা'লার অনুমতি, ইচ্ছা ও নির্দেশে লিখি'।

অতঃপর তিনি (আ.) আরেক স্থানে বলেন, 'মু'মিন তারাই হয়ে থাকেন যাদের কর্ম তাদের ঈমানের স্বাক্ষ্য দেয়। যাদের হৃদয়ে ঈমান বদ্ধমূল হয়ে যায় যারা নিজেদের খোদা এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে সব বিষয়ের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। আর খোদাভীতির সুক্ষ্ম এবং সংকীর্ণ পথকে খোদার জন্য অবলম্বন করে আর তাঁর ভালবাসায় বিলীন হয়ে যায়। আর এমন সব বিষয় যা চারিত্রিক ব্যাধি অথবা অপকর্ম বা আলস্য অথবা শৈথিল্য এক কথায় প্রত্যেক বিষয় যা প্রতিমার ন্যায় খোদা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় তারা তা থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য খোদা তা'লা স্ব-হস্তে পবিত্র করেন এবং নিজের ভালবাসায় প্রত্যাদ্দিষ্ট করেন। আর নিঃসন্দেহে তিনি বেহেশ্‌তের সর্দারদের একজন। আর তাঁর প্রতি এক অনু পরিমাণ বিদ্বেষ পোষণ করাও ঈমান নষ্ট হওয়ার কারণ হবে। আর এই ঈমামের খোদাভীতি এবং খোদার প্রতি ভালবাসা আর ধৈর্য এবং দৃঢ়তা এবং দুনিয়া বিমুখতা আমাদের জন্য উত্তম দৃষ্টান্ত।

আর আমরা এই নিষ্পাপ ব্যক্তির হিদায়াতের অনুসরণকারী যা তিনি অর্জন করেছিলেন। ধ্বংস হয়ে গেছে সেই হৃদয় যে তাঁর শত্রু, আর সফল হয়েছে সেই হৃদয় যে কার্যতঃ তাঁর প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করে আর তাঁর ঈমান এবং তাঁর চরিত্র, বীরত্ব, খোদাভীতি, অবিচলতা এবং খোদাপ্রেমের সকল চিত্র প্রতিচ্ছায়া রূপে পরিপূর্ণ অনুসরণের সাথে নিজের অন্তরে সেভাবে ধারণ করে যেভাবে একটি পরিস্কার আয়নার মাঝে সুদর্শন মানুষের অবয়ব দেখা যায়। এ ধরনের মানুষ পৃথিবীর দৃষ্টির আড়ালে থাকে। এদের মূল্য তারাই বুঝেন যারা তাদের অন্তর্ভূক্ত। পৃথিবীর দৃষ্টি তাদের শনাক্ত করতে পারে না কারণ তারা পৃথিবী থেকে দূরে'।

'হযরত হোসাইন (রা.)-এর শাহাদাতের ঘটনার এটিই কারণ ছিল। কেননা তাঁকে শনাক্ত করা হয়নি। পৃথিবী কোন পবিত্র ও মনোনীতকে তার যুগে ভালবেসেছিল যে হোসাইনকে ভালবাসবে। বস্তুত হোসাইন (রা.)-এর অবমাননামূলক কাজ চরম দুর্ভাগ্য ও ঈমানহীনতার পরিচায়ক। যে ব্যক্তি হোসাইন (রা.) অথবা পবিত্র ইমামদের অন্তর্ভূক্ত কোন বুযূর্গের অবমাননা করে বা তার সম্পর্কে কোন অসম্মানজনক কথা উচ্চারণ করে সে তার নিজের ঈমানকে ধ্বংস করে কেননা মহাপরাপক্রমশালী আল্লাহ্ সেই ব্যক্তির শত্রু হয়ে যান যে তাঁর মনোনীত এবং প্রেমিকের প্রতি শত্রুতা রাখে'।

অতএব এ হলো সেই সুন্দর এবং ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা আর মুসলমানদের এক হাতে ঐকবদ্ধ করা আর দলাদলি নির্মূল করার শিক্ষা যা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে প্রেরিত এবং তাঁর প্রিয়জন আমাদেরকে দিয়েছেন। যিনি এই যুগে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রকৃত দাস হয়ে এবং শান্তি ও মিমাংসার বার্তা নিয়ে এসেছেন।

মুসলিম উম্মাহ্ এই বার্তাকে অনুধাবন করবে আর ফির্কাবাজী এবং বিশৃঙ্খলা ও একে অপরকে হত্যা থেকে বিরত থাকবে– খোদার কাছে আমার এই দোয়াই থাকবে। যেন ইসলাম এক নব মহিমায় পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে স্বীয় ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত হবে।

এই মহররমের মাস সর্বত্র শান্তি এবং নিরাপত্তার মাঝে অতিবাহিত হবে এটিই আমার প্রত্যাশা। প্রত্যেক মুসলমান অন্য মুসলমানকে নিজের মুখ এবং হাত থেকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদানকারী হবে এটিই প্রত্যাশা। মুসলমান দেশসমূহের সার্বিক অবস্থা এবং নৈরাজ্য থেকে মুক্তির জন্য অনেক বেশি দোয়া করুন। আজকাল অধিকাংশ দেশ খুবই খারাপ অবস্থার মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক দুস্কৃতকারীর অনিষ্ট থেকে ইসলাম এবং মুসলমানদেরকে নিরাপদ রাখুন।

অধিকাংশ মুসলমান দেশে অভ্যন্তরীণ কোন্দল এবং অশান্তি বিরাজ করছে যার জন্য সেখানে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। আর এরফলে উন্নতির পরিবর্তে দ্রুত অবনতির দিকে যাচ্ছে। আর বিশ্বের সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থাও অস্থিরতার কারণ হিসেবে বিরাজ করছে। যেখানে পশ্চিমা বিশ্বে এর প্রভাব রয়েছে সেখানে প্রাচ্যের মুসলমান দেশ সহ অন্যান্য দেশ সমূহে এর প্রভাব রয়েছে। আরেক তৃতীয় ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছে আর তাহলো, বাহ্যতঃ পৃথিবী খুব দ্রুত বিশ্ব যুদ্ধের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

আল্লাহ্ তা'লা বিশ্ব মানবতার প্রতি করুণা করুন, তাদেরকে বিবেক-বুদ্ধি দান করুন। আমাদেরকে এই দিনগুলোতে অধিকহারে দোয়া করা প্রয়োজন এবং সব ধরনের শতর্কতামূলক পরিকল্পনা হাতে নেয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সাহায্য করুন।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)

{পূণ:মুদ্রিত}

Press Desk
Ahmadiyya Muslim Jamaat
INTERNATIONAL

PRESS RELEASE

12th May 2013

In the Name of Allah, The Most Gracious, Ever Merciful.

Al Islam

Love for All, Hatred for None.

Head of Ahmadiyya Muslim Jamaat delivers Historic Address in Southern California

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad presented with key to Los Angeles

The Head of the Ahmadiyya Muslim Jamaat and Fifth Khalifa, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad delivered the keynote address at a special reception held in his honour at the Montage in Beverly Hills, LA on 11 May 2013.

More than 300 politicians, academics and community leaders attended, including the California Lieutenant Governor, mayoral candidate Eric Garcetti, and several members of the United States Congress.

During the event the Los Angeles City Council

presented Hadhrat Mirza Masroor Ahmad with the golden key to the city, declaring:

"This Key is reserved for only the most honoured people on Earth."

In his keynote address Hadhrat Mirza Masroor Ahmad said the American people had no reason to fear Islam because it was a religion that advocated peace, universal human rights and a respect for human dignity.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad said:

"There is no doubt that the acts of terrorism or extremism some so-called Muslims perpetrate have nothing whatsoever to do with the true teachings of Islam. The very meaning of 'Islam' is peace, security and giving a guarantee of protection against all forms of harm and evil."

The Khalifa also took the opportunity to unequivocally condemn the recent Boston marathon terrorist attack and to offer his condolences saying:

"My sympathies are with the victims of the Boston bombing. We condemn that attack in its entirety."

Speaking about Islam's commitment to equality and humanity for all people, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad said:

"I believe in that One God who is the Lord of all nations, all races and all religions, and so it becomes impossible that I could ever develop any hatred in my heart for any nation, any race or any religion."

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad also used his address to implore all people to view Islam through the lens of justice, rather than through the acts of extremists. He called on non-Muslims to judge Islam only after studying its teachings in depth and after observing the character of Muslims who adhere to its original teachings

The Khalifa gave examples from the life of the Holy Prophet Muhammad (peace and blessings be upon him) to illustrate the Prophet's love for all of mankind and his unparalleled levels of compassion, tolerance and justice.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad said:

"The Holy Prophet (peace and blessings be upon him) was held captive and enslaved in his heartfelt distress and desire to save the people of the world from destruction. And so it is a cause of great injustice that many people today try to stain his blessed character by saying that, God forbid, he brought teachings of cruelty, oppression and injustice."

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad concluded his address with a stark warning about the state of the world by saying:

"The direction the world is moving in suggests that the dark shadow of war is being cast over a very large part of the globe. If war breaks out then countless innocent women, children and elderly people will all die. The destruction will be greater than was witnessed in the previous two World Wars."

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad continued:

"The key to peace is to stop cruelty and oppression wherever it occurs with justice and equality. Only when this principle is followed will global peace develop. This will only happen when the people of the world come to recognise their Creator. It is my ardent hope and prayer that the entire world urgently comes to understand the needs of the time before it is too late."

A number of dignitaries also took to the stage to welcome Hadhrat Mirza Masroor Ahmad to Los Angeles and to congratulate the Ahmadiyya Muslim Jamaat on its continued commitment to developing peace and tolerance globally.

Gavin Newsom, California Lieutenant Governor said the presence of Hadhrat Mirza Masroor Ahmad meant it was a "special day" and he thanked His Holiness for "sowing the seeds of possibility to the entire world." He also said the people of LA "do not tolerate diversity, we celebrate it".

U.S. Congresswoman Julia Brownley praised His Holiness as: "One of the greatest ecumenical leaders of our time."

U.S. Congresswoman Judy Chu added, "I am here because His Holiness stands against terrorists and war."

U.S. Congresswoman Karen Bass said "His Holiness is a transformative figure who has promoted peace and tolerance across the world."

Lee Baca, Los Angeles County Sheriff said "Your Holiness, you are a worldwide spiritual leader. You have made a huge impact in all parts of the world and so we are all drawn to you today for the sake of wisdom."

The reception was preceded by both a Press Conference and a private meeting between Hadhrat Mirza Masroor Ahmad and various dignitaries.

Press Secretary AMJ International

Press Desk
Ahmadiyya Muslim Jamaat
INTERNATIONAL

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

১২ মে, ২০১৩

In the Name of Allah, The Most Gracious, Ever Merciful.

Al Islam

Love for All, Hatred for None

যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের আধ্যাত্মিক নেতার ঐতিহাসিক ভাষণ

লস এঞ্জেলেস শহরের চাবি প্রদানের মাধ্যমে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-কে সম্বর্ধনা জানানো হয়

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিশ্বনেতা ও পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) গত ১১ মে ২০১৩ তারিখে লস এঞ্জেলেসের বেভারলি হিল্‌স শহরের মন্টেজে এক বিশেষ সম্বর্ধনায় প্রধান অতিথির ভাষণ প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের লেফটেন্যান্ট গভর্নর, মেয়র পদপ্রার্থী এরিক গারসেট্টি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের কয়েকজন সদস্য সহ তিন শতাধিক রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবি এবং আহমদীয়া জামাতের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

লস এঞ্জেলেস সিটি কাউন্সিল হুযুর (আই.)-কে লস এঞ্জলেস শহরের সোনার চাবি উপহার দেন, যাতে উল্লেখ করা আছে যে, **"এই চাবিটি পৃথিবীর সবচাইতে সম্মানিত ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত।"**

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) তাঁর ভাষণে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন, তাদের ইসলামকে ভয় করার কোনো কারণ নেই। কারণ, ইসলাম এমন একটি ধর্ম যা বিশ্বশান্তি, সার্বজনীন মানবাধিকার এবং মানুষের মর্যাদা সংরক্ষণের শিক্ষা দেয়।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন,

"এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তথাকথিত কিছু মুসলমান যে সন্ত্রাস এবং কট্টোর মনোভাব প্রদর্শন করে, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার সাথে

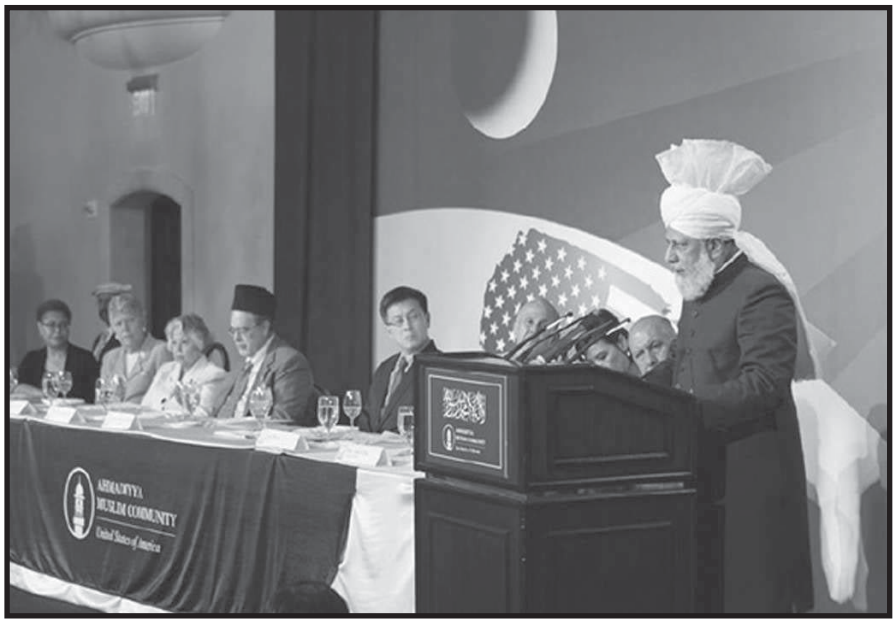

এর কোন সম্পর্ক নেই। ইসলাম অর্থ শান্তি; নিরাপত্তা এবং সব ধরনের অনিষ্ট ও অপকর্মের বিরুদ্ধে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান।"

বক্তব্যের এ পর্যায়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) সম্প্রতি বোস্টন ম্যারাথনে সংঘটিত সন্ত্রাসী বোমা হামলার তীব্র নিন্দা জানান এবং আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করে বলেন,

"বোস্টনে বোমা হামলায় ক্ষতিগ্রস্থ সবার প্রতি আমার গভীর সহানুভূতি ও দোয়া রইল। আমরা এই হামলার তীব্র নিন্দা জানাই।"

বিশ্বের সকল মানুষের মাঝে সাম্যবাদ এবং মানবিক আচরণ সম্পর্কে ইসলামের যে অঙ্গীকার সে প্রসঙ্গে হুযুর (আই.) বলেন,

"আমি সেই এক খোদায় বিশ্বাসী যিনি সকল জাতি, গোষ্ঠী এবং সকল ধর্মের প্রভু-প্রতিপালক। তাই কোনো জাতি, গোষ্ঠী অথবা ধর্মের প্রতি ঘৃণা পোষণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) সকল নাগরিকের প্রতি, চরমপন্থীদের কর্মকান্ডের আলোকে ইসলামকে না দেখে ন্যায় বিচারের দৃষ্টিতে দেখার আহবান জানান। তিনি অমুসলিম জনগণের প্রতি ইসলামের সঠিক শিক্ষাকে গভীরভাবে অধ্যয়ন এবং যেসব মুসলমান ইসলামের এই শিক্ষাকে নিজেদের মাঝে ধারণ করেন তাদের আদর্শের আলোকে ইসলামকে বিচার করার অনুরোধ জানান।

হুযূর (আই.) সমগ্র মানবজাতির প্রতি মহানবী (সা.)-এর ভালবাসা এবং তাঁর অতুলনীয় সহমর্মিতা, ধৈর্য এবং ন্যায়বিচারের দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে গিয়ে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন,

"হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিশ্ব মানবতাকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করার প্রচন্ড আগ্রহ নিয়ে অন্তর্বেদনায় কাতর ও ভারাক্রান্ত থাকতেন। তাই তাঁর (সা.) নিষ্কলুষ চরিত্রে কালিমা লেপন করে একথা বলা যে, তিনি (সা.) নাকি নিষ্ঠুরতা, দমন-পীড়ন এবং ন্যায়বিচার বহির্ভূত শিক্ষা দিয়ে গেছেন, তা অনেক বড় অন্যায়।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) তাঁর বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন,

"বর্তমান বিশ্ব যেদিকে অগ্রসর হচ্ছে, তা হতে বুঝা যায়, যুদ্ধের কালো ছায়া বর্তমান বিশ্বের একটি বড় অংশকে গ্রাস করতে চলেছে। এই যুদ্ধ সংঘটিত হলে অসংখ্য নিরীহ নারী, শিশু ও বৃদ্ধ মানুষ প্রাণ হারাবে। আর এর ধ্বংসলীলা বিগত দু'টি বিশ্ব যুদ্ধে দেখা ধ্বংসের চেয়েও ভয়াবহ হবে।"

তিনি আরো বলেন,

"যেখানেই নিষ্ঠুরতা ও নিপীড়ন সংঘটিত হবে, তা ন্যায়বিচার ও সাম্যের মাধ্যমে মোকাবিলা করাই হলো 'শান্তি প্রতিষ্ঠার মূল চাবিকাঠি'। কেবল এই নীতি অনুসরণের মাধ্যমেই বিশ্বশান্তির পথ সুগম হবে। আর এটি তখনই সম্ভব যখন পৃথিবীর মানুষ তাদের সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে সক্ষম হবে। সময় থাকতে বিশ্ব-মানবতা বিষয়টি অনুধাবন করবে এটি-ই আমার আকুল প্রত্যাশা ও দোয়া।"

কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি মঞ্চে এসে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-কে লস অ্যাঞ্জেলেসে স্বাগত জানান এবং বিশ্বব্যাপী শান্তি ও সহিষ্ণুতা প্রতিষ্ঠার অব্যহত প্রচেষ্টার জন্য আহমদীয়া মুসলিম জামাতকে অভিনন্দন জানান।

ক্যালিফোর্নিয়ার লেফটেন্যান্ট গভর্নর গ্যাভিন নিউসম হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-এর উপস্থিতিকে 'বিশেষ দিন' বলে অভিহিত করেন এবং 'সমগ্র বিশ্বে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের বীজ বপণের' জন্য হুযুরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি আরো বলেন, লস এঞ্জেলেসের জনগণ 'রঙ-বর্ণের বৈচিত্রকে কেবল সহ্য নয় বরং একে উপভোগ ও উদ্‌যাপন করে'।

যুক্তরাষ্ট্রের নারী কংগ্রেস সদস্যা জুলিয়া ব্রাউনলী খলীফাতুল মসীহ্ (আই.)-এর প্রশংসা করে তাঁকে **'বর্তমান যুগের সার্বজনীন এক মহান ধর্মীয় নেতা'** হিসেবে অভিহিত করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের অপর একজন নারী কংগ্রেস সদস্য জুডি চিউ বলেন, **'আমি এখানে এসেছি, কারণ তিনি সন্ত্রাস এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন'**।

যুক্তরাষ্ট্রের নারী কংগ্রেস সদস্য ক্যারেন ব্যাস তাঁর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেন, **'মহামান্য খলীফা একজন শুভ পরিবর্তন আনয়নকারী ব্যক্তিত্ব, যিনি বিশ্বব্যাপী শান্তি ও সহিষ্ণুতা প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে চলছেন'**।

লস এঞ্জেলেসের কাউন্টির পুলিশ প্রধান লী বেকা বলেন, **'মহামান্য! আপনি একজন বিশ্বমানের আধ্যাত্মিক নেতা। সারা বিশ্বে আপনি অভাবনীয় প্রভাব বিস্তার করে চলছেন, আর তাই আজ আমরা প্রজ্ঞার খাতিরে আপনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি'**।

অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের আগে হুযূর আনওয়ার (আই.) স্থানীয় গণমাধ্যমের সঙ্গে এক সংবাদ সম্মেলনে যোগদান করেন এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

Press Desk
Ahmadiyya Muslim Jamaat
INTERNATIONAL

PRESS RELEASE

17th April 2013

In the Name of Allah, The Most Gracious, Ever Merciful.

Al Islam

Love for All, Hatred for None.

International Conference of Muslim Television Ahmadiyya takes place in London

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad addresses concluding session

The second International Conference of Muslim Television Ahmadiyya International (MTA) concluded on 15 April 2013 with an address by the World Head of the Ahmadiyya Muslim Jamaat and Fifth Khalifa, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad.

31 delegates from 16 countries attended the four-day conference which was held at the Baitul Futuh Mosque in South-West London. Countries represented were India, Pakistan, Bangladesh, Mauritius, Ghana, USA, Canada, Germany, Belgium, Norway, Sweden, United Kingdom, Kababir, Holland, Switzerland and Australia.

During the course of the event the delegates attended a variety of workshops and presentations organised by MTA International.

The highlight of the conference was the concluding address given by Hadhrat Mirza Masroor Ahmad in which he spoke about the continued progress of MTA International since its inception in the 1990s.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad said:

"By the Grace of Allah, MTA International is excelling in leaps and bounds. Operations that

started with just a few select people, with basic equipment and a single truck of MTA have now expanded across the world. Studios have been set up in different countries, several satellites have been acquired and with Allah's Grace operations are continuing to expand.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad also spoke of how recently MTA had successfully launched a trilateral communication-link via satellite to coincide with the Promised Messiah Day celebrations that took place on 23 March.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad said:

"Allah has enabled the Jamaat across the globe to connect with each other through direct satellite links. A new innovation MTA recently achieved was was a three-way communication link established between Qadian, Kababir and London. Through this, three locations were able to communicate directly during the Promised Messiah Day event. Such communication is causing the message of the Promised Messiah to reach the corners of the world."

MTA International Conference Group Photos with Hadhrat Khalifa tul Masih V

Photo of Management Board of MTA International with Hadhrat Khalifa tul Masih V
Press Secretary AMJ International

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

১৭ এপ্রিল, ২০১৩

লন্ডনে মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়ার আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রধান এবং পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-এর সমাপনী ভাষণের মধ্য দিয়ে গত ১৫ এপ্রিল ২০১৩, মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া ইন্টারন্যাশনাল (এমটিএ)-এর দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক কর্মশালার সমাপ্তি ঘটে।

দক্ষিণ পশ্চিম লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদে ৪দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত এই আয়োজনে ১৬টি দেশ থেকে আগত ৩১ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। প্রতিনিধিত্বকারী দেশগুলো হল, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মরিশাস, ঘানা, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জার্মানী, বেলজিয়াম, নরওয়ে, সুইডেন, যুক্তরাজ্য, কাবাবির, হল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড এবং অষ্ট্রেলিয়া।

এমটিএ ইন্টারন্যাশনাল আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রতিনিধিগণ বিভিন্ন কর্মশালা ও প্রকল্প উপস্থাপনায় অংশগ্রহণ করেন।

এই সম্মেলনের মূল আকর্ষণ ছিল হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-এর সমাপনী বক্তব্য। তিনি তাঁর বক্তব্যে ১৯৯০-এর জন্ম লগ্ন থেকে এমটিএ ইন্টারন্যাশনালের ক্রমোন্নতির একটি চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন,

"আল্লাহ্ তা'লার অশেষ অনুগ্রহে এমটিএ ইন্টারন্যাশনাল অত্যন্ত দ্রুততার সাথে উন্নতি করেছে। হাতে গোনা কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবী, কিছু প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও একটি ভ্যান নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়, আর আজ বিশ্বময় এটি বিস্তার লাভ করেছে। বিভিন্ন দেশে স্টুডিও স্থাপন করা হয়েছে, বেশ কয়েকটি উপগ্রহ সংযুক্ত হয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে সমস্ত কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিক হচ্ছে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) এটিও তুলে ধরেন যে, সম্প্রতি এমটিএ ইন্টারন্যাশনাল কীভাবে উপগ্রহের মাধ্যমে একটি ত্রিমুখী যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করেছে। ২৩ মার্চ তারিখে প্রতিশ্রুত মসীহ্ মওউদ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে এই ব্যবস্থাটি চালু করা হয়েছে ।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

"আল্লাহ্ তা'লা এই জামাতকে বিশ্বব্যাপী একে অন্যের সাথে সরাসরি উপগ্রহের মাধ্যমে মিলিত হবার সামর্থ দিয়েছেন। একটি নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে এমটিএ কাদিয়ান, কাবাবির এবং লন্ডন স্টুডিও ত্রিমুখী যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে একযোগে সরাসরি অনুষ্ঠান সম্প্রচার করেছে। ফলে হযরত মসীহ্ মওউদ দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে এ তিনটি দেশের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। এমন প্রযুক্তির সুব্যবহার হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণীকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাতে সাহায্য করবে।"

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর সাথে এমটিএ ইন্টারন্যাশনাল সম্মেলনে আগত বিদেশী প্রতিনিধিদের ছবি

Press Desk
Ahmadiyya Muslim Jamaat
INTERNATIONAL

PRESS RELEASE

17th May 2013

In the Name of Allah, The Most Gracious, Ever Merciful.

Al Islam

Love for All, Hatred for None.

World Muslim Leader arrives in Canada to Inaugurate New Mosque

Hazrat Mirza Masroor Ahmad welcomed to Canada by Jason Kenney

The World Head of the Ahmadiyya Muslim Jamaat and Fifth Khalifa, Hazrat Mirza Masroor Ahmad arrived in Canada on 15 May 2013 as his tour of North America continued.

His Holiness landed at Vancouver International Airport at 5.30pm local time and was greeted by Canada's Minister for Citizenship, Immigration and Multiculturalism, Jason Kenney.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad has travelled to Canada to inaugurate the Baitur Rahman Mosque in Vancouver, the largest Ahmadiyya Muslim Mosque in British Columbia.

To mark the opening of the Mosque, His Holiness will deliver the keynote address at a special reception on Saturday in front of a range of Government officials, Federal and Provincial

Members of Parliament, Community Leaders and various other dignitaries.

Upon arrival in Vancouver, Hazrat Mirza Masroor Ahmad held a meeting with Jason Kenney during which the Minister congratulated His Holiness on behalf of Prime Minister Stephen Harper upon the completion of Baitur Rahman. Mr Kenney also said it was "*a great honour to welcome His Holiness back to Canada*."

Mr Kenney praised the Ahmadiyya Muslim Jamaat for its commitment to peace, tolerance and equality for all. In response, Hazrat Mirza Masroor Ahmad said that "*this is the true picture of Islam*."

Later in the day, Hazrat Mirza Masroor Ahmad made his first visit to the new Mosque where he was greeted by thousands of Ahmadi Muslim men, women and children who were overcome with joy at seeing their spiritual leader.

His Holiness was given a tour of the Baitur Rahman Mosque complex before leading the Maghreb and Isha prayers.

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

১৭ মে, ২০১৩

মসজিদ উদ্বোধন উপলক্ষে বিশ্ব মুসলিম নেতার কানাডায় শুভাগমন

অভিবাসন মন্ত্রী জ্যাসন কেনী হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-কে কানাডায় স্বাগত জানান

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিশ্ব নেতা ও পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) তাঁর উত্তর আমেরিকা সফরের অংশ হিসেবে গত ১৫ মে ২০১৩ কানাডায় আগমন করেন। হুযূর (আই.) স্থানীয় সময় বিকাল ৫:৩০ মিনিটে ভ্যাঙ্কুভার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। সে সময় তাঁকে কানাডার নাগরিকত্ব, অভিবাসন এবং মালটি কালচারালিজম বিষয়ক মন্ত্রী মিস্টার জ্যাসন কেনী স্বাগত জানান।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) কানাডায় আসেন ভ্যাঙ্কুভারে অবস্থিত ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার সর্ববৃহৎ মসজিদ বাইতুর রহমান উদ্বোধনের উদ্দেশ্যে। মসজিদের উদ্বোধনকে স্মরণীয় করে রাখতে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) শনিবার এক বিশেষ সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে মূল্যবান বক্তব্য রাখবেন যাতে উপস্থিত থাকবেন সরকারী উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, রাষ্ট্রীয় ও প্রাদেশিক সংসদের সদস্যবৃন্দ এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ আরোও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

ভ্যাঙ্কুভারে আগমনের পর হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) মিস্টার জ্যাসন কেনীর সাথে একটি সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন, এ সময় বাইতুর রহমান মসজিদের নির্মাণ কার্য সমাপ্তি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী স্টিফেন হারপার- এর মুখপাত্র হিসেবে মন্ত্রী তাঁকে অভিনন্দন জানান। মিস্টার কেনী আরও বলেন, 'পবিত্র এই অতিথিকে পুনরায় কানাডায় পেয়ে আমরা নিজেদের সম্মানিত বোধ করছি'।

মিস্টার কেনী আহমদীয়া মুসলিম জামাতের শান্তি, সহনশীলতা ও সর্বস্তরে সাম্যের অঙ্গীকারের ভূয়সী প্রশংসা করেন। প্রত্যুত্তরে হুযূর (আই.) বলেন, "এটিই হচ্ছে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা"।

এরপর হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) প্রথমবার নবনির্মিত মসজিদ পরিদর্শনে গেলে উপস্থিত হাজার হাজার আহমদী মুসলিম নারী-পুরুষ ও শিশু-কিশোররা তাদের আধ্যাতিক নেতার আগমনে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে তাঁকে স্বাগত জানান।

হুযূর (আই.) মাগরিব ও ইশা'র নামাযের পূর্বে বাইতুর রহমান মসজিদ কমপ্লেক্স পরিদর্শন করেন।

রূপক বর্ণনার অন্তরালে

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

১। রূপক বর্ণনার তাৎপর্য :

প্রত্যেক ভাষায় রূপকের ব্যবহার রয়েছে। ধর্মীয় গ্রন্থাবলীতে ভবিষ্যদ্বাণীসহ শিক্ষামূলক বিভিন্ন বর্ণনার ক্ষেত্রে রূপকের ব্যবহার করা হয়েছে। হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর আবির্ভাব সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ সঠিকভাবে বুঝতে না পারার একটা প্রধান কারণ হলো কতকগুলো রূপকাবৃত বর্ণনার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও তথ্য সম্পর্কে আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করার উপর অনেকেই বেশি গুরুত্বারোপ করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর শাব্দিক অর্থ গ্রহণের পরিবর্তে ব্যখ্যা সাপেক্ষে অর্থ গ্রহণ করাই যুক্তি-সঙ্গত। শুধু শাব্দিক অর্থ গ্রহণ করলে বিষয়গুলো হবে অসম্ভব এবং অযৌক্তিক। শাব্দিকভাবে এগুলো পূর্ণতা কেন সম্ভব নয় তা ভেবে দেখার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

(১) পবিত্র কুরআনের সূরা জুমুআতে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যে আখেরী যুগে বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.) পুনরায় আগমন করবেন।

(২) সূরা নূরের ৭ম রুকুতে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যে, ঈমানদার এবং সৎকর্মশীল মুসলিম উম্মাহর জন্য খেলাফতের সংগঠন একটি ঐশী প্রতিশ্রুত বিষয় যেভাবে পূর্ববর্তী মূসায়ী শরীয়তে খেলাফত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।

(৩) বুখারী ও অন্যান্য হাদীসে ইস্রায়েলী নবী হযরত ঈসা (আ.)-এর পুনরাগমনের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে।

(৪) দাজ্জাল ও দাজ্জালের গাধা এবং ইয়াজুজ-মাজুজ সংক্রান্ত বিষয়গুলোর প্রকৃত তাৎপর্য কি? এতদ্‌সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো শাব্দিক অর্থে প্রয়োগ করলে সেগুলো হবে খুব অবাস্তব এবং অযৌক্তিক (পরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হবে)।

(৫) হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর কার্যাবলী সংক্রান্ত হাদীসে বলা হয়েছে যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) আবির্ভূত হয়ে নিম্নে বর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করবেন :

(ক) ক্রুশ ধ্বংস করবেন; (খ) শুকর বধ করবেন; (গ) যুদ্ধ রহিত করবেন; (ঘ) দাজ্জাল বধ করবেন (ঙ) প্রচন্ড যুদ্ধ করবেন এবং অঢেল ধন সম্পদ বিতরণ করবেন ইত্যাদি।

(চ) হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর নাম, বংশ, স্থান, বিষয়ে নানা প্রকার বর্ণনা রয়েছে।

এই ধরণের আরো অনেক বর্ণনা রয়েছে যেগুলো শাব্দিক অর্থের পরিবর্তে ব্যাখ্যা সাপেক্ষে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত এবং সুদূর প্রসারী তত্ত্ব ও তথ্যের ইঙ্গিত বাহক।

এই ধরণের রূপক বর্ণনার তাৎপর্য কি? পবিত্র কুরআন ও হাদীসে রূপক বর্ণনার দৃষ্টান্ত আছে কি? সাহিত্য-কর্ম ইত্যাদিতে রূপকের দৃষ্টান্ত আছে কি? এই বিষয়গুলো পরিষ্কারভাবে জানা দরকার এবং প্রকৃত তত্ত্ব ও তথ্যাবলীর সু-গভীর তাৎপর্য সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক।

উল্লেখ্য যে, শুধু ভাসা-ভাসা জ্ঞান এবং পুঁথিগত বিদ্যা-বুদ্ধি দ্বারা অনেক মোল্লাশ্রেণীর পন্ডিতগণ উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর শাব্দিকভাবে পূর্ণতার উপর জোর দিয়ে থাকেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর পুনরাগমণ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী শাব্দিক অর্থে পূর্ণতার বিষয়টি একটি অবাস্তব এবং অকল্পনীয় ব্যাপার। তবে বিষয়টির রূপকাবৃত অর্থ অবশ্যই সত্য এবং সঠিক। তেমনিভাবে হাদীসে বর্ণিত ঈসা (আ.)-এর পুনরাগমনের শাব্দিক অর্থ কখনই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তবে ব্যাখ্যা সাপেক্ষে ঈসা-সদৃশ মহাপুরুষের আগমন হওয়ার কথাই বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে আগমনকারী ঈসা (আ.) কর্তৃক ক্রুশ ধ্বংস করা, শুকর বধ করা ইত্যাদি বিষয়গুলো শাব্দিক অর্থে শুধু অসম্ভবই নয়, বরং হাস্যাস্পদ এবং একজন সম্মানিত নবীর পক্ষে মর্যাদাহানীকর। কারণ শাব্দিক অর্থে কাঠের বা ধাতু-নির্মিত ক্রুশগুলো ভেঙ্গে ফেলা এবং বনে জঙ্গলে অথবা ক্ষেত-খামারে শুকরগুলো নিধন করা সম্ভবপর নয় এবং কোন কারণে সম্ভব হলেও নিরর্থক কাজই বটে। ভাবতে অবাক লাগে যে, কিছু কিছু পন্ডিত ব্যক্তিও শাব্দিক অর্থের পরিবর্তে রূপকের অন্তরালে নিহিত সুগভীর অর্থ- গ্রহণ করতে পারছেন না কেন? এই বিষয়ে যে বিভ্রান্তি রয়েছে তা দূরীভূত করে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করা অত্যাবশ্যক।

উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলোতে রূপকাবৃত বর্ণনার সঠিক ব্যাখ্যা পরে উল্লেখ করা হবে।

যীশুর পুনরাগমন সম্বন্ধে খৃষ্টান এবং অধিকাংশ মুসলমানগণ অদ্যাবধি আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন। মাঝে মাঝে পশ্চিমা জগতে এ সম্বন্ধে নানা প্রকার গুজব ছড়ানো হয়। যীশুর আগমনের তারিখ দিন-মাস ক্ষণসহ পত্র-পত্রিকায় তুলকামাল কান্ড ঘটে যায়। কিছুদিন পর বিষয়টি কর্পুরের মত উবে যায়। মূলত: ভবিষ্যদ্বাণীর ভাষা বুঝতে না পারার কারণে অধিকাংশ মুসলমানগণও হযরত ঈসা (আ.)-এর আকাশে গমন, সশরীরে আকাশে ২০০০ বছর ধরে অবস্থান এবং যে কোন সময় পৃথিবীতে অবতরণের আশায় অপেক্ষমান রয়েছেন। ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কিত বর্ণনার শাব্দিক অর্থ গ্রহণ করার এই দৃষ্টান্ত মানবজাতির ইতিহাসের এমন একটি ঘটনা যার প্রকৃত ব্যাখ্যা এবং মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পারলে ইহুদী ও খৃষ্টান এবং মুসলমানদের ভ্রান্ত ধারণার চির অবসান

ঘটতে পারে।

পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আখেরী যুগে আগমনকারী ইমাম মাহ্‌দী ও প্রতিশ্রুত ঈসা (আ.) কখন আসবেন, কোথায় আসবেন এবং কিভাবে তাঁর কার্যক্রম পরিচালনা করবেন এবং ইসলামের চূড়ান্ত বিজয় নিশ্চিত করবেন–এই সকল বিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন মুসলমান দল বা ফিরকার ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা এবং ধ্যান-ধারনা রয়েছে। এই বিষয়ে আমরা পরবর্তী পরিচ্ছেদে আলোকপাত করবো।

আল্লাহ্ তাআলার অসীম অনুগ্রহ এই ধরনের প্রযোজ্য ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ সঠিকভাবে পূর্ণতা লাভ করেছে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর মাধ্যমে। তিনি আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশে চৌদ্দশত হিজরী শতাব্দীর প্রারম্ভে (১৩০৬ হিজরী সন, ১৮৮৯ খৃ:) প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী হওয়ার দাবী করেন। তিনি ইসলাম ধর্মের পুন:প্রতিষ্ঠা এবং পূর্ণ-প্রচার কল্পে এবং পৃথিবীর অন্যান্য সকল ধর্মের অনুসারীদেরকে এক মন্ডলী-ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে সুসংগঠিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

বিগত ১২৫ বছর যাবত তিনি এবং তাঁর স্থালাভিষিক্ত খলীফার মাধ্যমে এই সংগঠন বর্তমানে ২০২টি দেশে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতির মাধ্যমে প্রচার কার্য পরিচালনা করে চলেছে। এই বিষয়ে সম্যকভাবে জানার জন্য প্রত্যেক দেশের স্থানীয় কেন্দ্র এবং অন-লাইন www.alislam.org এবং www.mta.tv অথবা www.ahmadiyyabangla.org প্রভৃতি ওয়েবসাইট ব্যবহার করা যেতে পারে।

২। *আরো কিছু রূপক বর্ণনার দৃষ্টান্ত*

পৃথিবীর সকল ভাষায় প্রথমতঃ দু'রকম বর্ণনার রীতি রয়েছে। প্রধানত: সুস্পষ্ট বর্ণনা-রীতি যার মাধ্যমে শাব্দিক এবং আক্ষরিক অর্থ দ্বারা বিষয়-বস্তুর উদ্দেশ্য এবং প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করা হয়।

দ্বিতীয়ত: রূপক বর্ণনা-রীতি যেক্ষেত্রে আলঙ্কারিক ভাষার ব্যবহার দ্বারা কোন বিষয়-বস্তুর উদ্দেশ্য এবং প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যার মাধ্যমে পাঠোদ্ধার করা অত্যাবশ্যক। এরূপ ক্ষেত্রে শাব্দিক বা আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করলে রূপক বর্ণনার অন্তরালে বর্ণনাকারীর প্রকৃত উদ্দেশ্য কখনই পূর্ণ হতে পারে না। জ্ঞানী-গুণী শিক্ষিত ব্যক্তিরা এই ধরনের রূপক বর্ণনার ব্যাখ্যা করেন–অভিজ্ঞতার আলোকে এবং বিষয়-বস্তুর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও তথ্যের ভিত্তিতে। মানুষের প্রাত্যহিক জীবন, সাহিত্য-কর্ম এবং ধর্মগ্রন্থাবলীতে রূপকাবৃত বর্ণনার অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে।

(ক) প্রাত্যহিক জীবনের কিছু দৃষ্টান্ত :

মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে কথা-বার্তার মধ্যে এবং যে কোন সাহিত্য অথবা কাব্য-কাহিনীতেও অগণিত রূপক বর্ণনার দৃষ্টান্ত রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা ইত্যাদির ক্ষেত্রেও রূপক বর্ণনা পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে রূপক বর্ণনার আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করলে চূড়ান্ত মূর্খতা এবং অজ্ঞতাই প্রকাশ পাবে।

প্রথমত: সাধারণ কয়েকটি দৃষ্টান্তের কথা বলতে চাই যেগুলো আমরা ভাষা এবং সাহিত্যে অথবা প্রাত্যহিক জীবনে প্রায়শই দেখতে পাই। যেমন ছোট্ট সন্তানকে কোলে নিয়ে মা বলে আমার সোনার চাঁদ, আমার সোনা-মনি, আমার ময়না-পাখি। এরূপ ক্ষেত্রে সামান্য জ্ঞান থাকলে কোন মানুষ আক্ষরিক অর্থে চাঁদ, সোনা, ময়না-পাখি অবশ্যই মনে করে না। কিন্তু এরূপ ভাষাগত ব্যবহার দ্বারা মায়ের ভালবাসা এবং আবেগ এমনভাবে প্রকাশিত হয় যে দশ পৃষ্ঠা লিখাও অনুরূপ দু'টি কথার সমতুল্য হতে পারবে না। আর একটি উল্টো ধরনের দৃষ্টান্ত দিতে চাই। যেমন বার বার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হতে পারলে ছাত্রকে শিক্ষক বললেন : তুমি আবারো ফেল করছো, তুমি একটা আস্ত গাধা। ব্যাখ্যা নিস্প্রোয়োজন যে, এই গাধা আর চতুস্পদ গাধা এক নয়, তবে অনেক বিষয়ে সামঞ্জস্য রয়েছে, ইত্যাদি।

সাহিত্যের প্রয়োজনে বিশেষত: কাব্য সাহিত্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রূপকের মাধ্যমে বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। মানুষের বিশেষ ভূমিকার জন্য 'বাংলার বাঘ', লৌহ-মানব, লৌহ-মানবী, কোকিল-কণ্ঠি, পাষাণ-হৃদয়, আকাশ-কুসুম ইত্যাদি ক্ষেত্রে আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করার মত মূর্খতা আর কি হতে পারে!

(খ) রূপকাবৃত ভবিষ্যদ্বাণী এবং ইহুদীদের বিভ্রান্তির কারণ

ইহুদী ধর্মগ্রন্থে ব্যবহৃত রূপকের বর্ণনাকে শাব্দিক অর্থে পূর্ণ না হওয়ার অভিযোগের দৃষ্টান্ত খুবই দু:খজনক।

প্রথমত: তারা হযরত ঈসা (আ.)-কে মান্য করে নাই এবং তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল প্রধানত: এই কারণে যে, তৌরাতে বর্ণিত আগমনকারী মসীহ্ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মসীহের পূর্বসূরী হিসেবে এলীয় নবীর আসার কথা (মালাকী ৪ : ৫, রাজাবলী ২ : ১১)। যখন যীশুখৃষ্টকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, 'এলীয়' আসার আগে তাঁর দাবী কতখানি বিশ্বাসযোগ্য? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন যে, আকাশ থেকে এলীয় পুনরাগমন করবেন না, তবে সেই ভবিষ্যদ্বাণী 'যোহন' (ইয়াহিয়া আ.) নবীর আগমন দ্বারা পূর্ণ হয়েছে (মার্ক ১১ : ১৪)।

এই রূপক বর্ণনা এবং ভবিষ্যদ্বাণীর অন্তর্নিহিত ব্যাখ্যা অদ্যাবধি ইহুদী পন্ডিতগণ মেনে নেয় নাই। তারা জেরুযালেম নগরীর ক্রন্দন-প্রাচীরে (Wailing wall)-প্রতি বছরে আকাশ থেকে এলীয় নবীর পুনরাগমনের জন্য কান্না-কাটি করে চলেছে।

দ্বিতীয়ত: ইহুদী পন্ডিতগণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কিত তৌরাতের ভবিষ্যদ্বাণী ও তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী ইস্রায়েল বংশ থেকে সেই মহানবীর আবির্ভাবের অপেক্ষা করছে। (দ্বিতীয় বিবরণ: ১৮ : ১৮ এবং ২৩ : ২)। তারা তৌরাতের ভবিষ্যদ্বাণী- প্রতিশ্রুত মহানবী বনী ইস্রায়েলীর অপর ভ্রাতৃদের অর্থাৎ বনী ইসমাঈল থেকে আগমনে ব্যাখ্যা মানতে রাজী হয় নাই। ভবিষ্যদ্বাণীর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব তথ্যের সঠিক ব্যাখ্যা বুঝবার জন্য ঐশী সাহায্য এবং উন্মুক্ত চিন্তা-চেতনার প্রয়োজনীয়তা অত্যাবশ্যক।

তৃতীয়ত: 'দশ হাজার পবিত্র আত্মাসহ' সেই মহানবীর আগমন সংক্রান্ত তৌরাতের ভবিষ্যদ্বাণী আক্ষরিক অর্থে পূর্ণ হয় নাই (দ্বিতীয় বিবরণ ৩২ : ২)। ইহুদীদের এই দাবীর উত্তরে মহানবী মুহাম্মদ (সা.) দশ হাজার সাহাবীসহ মক্কা-বিজয়ের ঘটনার সত্যতা উপস্থাপন করেন। কিন্তু ইহুদী খৃষ্টানগণ অদ্যাবধি তাদের কল্পিত আক্ষরিক ব্যাখ্যাসহ অপেক্ষমান রয়েছে।

মহানবী (সা.) সম্পর্কিত আরও ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ রয়েছে (যিশাইয় ২১ : ১৩-১৭, পরমগীত ১ : ৫-৬, হবকুক ৩ : ৭)। সেগুলোর মর্মার্থ গ্রহণ না করার ফলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে।

(গ) রূপকাবৃত ভবিষ্যদ্বাণী এবং খৃষ্টানগণের বিভ্রান্তির কারণ :

মহানবী (সা.)-কে খৃষ্টানগণ অদ্যাবধি মান্য করে নাই এই কারণে যে, তাদের ব্যখ্যানুযায়ী ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ পূর্ণতা লাভ করে নাই। যেমন বাইবেলের নিম্নোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো দ্রষ্টব্য:

(১) বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী (যোহন১৪ : ১৬-১৭) অনুযায়ী মহানবী (সা.)-কে 'প্যারাক্লিত' বা Comforter বা Spirit of Truth নামে অভিহিত করা হয়েছে।

(২) দামাসকাস ডকুমেন্ট নামক ধর্মীয় গ্রন্থে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীতে মহানবী (সা.)-কে "এমদ" বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

(৩) বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী (যোহন ১৪ : ২৬-২৭) "সেই পবিত্র আত্মা....তিনি সকল বিষয়ে তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন" ঐশী বিধান-সহ মহানবী (সা.) আগমন করেছেন।

(৪) যোহন ১৪ : ২৯-৩১) "জগতের অধিপতি শান্তিবার্তা" অনুযায়ী শান্তির ধর্ম তথা 'ইসলাম' ধর্ম প্রবর্তক মুহাম্মদ (সা.)-কে খৃষ্টানগণ আজও গ্রহণ করেন নাই।

(৫) যোহন ১৪ : ১২-১৪ যীশু বলেছেন: "তোমাদিগকে বলিবার আরও অনেক কথা আছে....কিন্তু তোমরা এখন সে সকল কথা সহ্য করিতে পারিবে না। পরন্ত সেই সত্যের আত্মা যখন আসিবেন তখন তিনি পথ দেখাইয়া সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন। কারণ তিনি নিজ হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা যাহা শুনেন তাহাই বলিবেন....।" এই সকল বিষয় মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে এবং পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করেছে.....এই ব্যাখ্যা খৃষ্টানগণ মানতে পারছেন না।

যীশুখৃষ্ট সংক্রান্ত অনেকগুলো বিশ্বাস খৃষ্টানগণ এমনভাবে বিকৃত করেছে যা খুবই দুঃখজনক। বিশেষত: ত্রিত্ববাদ এবং প্রায়শ্চিত্তবাদের ধ্যান-ধারণা পৃথিবী ব্যাপী মারাত্মক ধর্মীয় ফেতনার সৃষ্টি করেছে। খৃষ্টানদের মতে ঈশ্বর, ঈশ্বরপুত্র যীশু এবং পবিত্র আত্মা....এই তিন প্রকার ঈশ্বরত্বের তত্ত্ব ত্রিত্ববাদে প্রচলিত রয়েছে। তাদের মতে আদম-হাওয়ার দ্বারা সংঘটিত আদি-পাপের কারণে মানুষ জন্মগতভাবে পাপী, তাই ঈশ্বর তাঁর পুত্রের মাধ্যমে সেই আদি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন এবং যে কেউ যীশুর ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করবে সে পাপ মুক্ত হবে এবং 'নাযাত' (পরিত্রাণ) লাভ করবে। পাপী-তাপী অপরাধী সকলের জন্য নাযাত (পরিত্রান) লাভের এত বড় সুযোগ খুবই লোভনীয় বটে। পবিত্র কুরআন এরূপ ধ্যান-ধারণা এবং বিশ্বাসকে মারাত্মক অপ-প্রচার এবং অপ-ব্যাখ্যা বলে আখ্যায়িত করেছে: "তারা বলে, রহমান আল্লাহ্ পুত্র গ্রহণ করেছেন। নিশ্চয় তোমরা এক অতি গুরুতর কথা বলছো। আকাশ সমূহ ফাটিয়া যাওয়ার এবং পৃথিবী বিদীর্ণ হওয়ার এবং পর্বতমালা খন্ড-বিখন্ড হয়ে ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হয়েছে। কারণ তারা আল্লাহ্‌র প্রতি পুত্র আরোপ করেছে।" (সূরা মারইয়াম: ৮৯-৯১)

যীশু খৃষ্টের মোযেজা সম্পর্কে নানা প্রকার অপ-প্রচার এবং অতিশয়োক্তি-মূলক বিশ্বাস রয়েছে। বিস্তারিত আলোচনা না করে এ সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্ত যথেষ্ট বলে মনে করছি। সূরা আলে ইমরান : ৫০ আয়াতে হযরত ঈসা (আ.)-এর মোযেজার নিদর্শন উল্লেখ করত: কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে :

(ক) কাদা-মাটি থেকে পাখির অনুরূপ সৃষ্টি করা- (খ) আর্ত এবং কুষ্ঠরোগী নিরাময় করা-

(গ) মৃতগণকে জীবন দান করা এবং (ঘ) তোমরা কি খাবে এবং তোমাদের ঘরে কি সঞ্চয় করবে সেই বিষয়ে অবহিত করা। এই সকল নিদর্শন শাব্দিক অর্থে প্রযোজ্য নয়। অবশ্যই আধ্যাত্মিক অর্থে উপরোক্ত বর্ণনাসমূহের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই (কুরআন মজীদের তফসীরে সগীর দ্রষ্টব্য)।

৩। দুই প্রকারের বর্ণনা-রীতিঃ

পৃথিবীর সকল ভাষায় প্রধানত: দু'রকম বর্ণনা-রীতি রয়েছে। প্রথমত: সুস্পষ্ট বর্ণনা-রীতি যার শাব্দিক এবং আক্ষরিক অর্থ দ্বারা বিষয়বস্তুর উদ্দেশ্য এবং প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করা হয় । দ্বিতীয়তঃ রূপক বর্ণনা রীতি যা আলঙ্কারিক ভাষার ব্যবহার দ্বারা কোন বিষয়-বস্তর উদ্দেশ্য এবং প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যার মাধমে পাঠোদ্ধার করা অত্যাবশ্যক। এরূপ ক্ষেত্রে শাব্দিক বা আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করলে রূপক বর্ণনার অন্তরালে নিহিত প্রকৃত উদ্দেশ্য কখনই পূর্ণ হতে পারে না। জ্ঞানী–গুনী শিক্ষিত ব্যক্তিরা এই ধরনের রূপক বর্ণনার ব্যাখ্যা করেন অভিজ্ঞতার আলোকে এবং বিষয়-বস্তুর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও তথ্যের ভিত্তিতে।

মানুষের প্রাত্যাহিক জীবনে কথা-বার্তার মধ্যে এবং যে কোন সাহিত্য অথবা কাব্য-কাহিনীতেও অগনিত রূপক বর্ণনার দৃষ্টান্ত রয়েছে। ধর্মীয় গ্রন্থাবলী এবং গুরুত্বপূর্ণ রচনা ইত্যাদির ক্ষেত্রেও রূপক বর্ণনা পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে রূপক বর্ণনার আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করলে চুড়ান্ত মুর্খতা এবং অজ্ঞতাই প্রকাশ পাবে। অনেক গুলো দৃষ্টান্তের মধ্য থেকে (যা আমরা যথাস্থানে ব্যাখ্যাসহ অবশ্যাই উল্লেখ করবো) পবিত্র কুরআন ও হাদীস থেকে দুটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হলো।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে যে, "মানুষকে তাড়া-হুড়া দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে" (সুরা আম্বিয়া ২১:৩৮)। বলা বাহুল্য যে, আক্ষরিক অর্থে তাড়া-হুড়া দ্বারা মানব সৃষ্টির বিষয়টি প্রযোজ্য হতে পারে না। সুতরাং এক্ষেত্রে মানুষকে তাড়া-হুড়ার স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে অর্থাৎ মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই তাড়া-হুড়া প্রিয়।

হাদীসের একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হলো: হযরত রসুলে করীম (সা.) বলেছেন:

"মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ যখন আমার কোন বান্দা, আমি যা নির্ধারন করেছি তদ্বারা আমার নৈকট্য কামনা করে , তখন আমি তাকে ভালবাসতে আরম্ভ করি। এবং যখন আমি তাকে ভালবাসি, তখন আমি তার কান হয়ে যাই যদ্বারা সে শুনে, এবং আমি তার চোখ হয়ে যাই যদ্বারা সে দেখে, এবং আমি তার হাত হয়ে যাই যদ্বারা সে ধরে,এবং আমি তার পা হয়ে যাই যদ্বারা সে চলে । এবং যখন সে আমার কাছে কোন কিছু চায়, তখন আমি তাকে তা দেই এবং যখন সে আমার আশ্রয় চায়,তখন আমি তাকে আশ্রয় দেই।"(বুখারী)

এগুলো মূলতঃ রূপক বর্ননা-রীতি এবং অবশ্যই আক্ষরিক অর্থে প্রযোজ্য হতে পারেনা। এ গুলো ব্যাখ্যা করে বুঝতে হবে। যার সারমর্ম হলো এই যে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রিয় বান্দার সাহায্যকারী হওয়ার উপরই সর্বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে– এই হাদীসটিতে। এরূপ রূপক বর্ণনার ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা সাপেক্ষে প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করা ব্যতীত আক্ষরিক অর্থের কোন অবকাশ নেই।

বহু-সংখ্যক দৃষ্টান্তের মধ্যে উপরোক্ত দুটি বিষয়ের মাধ্যমে সর্ব প্রথমে বলা প্রয়োজন যে,ধর্মীয় জগতে রূপক-বর্ননা রীতির তাৎপর্য সার্বিকভাবে উপলব্ধি না করার জন্য

এবং রূপকের পরিবর্তে আক্ষরিক অর্থে অমুক অমুক ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ কেন পূর্ন হলো না –এই অজুহাতে সম-সাময়িক আলেমগন আজ পর্যন্ত জিদ করেই চলেছে। যেমন ইহুদীগন অদ্যাবধি হযরত ঈসা (আ.) সংক্রান্ত তৌরাতের ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ আক্ষরিক অর্থে পূর্ণ হওয়ার অপেক্ষায় বসে রয়েছে। অনুরূপভাবে ইহুদীগনসহ খৃষ্টানগনও বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কিত তৌরাত ও ইনজিলের ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ আক্ষরিক অর্থে পূর্ন হয় নাই–এই আভিযোগ উত্থাপন করেই চলেছে। মুসলমানগনও আখেরী যুগে আগমনকারী হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ(আ.)– এর আগমন সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বানীগুলো আক্ষরিক অর্থে পূর্ন হওয়ার জন্য অপেক্ষমান রয়েছেন। এই সকল বিষয়ে আমরা পরে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করবো।

এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ন এই কারনেও যে, ভাসা-ভাসা জ্ঞান অথবা কিছু প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রিধারী হলেই প্রকৃত সত্যের সন্ধান লাভ করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। ইহুদী পন্ডিত, খৃষ্টানপাদ্রী,আবু-জেহেলের মত পন্ডিতেরাও ভ্রান্ত ধারনা পোষন করেছে। প্রকৃত পক্ষে রূপক বর্ণনা গুলোর সঠিক অর্থ বুঝার জন্য উন্মুক্ত হৃদয়, সৎ-স্বভাব এবং সর্বোপরি আল্লাহ্ তাআলার কাছে প্রার্থনার মাধ্যমে সাহায্য চাওয়া অত্যাবশ্যক। অন্যথায় পদে পদে বিভ্রান্তি অপরিহার্য এবং অপব্যাখ্যার কারনে প্রকৃত সত্য সম্পর্কে সম্যক ভাবে জানা সম্ভব নয়।

পবিত্র কুরআনের আলোকে রূপক বর্ণনা

পবিত্র কুরআনের সুরা আলে ইমরান (৩:৮) আয়াতে দুরকম বর্ননা-রীতির উল্লেখ রয়েছে:

"তিনিই তোমার উপর এই কিতাব নাযিল করিয়াছেন যাহার কতকগুলি 'আয়াতুম মুহাকামাত' (অর্থাৎ দ্ব্যর্থহীন সুস্পষ্ট আয়াত) যেগুলি এই কিতাবের মূল এবং অন্যগুলি 'মুতাশাবিহআয়াত' (পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ন রূপক এবং ব্যাখ্যামুলক আয়াত)। কিন্তু যাহাদের অন্তরে বক্রতা আছে তাহারা ফিতনা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এবং ইহার অপব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে ঐ অংশের অনুসরন করে যাহা পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ রূপক –অথচ ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা জানেন কেবল আল্লাহ এবং জ্ঞানে পরিপক্ক লোকগন –তাহারা বলে, 'আমরা ইহার উপর ঈমান রাখি, সবই আমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে সমাগত'। বস্তুতঃ ধীমান চিন্তাশীল ব্যক্তিগন ব্যতীত অন্য কেহই উপদেশ গ্রহণ করে না"।

উপরোক্ত আয়াতে পবিত্র কুরআনের আয়াত সমুহের দু'রকম বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

(ক)'মুহকাম আয়াত' দ্বারা দৃঢ় এবং সুস্পষ্ট অর্থ-বিশিষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন শিক্ষা বহনকারী আয়াতের কথা বলা হয়েছে (মুফরাদাত এবং লেইন)। এগুলো হলো উম্মুল কিতাব অর্থাৎ কুরআনের ভিত্তিমুলক আয়াত ।

(খ)'মুতাশাবিহ আয়াত' দ্বারা বাক্য বা বাক্যাংশকে বুঝায় যার বিভিন্ন অর্থ বা ব্যাখ্যা করা যায় এবং ঐ বিভিন্নতার মাঝেও মুহকাম আয়াতের সঙ্গে এর একটি ঐক্য এবং সাদৃশ্যপূর্ণ সম্পর্ক থাকে।

(গ) 'মুতাশাবিহ আয়াতের অন্তর্নিহিত' দ্ব্যর্থবোধক এবং ব্যাখ্যামূলক বিষয়াবলি মীমাংসার জন্য কতকগুলো সুবর্ন নীতি রয়েছেঃ

১. সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ব্যাখ্যাটিকে কুরআনের সুস্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন আয়াত সমূহের আলোকে পরীক্ষা ও বিবেচনা করতে হবে।

২. এমন কোন ব্যাখ্যা গ্রহণ করা যাবে না যা 'মুহকাম' আয়াতের সঙ্গে খাপ খায় না বা বিরোধী হয় ।

৩. মুতাশাবিহ আয়াতের প্রকৃত অর্থ এবং ব্যাখ্যা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলা সম্যকভাবে জানেন এবং যারা ঐশী সাহায্য প্রাপ্ত পরিপক্ক জ্ঞানী তারা তা বুঝতে পারেন। যেভাবে আল্লাহ্ তাআলা সুরা আল-ওয়াকিয়া: ৮০নং আয়াতে বলেছেন: "লা–ইয়ামাস্–সুহু–ইল্লাল মুতাহ–হারুন" অর্থ–'পবিত্রলোকগন ব্যতীত কেহ ইহাকে অর্থাৎ কুরআনকে স্পর্শ করিবে না। "অর্থাৎ ঐ সকল ব্যক্তি যারা ধর্মীয় আদর্শ অনুসরণ করত: জীবন-যাপন করার মাধ্যমে হৃদয়ে পবিত্রতা ও স্বচ্ছতা আনয়ন করেন, তারাই কুরআনের সঠিক অর্থ উপলব্ধি করার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং রহস্যাবৃত ঐশী জ্ঞান–ভান্ডারে প্রবেশ লাভ করেন ।

৪. 'উলুল আলবাব'অর্থাৎ বুদ্ধি-দীপ্ত ধীমান ব্যক্তিগন যারা উন্মুক্ত হৃদয়ে জ্ঞান–চর্চা করেন শুধু তারাই পবিত্র কুরআনের ঐশী জ্ঞান-ভান্ডারে প্রবেশ করতে সক্ষম।

৫. সমগ্র কুরআনই এক হিসেবে 'মুহকাম' (সুরা হুদ ১১:২) অর্থাৎ মজবুত এবং সুস্পষ্ট অর্থ-পূর্ণ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ইহা একই সময়ে 'মুতাশাবিহ'(সুরা যুমার ৩৯:২৪)। অর্থাৎ পরস্পর সামজস্য–পূর্ণ এবং নির্ভরশীল অর্থের মাধ্যমে আয়াতসমূহ বর্ণিত হয়েছে ।

৬. 'মুহকামাত' সাধারনতঃ আইনের এবং ঈমান বা বিশ্বাস সংক্রান্ত বিধিমালা বর্ণনা করে। পক্ষান্তরে মুতাশাবিহাত বিষয়াবলীতে সাধারনতঃ নবীগনের জীবন–কাহিনী, জাতিসমূহের ঘটনাবলী বর্ননার ক্ষেত্রে বিশেষ বাগ-ধারা এবং প্রকাশ ভঙ্গী ব্যবহৃত হয়, যা ব্যাখ্যা করতে সর্তকতা অবলম্বন করতে হয়। এরূপক্ষেত্রে সর্বজন-বিদিত রীতি হল মুহকাম আয়াতের স্পষ্ট শিক্ষার বিরোধী কোন অর্থ গ্রহণযোগ্য হবে না ।

৭. ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ বর্ণনার ক্ষেত্রে উভয় প্রকার পদ্ধতি অর্থাৎ সুস্পষ্ট এবং সরাসরি বর্ণনা রীতি গ্রহণ করা হয়েছে আবার আলঙ্কারিক ও রূপক ভাষাও বর্ণিত রয়েছে। এরূপক্ষেত্রে ব্যাখ্যা মূলক এমন অর্থ গ্রহণ করতে বলা হয়েছে যা মুহকাম আয়াতের কোন মৌলিক নীতি-মালার বিপক্ষে বা সাংঘর্ষিক না হয়।

৮. 'মুতাশাবিহ' বা রূপক এবং আলঙ্কারিক ভাষা ব্যবহার দ্বারা অর্থের ব্যাপকতা এবং গভীরতা অল্প কথায় অনেক বিষয়ে প্রকাশ করা সহজতর হয়। মূলতঃ আলঙ্কারিক ভাষা ব্যবহারে বিষয়–বস্তুর গাম্ভীর্য, ধর্মীয় শাস্ত্রের সৌন্দর্য এবং লালীত্য বৃদ্ধি পায় এবং সুশিক্ষিত মহল এরূপ বর্ননা-রীতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন ।

৯. প্রকৃত তত্ব ও তথ্য অনুসন্ধান করার জন্য এই সকল রূপকাবৃত বিষয়গুলোর মাধ্যমে এক ধরনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং পরিপক্কতা অর্জন করা সম্ভবপর হয়।

১০. ধর্মীয় সকল বিষয় বিশেষতঃ ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ সরাসরি বর্ননা করা হলে ঈমানের পরীক্ষা ছাড়াও বাস্তব-ক্ষেত্রে ঘটনা প্রবাহ স্বাভাবিক ভাবে নিজস্ব গতিতে পরিপক্কতা অর্জন করতে পারে না । যেমন কোন প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির আগমন সম্পর্কিত বিষয়ের বর্ননা অমুক স্থানে অমুক তারিখে এবং অমুক গৃহে সংঘটিত হবে ইত্যাদি সহজ–সরল ভাষায় ভবিষ্যদ্বাণী করা হলে,সেই আগমনকারীর জন্মগ্রহণ , বাল্যকালে জীবন–যাপন ইত্যাদি স্বাভাবিক বিষয়াগুলো যেমন কঠিন হবে, তেমনি কেউ কেউ হিংসা–বিদ্বেষের কারনে বাল্যকালেই সেই আগমনকারীর জীবনাবসান ঘটানোর চেষ্টা করতে পারে ।

(চলবে)

খেলাফতের কল্যাণ ও বরকত এবং দোয়ার অপূর্ব নিদর্শন

মাহমুদ হাসান সিরাজী

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পথিকৃত মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব আহমদীয়াত গ্রহণের বৎসরাধিক পরে ১৯১৪ সালে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র সৈয়দ এজাজ আহমদ এর জন্ম হয়। বৃদ্ধ বয়সে একটি পুত্র সন্তান লাভ করাটাকেও তিনি আহমদীয়াতের এক নিয়ামত বলে গণ্য করতেন এবং সে কারণে তার নাম রেখেছিলেন এজাজ আহমদ (আহমদীয়াতের মোজেযা)। বালক এজাজ তার পিতার বিশেষ স্নেহ ও অফুরন্ত দোয়ার অংশীদার হন এবং পিতার যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে গড়ে উঠেন। কাদিয়ানে শিক্ষা লাভ করার পর তিনি অত্যন্ত সফল এক ওয়াকফে জিন্দেগী মোবাল্লেগ হিসেবে এই উপ-মহাদেশে জামা'তের অপরিসীম খেদমত করেন এবং আপামর জনসাধারণের মাঝে 'আহমদীয়াতের দূত' হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন।

মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেবের বিয়ে হয়। [১৯৪১ সালে কাদিয়ানে]। এমন এক ব্যক্তির জ্যেষ্ঠ কন্যার সাথে, যিনি ছাত্রাবস্থায় আহমদীয়াত গ্রহণ করার কারণে গৃহ থেকে বিতাড়িত হন–তাঁর নাম সৈয়দ মুসি রাজা। জানা যায় অবিভক্ত ভারতের ভাগলপুরে তিনি এক ধনাঢ্য ব্যক্তির পুত্র ছিলেন। ভারত বিভক্তির সেই কঠিন পরিস্থিতির পর তিনি তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে মোহাজের হয়ে চলে আসেন ভারতের 'মুঙ্গেরে' তার সহায়-সম্পত্তি সবকিছু ফেলে। ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়েতে চাকুরীর সূত্রে চট্টগ্রাম থেকে (অবসর গ্রহণ) করেন। পরবর্তীতে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের করাচিতে চলে যান এবং ১৯৮৩ সালে সেখানেই ইন্তেকাল করেন।

উল্লেখ্য যে, মরহুম সৈয়দ মুসি রাজা সাহেবের জানাযা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) পড়ান এবং তাঁকে রাবওয়াস্থ বেহেশ্‌তী মাকবেরাতে 'শোহাদার অংশে' দাফন করা হয়। মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের কনিষ্ট পুত্র এবং সৈয়দ মুসি রাজা সাহেবের জ্যেষ্ঠ কন্যার বিবাহের ফলে যে তিন পুত্র ও তিন কন্যা'র জন্ম হয় তাঁরা সকলেই আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ এবং উক্ত বুযুর্গগণের সম্মিলিত দোয়ার উত্তরাধিকা লাভ করেন– তাঁদের স্ত্রী ও স্বামীরা সকলেই জামাতের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। খাকসার মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেবের দ্বিতীয় জামাতা– এই সুবাদে আমিও নিজেকে বুজুর্গদ্বয়ের দোয়ার অধিকার থেকে অংশ লাভ করেছি বলে বিশ্বাস করি; যা আমার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমি অনুভব করে আসছি।

**** একটি বিরল ও অসাধারণ আর্থিক-কুরবানীর ঘটনা :*** ১৯৯৮ সালে আমি তখন সুনামগঞ্জে PWD-তে Executive Engineer হিসেবে কর্মরত – সে সময় কালে একদিন [১৯-০৪-১৯৯৮ ইং তারিখে] উনারা [মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেবের পুত্র-কন্যাগণ] সব ভাই-বোন একত্রিত হয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের কেন্দ্রস্থল মৌলভীপাড়ায় 'মসজিদুল মাহদী' সংলগ্ন তাঁদের বসতবাড়ি সমেত পুরো জমিটি'র ভোগ-দখল অধিকার নি:শর্তভাবে ত্যাগ করত: জামাতের নামে রেজিষ্ট্রি করে লিখে দেন। তখন উক্ত জমিটির মূল্যমান ছিল প্রায় ১ (এক) কোটি ৮০ (আশি) লক্ষ টাকার মত....সব ভাই-বোন একত্রিত হয়ে স্বত:স্ফুর্ত ভাবে একমত না হলে এটা কখনো সম্ভব হতো না। এটি একটি বিরাট আর্থিক-কুরবানীর দৃষ্টান্ত, যা ঈমান-বর্ধক ও বাংলাদেশের আহমদীয়াতের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আহমদীয়াতের প্রতি তাদের অকৃত্রিম গভীর ভালবাসা এবং উল্লেখিত বুযুর্গাণের দোয়ার সম্মিলিত যে প্রভাব, তার কারণেই আল্লাহ্ তাআলার খাস রহমতে এটা সম্ভব হয়েছিল– এই আমার বিশ্বাস।

পরিশেষে আমরা দেখতে পাই আল্লাহ্ তাআলার অপার অনুগ্রহে ও খাস ফজলে ঐ স্থানটিতেই গত ২৫ নভেম্বর, ২০১২ ইং তারিখে বাংলাদেশের আহমদীয়া জামা'তের শতবার্ষিকী জুবিলী কার্যক্রমের 'বাজামাত তাহাজ্জুদ', 'ইজতেমায়ী দোয়া', 'শতবার্ষিকী জুবিলী লোগো উন্মোচন' ও 'সাংবাদিক সম্মেলন', ইত্যাদি প্রেরণামূলক অনুষ্ঠান চমৎকারভাবে সুসম্পন্ন করতে পারা গিয়েছে...আলহামদুলিল্লাহ্। সার্বিকভাবে এই সবকিছুই খেলাফতের কল্যাণ ও বরকত এবং মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব মরহুম ও মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব মরহুমের দোয়ার সাফল্যের অপূর্ব নিদর্শন বলা যায়।

মহান খোদা তাআলা আমাদের সকলকে খেলাফতের কল্যাণের চাঁদরে আবৃত থাকার সৌভাগ্য দান করুন, আমীন।

প্রকাশিত হয়েছে

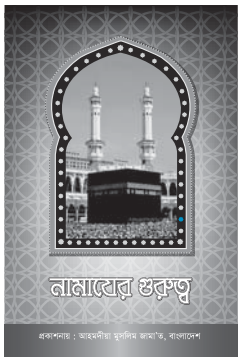

পাঠকের ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে **হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)** প্রদত্ত নামায সংক্রান্ত পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ খুতবা সম্বলিত আকর্ষণীয় বই-

'নামাযের গুরুত্ব' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

বইটির মূল্য ৩০/- (ত্রিশ) টাকা মাত্র।

বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন এবং এর থেকে উপকৃত হোন।

অঙ্গীকারের গুরুত্ব

আনোয়ারা বেগম

"হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা কেন তা বল, যা কর না? আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে ইহা অত্যন্ত ঘৃণিত যে, তোমরা তা বল যা কর না।"

কুরআন করীমের সূরা আস্ সাফ্‌ফ এর ৩ ও ৪নং আয়াতের এই অমোঘ বাণী থেকে এটা স্পষ্ট যে, প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকার বিষয়ে খুব দৃঢ়তার সাথে বলা হয়েছে।

বর্তমান বিশ্বে যাবতীয় অশান্তি, বিশৃংখলা, অবক্ষয়, ইত্যাদির মূলেই রয়েছে "ওয়াদার বরখেলাফ", ওয়াদার মূল্যায়ণ না করা। ধোকা দেয়ার প্রবণতা সর্বাপেক্ষা বেশী। স্বার্থ সিদ্ধির জন্য আবেগাপ্লুত হয়ে অতি সহজেই প্রতিশ্রুতি দেয়া খুবই খারাপ অভ্যাস, যা মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে। কার্যশেষে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, সকল বিশৃংখলার মূলই প্রতিশ্রুত কথার খেলাফ করা। মানুষকে ধোকা দেয়া নয় এটা হলো খোদাকে ধোকা দেওয়া, যা তাক্‌ওয়ার অভাব। মহামহিম প্রভু পবিত্র ঐশী গ্রন্থে বার বার দৃঢ়ভাবে আদেশ দিয়েছেন মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া গুরুতর অন্যায়। যেমন- বর্তমান দুনিয়ার অধিকাংশ রাজনীতিবিদরাই কিন্তু তাদের প্রতিশ্রুতির বরখেলাফ করে থাকেন। এতে ভয়াবহ বিশৃংখলার উদ্ভব হয় এবং যার প্রভাব খারাপ-পরিনতিতে গিয়ে শেষ হয়। প্রকৃত মুসলমানকে কথা ও কাজে এক হতে হবে। এজন্য মুসলমান যা বলে তাই-ই তাকে করতে হবে। বড় বড় বুলি আর শূন্য আস্ফালন কোন কাজেই আসে না। আর এ ধরণের প্রতিশ্রুতি যা বাস্তায়িত করা হয় না, তাতো মোনাফেকী বা ভন্ডামী ছাড়া কিছুই নয়?

সূরা আন-নূরের ৫৬নং আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা মু'মিন সম্প্রদায়কে ওয়াদা দিয়েছেন, "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদের ওয়াদা দিয়েছেন, তিনি অবশ্যই পৃথিবীতে তাদের খলীফা নিযুক্ত করবেন, যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের খলীফা বানিয়েছিলেন।"

নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য। মু'মিনগণের সঙ্গে তাঁর প্রতিশ্রুতি মুসলমানদেরকে আধ্যাত্মিক ও পার্থিব নেতৃত্বে অনুগৃহিত করা করেছে। মহান প্রভুর এ ওয়াদা স্পষ্ট ও সন্দেহাতীত। বর্তমান জামানায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর অনুপম-বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব সমূহের মধ্যে "খেলাফতই" হচ্ছে সর্বোচ্চ-বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব। মূলত: ৫৬নং আয়াতটি হলো মু'মিনগণের সঙ্গে আল্লাহ্‌র ওয়াদার পরিপূর্ণ বিকাশ।

অঙ্গীকার রক্ষা করা একটি আবশ্যকীয় দায়িত্ব। আনুগত্যের অঙ্গীকার, এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জামা'তে আহমদীয়ার সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত যখন কেউ হয়, তখন কিন্তু একটি অঙ্গীকার করে থাকে, জামা'তের ভাষায় যাকে "বয়আত" বলা হয়। 'বয়আত' হলো অঙ্গীকার। কেবল মাত্র মৌখিক-বয়আতের কোন মূল্য নেই, যে পর্যন্ত দৃঢ়-চিত্ততার সাথে এর ওপর পরিপূর্ণভাবে আমল করা না হয়। অঙ্গীকার করার পর জেনে-বুঝে, সজ্ঞানে নাফরমানী করা ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক! অঙ্গীকারের ন্যায় দায়িত্ব ও কর্তব্য পূর্ণভাবে ও সততার সঙ্গে পালনীয়। এর আরেক অর্থ হলো জবাবদিহিতা। অঙ্গীকার দুই রকমের। প্রথমটি হচ্ছে "পার্থিব জীবনের, অর্থাৎ-নিজ ত্রুটি ও মানুষের কাছে জবাব দিহিতা", ২য়টি হচ্ছে, "আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয়, আত্মার কাছে জবাবদিহিতা।"

যুগ-খলীফার কথাগুলো কিন্তু মূলত: অঙ্গীকার। অঙ্গীকারের মূল লক্ষ্য এই যে, নিজের সব ইচ্ছা ও কামনাকে তাঁর সামনে পরিত্যাগ করা।

সর্বপ্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও প্রতিশ্রুতি অবশ্য পালনীয়। 'এবং তোমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কৃত-অঙ্গীকারকে পূর্ণ কর। যখন তোমরা কোন অঙ্গীকার কর এবং শপথকে পাকা করবার পর ভঙ্গ করো না, কেননা, তোমরা আল্লাহ্‌কে নিজেদের জন্যে জামিন করে নিয়েছ। তোমরা যা কিছু করছ, তিনি নিশ্চয়ই তা জানেন" (১৬ :৯২)।

"এবং তোমরা আল্লাহ্‌র অঙ্গীকারকে নগণ্য-মূল্যে বিক্রয় করো না' (নাহল : ৯৬)।

মানুষের প্রকৃতির মধ্যে যে স্বাভাবিক-বিশ্বাস ও প্রেরণা আল্লাহ্ তাআলা প্রোথিত করে দিয়েছেন উহাই হচ্ছে অঙ্গীকারের মূল। অঙ্গীকারকৃত কোন চুক্তিপত্র বিক্রয় করা নিষিদ্ধ। কারো সঙ্গে অঙ্গীকার করলে তা পালন করার নির্দেশ যে ভঙ্গ করে তার কোন ধর্ম নেই। আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকারের দ্বারা আল্লাহ্‌র প্রতি মু'মিনদের দায়িত্বসমূহ এবং সমাজের অন্যান্য মানুষের দাবীসমূহও বুঝায়।

হাদীসে বলা আছে, "প্রত্যেক অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য কিয়ামতের দিন একটি 'নিশান' (পতাকা) লাগানো হবে। অঙ্গীকার ভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতা হবে ইমামের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা।" অতএব মু'মিন ব্যক্তি সর্বাবস্থাতেই প্রস্তুত থাকে, যেন তার অঙ্গীকার পূরণে কোন খেলাফ না হয়। এ সম্পর্কে একটি ঘটনা আছে–এক ব্যক্তি জনৈক দরিদ্র এক ব্যক্তিকে দু'টি ছাগল ধার দেয়। ধারের শর্ত ছিল যে, গ্রহীতা ব্যক্তিটির আয়-রোজগারের পথ খুলে গেলে ভবিষ্যতে দু'টি ছাগল ফেরত দিতে হবে। যা হোক, কিছু দিনের মধ্যেই গ্রহীতা ব্যক্তির ঐ দু'টি ছাগল থেকে গোয়াল ভর্তি ছাগল হয়ে যায়। বেশ কিছুকাল পরে ধার দেয়া ব্যক্তিটি সাক্ষাত করতে এসে আলাপ-চারিতার এক পর্যায়ে বলে, 'মাশাআল্লাহ্, আল্লাহ্‌র দয়ায় তো খুব বরকত হয়েছে দেখছি। আমি কি আমার ছাগল দু'টি ফেরত পেতে পারি? গ্রহীতা খুব খুশী হলো। আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বললেন অবশ্যই পারেন। আপনার সঙ্গে তো আমার ওয়াদাই ছিল। অনুগ্রহ করে আপনি নিয়ে নিন আপনার যতটা ইচ্ছা! কারণ আপনার দেয়া ঐ দু'টো ছাগল থেকেই তো মহান প্রভু আমাকে এত বরকত দিয়েছেন'! কিন্তু কোন মতেই ঐ ব্যক্তি দুটোর বেশি ছাগল নিবেন না। কি মহানুভবতা দুজনেরই। মু'মিনের নমুনা তো এমনই হওয়া উচিত। প্রত্যেকটি পুণ্যকর্মই একটি সদ্‌কা।

কথায় কথায় ওয়াদা করা মোটেও উচিত নয়। ওয়াদা করার আগে প্রত্যেকের উচিত চিন্তা করা যে ওয়াদা ঠিক রাখতে পারবো তো! বাচ্চাদের সঙ্গে মায়েরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই হুট করে ওয়াদা করে বসেন যে, আমার কথা অনুযায়ী কাজটি করলে তোমাকে অমুক জিনিষ দেব, ইত্যাদি। বাচ্চা তো কথামত কাজ করেই ফেলে। মা কখনো তার ওয়াদা রাখতে সক্ষম না হলে বাচ্চা কিন্তু মায়ের ওপর বিশ্বাস হারালো। পরবর্তীতে দেখা গেল, বাচ্চারা আর কথা শুনতেই চাচ্ছে না। যাহোক, মায়েরা যেন বিষয়টির দিকে নজর দেন।

হযরত ইব্রাহীম (আ.)কে আল্লাহ্ তাআলা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, খোদার এ গৃহ

(ক্বাবা) এমনই সত্যসাক্ষ্যপূর্ণ এক প্রমাণ ও সুস্পষ্ট নিদর্শন আর ঐক্যমতের সাহায্য-সমর্থন-পুষ্ট উৎস স্থল, যা সর্বকালে জীবন্ত থাকবে। অর্থাৎ এই নির্মাণ-কর্ম দ্বারা এমন এক উম্মতে-মোসলেমা প্রতিষ্ঠিত করা, যাতে আল্লাহ্ তাআলার নিদর্শন প্রদর্শনের ধারা কিয়ামত কাল অবধি জগতে প্রকাশ পেতে থাকে।

আল্লাহ্ তাআলার সাথে হযরত মূসা (আ.)-এর বাক্যালাপ কিন্তু "প্রতিশ্রুত-ত্রিশ রাত্রিতে" শেষ হয়েছিল। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। সূরা নূরের ৫৬নং আয়াতে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করার যে ওয়াদা মহান আল্লাহ্ মানবমন্ডলিকে দিয়েছেন, তা আজ জগতে কিভাবে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন! আলহামদুলিল্লাহ্।

সূরা নাহলের ৯৩ নং আয়াতে বর্ণিত আছে, "এবং তোমরা সেই মহিলার মত হইও না, যে-ব্যক্তি ব্যয় করে কাটা সুতাকে পাকা করবার পর কেটে খন্ডবিখন্ড করেছিল। তোমরা নিজেদের শপথকে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ধোকার উপায় স্বরূপ ব্যবহার করছো, যেন এক জাতি অন্য জাতি অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী হতে পারে।" "এবং তোমরা আল্লাহ্‌র অঙ্গীকারকে নগণ্য-মূল্যে বিক্রয় করো না।" যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ আল্লাহ্‌র প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান না রাখে, তাঁর দেয়া প্রতিশ্রুতিসমূহের প্রতি খাঁটিভাবে বিশ্বাস না আনে, তাঁকে সব লক্ষ্য অর্জনের মালিক মনে করে এবং পরিপূর্ণ সংশোধন না করে এবং পরিপূর্ণ তাক্‌ওয়া অবলম্বন না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে প্রকৃত শান্তি ও স্বস্তি লাভ করতে পারে না। জাগতিক অবস্থায় মানুষ তিক্ততামুক্ত হতে পারে না। দুনিয়ার জঙ্গল কাটাও তিক্ততায় পরিপূর্ণ। মহান প্রভু যার অভিভাবক হয়ে যান, সে দুনিয়ার দুঃখকষ্ট থেকে পরিত্রাণ পেয়ে যায় এবং এক সত্যিকারের স্বস্তি ও শান্তির জীবনে ঢুকে পড়ে। সূরা তালাকে আল্লাহ্ বলেছেন, "যে ব্যক্তি তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে থাকে তাকে তিনি স্বীয় অনুগ্রহে প্রত্যেক বিপদাপদ থেকে বের করে আনেন এবং তিনি স্বয়ং তার রিযিকের অভিভাবক হয়ে যান এবং এমনভাবে তাকে রিযিক দেন, যা তার ধারণাতেও আসে না।"

সূরা আল মায়েদা ১০নং আয়াতে বর্ণিত আছে, "যারা ঈমান আনে এবং পুণ্যকর্ম করে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপুরস্কার রয়েছে'। নিজ প্রতিশ্রুতি পালনে তিনি অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বস্ত আর কে আছে? মানব সম্প্রদায় আজ নিজ নিজ ওয়াদাকে যথা সময়ে যথাযথভাবে পালন করতেই চায় না। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মাধ্যমে এমন এক উম্মতের উত্থান ঘটানোর সুসংবাদই হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে খোদা তাআলা দিয়েছিলেন এবং খোদার কসম, তিনি নিজ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে দেখিয়েছেন।

নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামতও সত্য, এতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুত রসূল (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক উম্মতের বহু আকাঙ্খিত সেই উম্মতী-নবীর আবির্ভাব ঘটে গেছে আল্লাহ্‌র ফজলে। তিনি আপন রসূলকে হেদায়াত সহকারে পাঠিয়েছেন যেন তাঁর দ্বারা তিনি ইসলাম ধর্মকে সকল ধর্মের ওপর জয়যুক্ত করেন।" আল্লাহ্ তাআলা তাঁর ওয়াদা পূর্ণরূপে পালন করেছেন। আর মানুষ তাঁর কৃপার পাত্র হয়েও ওয়াদা পালনে মোটেও তৎপর নয়। আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদানুযায়ী ইসলামের পরিপূর্ণ বিজয়ের জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করেছেন। আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর ওফাতের পর পরই তাঁর প্রবর্তিত আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে 'প্রতিশ্রুত খেলাফত' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং খলীফাগণের নেতৃত্বাধীনে এই জামা'তের দ্বারা ইসলামের বিস্তারের অভিযান অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলেছে এবং মর্যাদার সাথেই আহমদীয়াতের খেলাফতের ক্রমবিকাশ হতেই থাকবে ইনশাআল্লাহ্। যেভাবে বলা হয়েছে প্রতিশ্রুত মসীহ্ বিশ্বব্যাপী বিজয় লাভ করবেন। "আমি তোমার অনুবর্তী এই জামা'তকে কেয়ামত পর্যন্ত অন্যের ওপার প্রাধান্য দিব।" আমাদের সেই খোদা, প্রতিশ্রুতি পালনকারী, বিশ্বস্ত এবং সত্যবাদী খোদা। তিনি অঙ্গীকার করেছেন যে, তিনি তোমাদেরকে সব কিছু দেখাবেন এবং যারা বিরোধিতা করবে, তাদের প্রত্যেকের ওপর জয়ী থাকবো এবং কেয়ামত পর্যন্ত তিনি (আল্লাহ্) তাঁর আশীষ ও কল্যাণরাজি প্রকাশিত করতে থাকবেন, এমনকি সম্রাটগণও আমার বস্ত্রাদি থেকে বরকত অনুসন্ধান করবে।" (মলফুযাত)

আজ আহমদীয়া জামা'তকে যুগ-ইমামের দ্বারা আল্লাহ্ তাঁর কৃত অঙ্গীকার পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করেছেন। আহমদীয়াতের সেই ছোট্ট চারাগাছটি আজ সুবিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়ে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। সত্যসন্ধানী মানুষ আহমদীয়াত গ্রহণ করে স্বর্গীয় অমীয়-সুধা পান করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। আল্লাহ্ তাঁর প্রতিশ্রুতি কখনো ভঙ্গ করেন না। অঙ্গীকার অনুযায়ী সত্যিকার বিশ্বাসীদের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একটি সম্প্রদায় তিনি প্রস্তুত করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ্!

ওয়াদা খেলাফ একটি বড় মন্দ বিষয়। এর ফলাফল খুবই খারাপ-পরিণতিতে গিয়ে শেষ হয়। পারস্যের মহাকবি ফেরদৌসি রচিত মহা কাব্যগ্রন্থ "শাহনামা'র কথা আমরা সবাই কম-বেশি জানি। মহাকাব্য রচনার প্রতিটি শ্লোকের জন্য একটি করে স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার হিসেবে দিবেন, কিন্তু কি মনে হলো সুলতান তার ওয়াদা রাখলেন না। কবিকে ধোকা দিলেন। কিন্তু কবি খুবই মর্মাহত হলেন সুলতানের আচরণে। তিনি লিখলেন একটি কঠিন শ্লোক–"নিম গাছের গোড়ায় যতই মধু ঢালুক, নিমফল কিন্তু তিতাই থাকবে।" শ্লোকটি সুলতানের মনে খুব আঘাত হানলো। তিনি তার ভুল বুঝতে পারলেন, কিন্তু তা অত্যন্ত দেরীতে। ওয়াদা খেলাফকারী হিসেবে যুগ যুগ ধরে মানুষ এ কথা জানলো। আবেগ, পরিস্থিতি, ইচ্ছা, ব্যক্তিকে ওয়াদা করতে সহায়তা করে, কিন্তু ওয়াদা পালনে মানুষ মোটেও তৎপর নয়। প্রকৃত মু'মিন ব্যক্তি এই জঘন্য কাজ কখনো করে না।

বাংলাদেশে আহমদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠার "শতবর্ষ" পূর্ণ হলো। একশত বছর পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষগণ যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন- 'আমরা ধর্মকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দিব'। সে অনুযায়ী তাঁরা তাঁদের নেক আমলের মাধ্যমে যে পুণ্য অর্জন করেছিলেন, তার ফলাফল গত একশত বছরের প্রাপ্তি। প্রাপ্তিটা হলো হাজারো প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে "আহমদীয়াতের অগ্রযাত্রা"। বর্তমান প্রজন্মের দায়িত্ব ও অঙ্গীকার হওয়া উচিত আগামী দিনের জন্য "সকল পার্থিবতার ওপরে ধর্মকে প্রাধান্য দিয়ে" আহমদীয়াতের বিজয়ের জন্য কাজ করে যাওয়া। মহামহিম প্রভু যেন আহমদীগণের এই অঙ্গীকার বাস্তবায়ন এবং কল্যাণমন্ডিত করেন। যারা দ্বীনকে অস্বীকার করে, তারা তাদের যাবতীয় কর্মই করে লোক দেখানোর জন্য। তৎপরিবর্তে মু'মিনগণ মহানুভব হয়ে থাকে এবং মানুষের প্রয়োজনে আত্মত্যাগ করে, তাদের জন্য আল্লাহ্ তাআলার প্রতিশ্রুতি রয়েছে, "আমি তোমাদের জন্য কাওসার অর্থাৎ অপরিসীম মঙ্গল" দিয়েছি।

সেই চিরস্থায়ী, সর্বশক্তিমান খোদা তাঁর হাতে প্রতিষ্ঠিত এই ঐশী-আন্দোলন বিশ্বে বিস্তৃত করেছেন এবং সুরক্ষাও করেছেন। এই জামা'ত সমগ্র জগতকে নিজের মাঝে আত্মস্থ করে দিবে। মহান আল্লাহ্ তাআলা যেন সমগ্রবিশ্বকে দ্রুততার সাথে আহমদীয়া খেলাফতের নিরাপত্তায় আশ্রয় দান করেন। খোদা তাআলা আমাদের সকলকে সর্বাবস্থাতেই, প্রতিশ্রুতি পালনের তৌফিক দিন আমীন।

জ্বালাও পোড়াও ইসলাম ও মহানবী (সা.) -এর আদর্শ পরিপন্থি

মুহাম্মদ আমীর হোসেন

মহান আল্লাহ্ তাআলা এই উম্মী নবী যার নাম মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা (সা.)-এর জীবনচরিত সম্পর্কে বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, "নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রসূলের মধ্যে উৎকৃষ্টতম আদর্শ রহিয়াছে তাহার জন্য, যে এবং পরকালের আশা রাখে এবং আল্লাহ্‌কে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে' (৩৩ : ২২)। নবী করীম (সা.)কে বলা হয়েছে সর্বকালের সেরা মানুষ। ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরাও ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বিখ্যাত দার্শনিক জর্জ বার্নার্ডশ ইসলামের মহানবীকে 'মানবতার ত্রাণকর্তা' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, ইসলামের দ্বারাই কেবল শান্তিপূর্ণ-পৃথিবী গড়া সম্ভব। জর্জ বার্নার্ডশ এর মূল্যায়ণ মতে মুহাম্মদ (সা.)-এর মতো কোন ব্যক্তিত্ব যদি আধুনিক বিশ্বের এক-নায়কত্ব গ্রহণ করতেন, তাহলে তিনি বিদ্যমান সমস্যাবলীর সমাধানে সফল হতেন। পৃথিবীতে শান্তি ও সুখময় পরিবেশ নিশ্চিত হতো।

মহানবী (সা.) ছিলেন উচ্চতম মানবতার প্রতীক। তিনি (সা.) ছিলেন সুন্দরের, কল্যাণের ও পরহিতের মহোত্তম আদর্শ। তাঁহার বৈচিত্রময় জীবনের ও মহান চরিত্রের যেকোন দিকে তাকাইয়া দেখুন, তিনি অনুপম। তিনি (সা.) মানবতার জন্য অতুলনীয়-দৃষ্টান্ত ও আদর্শ। তিনিই সর্বাধিক অনুসরণযোগ্য। তাঁহার জীবন, প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত, উন্মুক্ত ইতিহাসের পাতায় পাতায় বর্ণিত। তিনি এক এতীম (পিতামাতাহীন) বালক হিসাবে জীবন আরম্ভ করেন এবং সমগ্র জাতির ভাগ্যনিয়ন্তা হিসাবে জীবন সমাপ্ত করেন। বালক বয়সে তিনি ছিলেন শান্ত, গম্ভীর ও মর্যাদাবান। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি ছিলেন নীতিবান, চারিত্রিক গুণাবলীর প্রকৃষ্ট উদাহরণ, ন্যায় ও গাম্ভীর্যের মূর্ত-প্রতীক। মধ্য বয়সে তিনি ছিলেন তাদের সকলের কাছে 'আল আমীন' (বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী)। ব্যবসায়ী হিসাবে তিনি ছিলেন বিবেক-বিবেচনা ও সততার শীর্ষে। তিনি (সা.) মদিনায় যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলেন, সেখানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর সহাবস্থান নিশ্চিত করেন। তিনি ছিলেন একাধারে রাষ্ট্র-নীতিবিদ, শিক্ষাদাতা ও মানুষের নেতা। তিনি (সা.) যে ঐতিহাসিক মদিনা 'সনদ গ্রহণ' করেন তাতে মুসলমানদের পাশাপাশি ইহুদীদের জন্যও সব অধিকার নিশ্চিত করা হয়। তিনি সব নাগরিকের নিরাপত্তাও নিশ্চিত করেন। আমাদের এই প্রিয় নবী (সা.) তাঁর উম্মতকে যে উপদেশ বাণী প্রদান করেছেন, তার একটি দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরছি।

হযরত যায়েদ বিন আকরাম (রা.) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) একবার ভাষণের জন্য আমাদের মধ্যে দন্ডায়মান হয়ে আল্লাহ্‌র প্রশংসা, মহিমা ও গৌরব বর্ণনা করলেন, আমাদের উৎসাহ ও উপদেশ দান করলেন। তারপর তিনি বললেন, "হে লোক সকল! নিশ্চয় আমি তোমাদের মতই মানুষ, একদিন আমার প্রভুর এক সংবাদ বাহক আসবে এবং আমি এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিব। আমি দু'টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস তোমাদের কাছে রেখে যাচ্ছি। প্রথমত 'কিতাবুল্লাহ', যার মধ্যে হেদায়াত ও নূর রয়েছে। সুতরাং কিতাবুল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধর এবং এর ওপর আমল কর। এভাবে রসূল (সা.) কিতাবুল্লার প্রতি আমাদের আগ্রহ বাড়ান এবং উদ্দীপনা সৃষ্টি করেন। তারপর তিনি বললেন, দ্বিতীয়তঃ আমার পরিবারবর্গ, তোমাদেরকে আমি আমার পরিবারবর্গ সম্বন্ধে আল্লাহকে স্মরণ করে উপদেশ দিচ্ছি" (এভাবে তিনি তিনবার উচ্চরণ করলেন) (মুসলিম কিতাবুল ফাযায়েলে সাহাবা)।

আজ মুসলমানরা এই সকল উপদেশ ভুলে বসেছে। নামধারী-মুসলমান হিসাবে বিভিন্ন দলে উপদলে বিভিক্ত কেউ হেফাজতে ইসলাম, কেউ তৌহিদী জনতা আবার কেউ ইসলামী আন্দোলন এর নামে অনৈসলামিক কার্যক্রমে ব্যস্ত। বর্তমানে তথাকথিত হেফাজতে ইসলামসহ অন্যান্য সমমনা ইসলামী দলগুলো সরকারের ওপর বিভিন্ন দফা আবেদন জারী করেছে, যা ইসলাম কখনো সমর্থন করে না। এ ধরনের হিংস্র মনোভাব প্রত্যেক ওলামাদের পরিহার করা উচিত। লেবাস পরিধানকারী মওলানা যে ধরনের উস্কানীমূলক বক্তৃতা, জ্বালাও পোড়াও, লংমার্চ করছে, তা সত্যিকার অর্থে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করার নামান্তর। হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে প্রভাবশালী ধর্ম-প্রবর্তক। তিনি তাঁর অনুসারীদের ওপর যতটা প্রভাব বিস্তার করেছেন, তা অন্য কোন নবী, রসূল বা ধর্ম-প্রবর্তক পারেন নি। নবী করীম (সা.) ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। আল্লাহ্ তাআলা তাকে আমাদের মাঝে পাঠিয়েছেন রহমত হিসেবে। পবিত্র কুরআনের সূরা আল আম্বিয়ার ১০৮ নম্বর আয়াতে এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে, "এবং আমরা তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য কেবল রহমত স্বরূপই প্রেরণ করিয়াছি।" তিনি (সা.) মানব সমাজকে সঠিক পথের দিশা দিতে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় শান্তি-শৃঙ্খলার যে সূত্র তিনি দান করেছেন, তাঁর কোন তুলনা নেই। আল্লাহ্‌র নবী মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ গড়ে তুলেছিলেন। নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় তিনি অনন্য অবদান রেখেছেন। তিনি মানুষে মানুষে বৈষম্যের অবসান ঘটিয়েছেন। তাঁর অনুসারীদের ওপর তিনি যে প্রভাব রেখে গেছেন, তা অতুলনীয়। মুহাম্মদ (সা.) এর নির্দেশিত পথের কোন বিকল্প নেই। মুহাম্মদ (সা.) এর নির্দেশিত পথের কোন বিকল্প নেই। বিশ্বে শান্তি ও মানবকল্যাণ নিশ্চিত করতে আজ মুহাম্মদ (সা.) এর শিক্ষা ও আদর্শের কোন বিকল্প হতে পারে না।

আমাদের প্রিয় নবী (সা.) ইসলামী সমাজ গড়তে যে দিক-নির্দেশনা দিয়ে গিয়েছেন, তা অপর একটি হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "হে আবু হুরায়রা! খোদাভীরু হও, ফলে তুমি লোকদের মধ্যে সর্বাধিক ইবাদতগুযার বান্দা হবে। অল্পে পরিতুষ্ট হও, ফলে তুমি বান্দাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কৃতজ্ঞ-বান্দা হবে।

তুমি নিজের জন্য যা পসন্দ কর, অপরের জন্যও তা-ই পসন্দ কর, ফলে তুমি একজন প্রকৃত ঈমানদার হবে। প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার কর, ফলে তুমি একজন প্রকৃত-মুসলমান হবে। কম হাসবে, কারণ অতিরিক্ত হাসি অন্তরকে মৃত করে" (ইবনে মাযা, কিতাবুয যুহ্‌দ)।

সুধী পাঠক! দাবী আদায় ও নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধির নামে আজ মুসলমান আলেমরা যে অরাজকতা সৃষ্টি করছে, এটা কোন্ ইসলাম? ব্লাসফেমী আইন পাশ করে তারা কোন্ ইসলামী-শিক্ষা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তা আমাদের বোধগম্য নয়। প্রত্যেক যুগে সমসাময়িক আলেম ওলামারা এ ধরণের অপকর্ম করে সাধারণ মানুষদেরকে সত্য থেকে বিরত রেখেছেন। আজও এ ধরণের আলেম পৃথিবীতে রয়েছে, তাদের প্রদর্শিত পথ পরিহার করে সর্বকালের সেরা মানব মুহাম্মদ (সা.) এর শিক্ষা ও আদর্শের ওপর চলা উচিত।

ওহুদের যুদ্ধের একটি ঘটনার বর্ণনা দিয়ে আমার লেখা শেষ করবো। যুদ্ধের পর নবী করীম (সা.) অনেক আহতকে এবং অনেক শহীদকে একত্রে জমা করলেন। জখমীদের সেবা-শুশ্রূষা করালেন। শহীদগণের দাফনের বন্দোবস্ত করলেন। এমন সময় তিনি জানতে পারলেন যে, জালেম কাফেররা অনেক শহীদের নাক, কান কেটে ফেলেছে। যাদের নাক কান কাটা হয়েছিল, দেখা গেল, তাদের মধ্যে খোদ রসূল করীম (সা.)-এর চাচা হযরত হামযাও (রা.) ছিলেন। এই দৃশ্য দেখে তিনি দারুণভাবে শোকাহত হয়ে পড়লেন। তিনি বললেন, কাফেররা তাদের নিজেদের এই অন্যায় কাজের জন্য তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করা বৈধ করে দিল, যা আমরা অবৈধ মনে করতাম। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার তরফ থেকে ঐ সময়ে ওহী নাযিল হলো যে, কাফেররা যা করছে, তাদেরকে করতে দাও। তুমি রহম ও ইনসাফের আঁচল কখনই ছেড়ে দিও না' (নবীনেতা পুস্তক, পৃষ্ঠা-৯৩)।

সুতরাং এই হলো ইসলামের নবী মুহাম্মদ (সা.) এর শিক্ষা, যা আজ জাতি ভুলতে বসেছে। অতএব আসুন, আমরা শেষ যুগের আগমনকারী মহাপুরুষ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর জামা'তে শামিল হয়ে পুনরায় সেই শিক্ষা ও আদর্শকে পৃথিবীবাসীর সামনে তুলে ধরি এবং নিজেদের ভুল সংশোধন করি। মহান আল্লাহ্ তাআলা সবাইকে এর তৌফিক দান করুন, আমীন।

পর্দার প্রকৃত উদ্দেশ্য

এস, এম, মাহমুদুল হক

পর্দা ঐ সমস্ত বিশেষ আদেশগুলোর মধ্যে অন্যতম, যা আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআন করীমে নারী পুরুষদের জন্য নাযেল করেছেন। নারীদের পর্দার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ইসলামের ইতিহাস সাক্ষ্যবহন করে যে, পর্দার মধ্যে মুসলিম নারীগণ উন্নতি করেছিলেন। এবং পর্দা তাদের কোন কাজে, কোন কুরবানীতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারে নি, আলহামদুলিল্লাহ্। জামা'তে আহমদীয়ার নারীরা এই আদেশ পালন করার ব্যাপারে পৃথিবীর সমস্ত নারীদের অগ্রে রয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আধুনিকতার ছোঁয়ায় পৃথিবীর বাহ্যিক জাঁকজমক এবং অন্যদের দেখাদেখি আহমদী নারীদের একটি অংশে পর্দার ব্যাপারে দুর্বলতা দেখা দিয়েছে। আর তারা এ-ব্যাপারে নানা অজুহাত দিয়ে থাকে। বলে, এখন আধুনিক-যুগ, এখন কি আর কেউ পূর্বের মত বোরকা পড়ে? সে সকল নারীদের বলতে চাই পর্দার ব্যাপারে আধুনিকতা দ্বারা আপনি কি বুঝাতে চান। যুগের সাথে সাথে যদি পর্দা আধুনিক হয়, তাহলে নামায, রোযা, হজ্জ ও অন্যান্য ইসলামী-শিক্ষাও তো আধুনিক হতে হবে, তাই নয় কি? এগুলোর আধুনিক রূপ কি? অথচ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর আগমন কোন আধুনিক-ইসলাম এবং এর নীতিনীতি শিক্ষা দানের জন্য নয়, বরং তার আগমনের একমাত্র উদ্দেশ্য হল আজ হতে ১৫০০শ বছর পূর্বে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মাধ্যমে আগত পবিত্র কুরআনের শিক্ষার ওপর জগতকে প্রতিষ্ঠিত করা, বিশেষ করে মুসলিম উম্মাহকে।

চলুন দেখি, পর্দার ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে কি বলা আছে, "তুমি মু'মিনদেরকে বলে দাও যে, তারা যেন নিজেদের চক্ষু নীচু করে চলে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। এটা তাদের জন্য অতি পবিত্রতার কারণ হবে এবং মু'মিন মহিলাদেরকে বলে দাও যে, তারাও যেন নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে এবং নিজেদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে, কেবলমাত্র ঐগুলি ছাড়া, যা অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপনা-আপনিই প্রকাশিত হয়ে পড়ে' (সূরা নূরঃ আয়াত ৩১-৩২)।

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে নারী-পুরুষ উভয়কে পর্দার ব্যাপারে বলা হলেও নারীদেরকে বলা হয়েছে, তারা যেন নিজেদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে।

আর এ সৌন্দর্য যেন প্রকাশিত না হয়, তার জন্যই পর্দা। পর্দা হিসেবে বাইরে বের হওয়ার জন্য বোরকার ব্যবহার বাংলাদেশে বহু পুরনো। হয়ত সামর্থ্য না থাকার কারণে কেউ কেউ বোরকা পড়তে পারত না বা চাদর পরে বোরকার কাজ সম্পাদন করত। বোরকা পরার উদ্দেশ্য কি? এর উদ্দেশ্য হল, একজন নারী আল্লাহ্‌র আদেশের অনুবর্তিতা করে বাইরে বের হওয়ার সময় এমন একটি পর্দা তার শরীরে পরিধান করবে, যার মাধ্যমে তার শরীরের সৌন্দর্য প্রকাশ না হয়। অর্থাৎ এমন বোরকা যা ওপর হতে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ঢেকে থাকবে। হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর পরিবারের নারীরা বোরকা পড়তেন, হযরত হেকিম নূরুদ্দীন (রা.)-এর পরিবারের নারীরাও বোরকা পরতেন। কিন্তু 'ফিটিং বোরকা' নয়, বরং এমন ঢিলেঢালা বোরকা পরিধান করতেন, যা দ্বারা কোন ভাবেই শারিরীক-সৌন্দর্য প্রকাশ পেত না।

পুরুষ এবং নারী, উভয়ের জন্যই একটি নির্দিষ্ট বয়সে উপনীত হলে পর্দা তার জন্য শিথিল হয়। কিন্তু আমরা এমন অনেক আহমদী বুযর্গ মহিলাকে দেখেছি তারা বৃদ্ধ বয়সেও এরূপ পর্দা পালন করতে, যা মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত করেছেন।

আধুনিকতার দোহাই দিয়ে অনেকেই ইসলামের শিক্ষাকে নিজেদের মত করে আধুনিক বানাতে চেষ্টা করেন, আর তাই বৃদ্ধ মাকে পা পর্যন্ত বোরকা পড়তে

দেখলেও মেয়ে পড়েন শর্ট বোরকা। কেননা, তারা আধুনিক। আর বোরকা একটা ফ্যাশন যেন দৃষ্টি বার বার সেদিকে যায়। এ ধরণের বোরকা কেবল পর্দার উদ্দেশ্যকেই ব্যহতই করে না, বরং বোরকা একটা ফ্যাশন হিসাবে উপস্থাপিত হয়। আর পর্দার ব্যাপারটি হয় তামাশা।

২০১২ সালে জার্মানির জলসায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) লাজনাদেরকে উদ্দেশ্য করে প্রদত্ত ভাষণে পর্দা সম্পর্কে বলেন, "বোরকা পড়ার উদ্দেশ্য হল মানুষের দৃষ্টিকে এড়িয়ে চলা। কিন্তু কেউ কেউ এমন বোরকা পড়েন যার ওপর হাতের কারুকাজ করা থাকে, আবার বিভিন্ন লেসও থাকে, যা মানুষের দৃষ্টিকে বার বার সেদিকে আকর্ষণ করে। এটা কি ধরনের পর্দা? এতে পর্দার চেয়ে ফ্যাশনই বেশী প্রাধান্য পায়।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ১৯৮৩ সনের এক ভাষণে বলেন, "আমি কিছুকাল যাবৎ অনুভব করছি যে, ইসলামের ওপর যে সকল অত্যন্ত বড় বিপদাবলী পতিত হচ্ছে, তার মধ্যে বেপর্দেগী একটি বিপদ। বিভিন্ন দিক হতে বিভিন্ন আকারে এবং বিভিন্ন বাহানায় এই বিপদ মুসলমান মহিলাগণের ওপর আপতিত হচ্ছে। সমস্ত মুসলমান-দেশ, যাদেরকে ইসলামের হেফাযতকারী মনে করা হত, ঐ সমস্ত দেশ গুলোতেই এই মহামারী এত বেশী বিস্তার লাভ করেছে যে, তা কেবল কুরআন করীমের আদেশ বিরোধীই নয়, বরং তা এই আদেশকে সম্পূর্ণভাবে উল্টিয়ে দিয়েছে। একমাত্র আহমদী-মহিলাগণই অবশিষ্ট ছিল, যাদের কাছ থেকে এই প্রত্যাশা করা হয়েছিলো যে, তারা এই ময়দানে জেহাদের উত্তম-দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে এবং পলায়নকারীদের কদম রুখবে এবং বাজিতে জিতে দেখাবে। কিন্তু বড়ই আক্ষেপ ও দুঃখের সঙ্গে একথা বলতে হয় যে, আহমদী মহিলাগণ নিজেরাই এই ময়দানে দুর্বলতা প্রদর্শন করতে করতে ধীরে ধীরে বেপর্দেগীর এই মহামারী প্রসার লাভ করছে। প্রথমে বড় বড় শহরগুলোতে তা শুরু হয়েছে। পরে ছোট ছোট শহরগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছে। এইরূপ মনে হচ্ছে যেন আমরা এই জেহাদের ময়দানে বাজিতে হেরে যাচ্ছি। হে আহমদী মহিলাগণ! বেপর্দেগীর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করুন।"

কেউ কেউ বলতে পারেন, বোরকা পড়ি, তারপরও এত কথা কেন? বোরকা পড়া এবং পর্দা করার বিষয়টি সত্যিকার অর্থে তখনই পবিত্র কুরআনের আদেশের অনুবর্তিতায় হয়েছে বলে মনে হবে, যখন এর প্রভাব আমাদের নারীদের ব্যবহারিক জীবনে পড়বে।

কিন্তু আমরা কি দেখতে পাই? আহমদী নারীদের একটা অংশ এমন, যারা সাধারণত বোরকা পড়েন, পর্দা করেন, আবার সেসব নারীরাই বিউটি পার্লার থেকে সেজে কমিউনিটি সেন্টারে বিয়ের অনুষ্ঠানে পর্দাহীন ভাবে অংশগ্রহণ করেন। অথচ এমন একটি অনুষ্ঠানে পর্দাহীন ভাবে অংশগ্রহণ করা তার সারা জীবনের পর্দার নেকীকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

তার সম্পর্কে আপনি কি বলবেন যে, সে পর্দা সম্পর্কে অবহিত, পর্দার গুরুত্ব সে বুঝে? আসলে তাদের হৃদয় তাক্‌ওয়া-শূন্য। যার ফলে, আধুনিকতার দোহাই দিয়ে ইসলামী মূল্যবোধকে ভুলুণ্ঠিত করতে তারা সামান্যতম দ্বিধা করে না।

পবিত্র কুরআন মুসলিম নারীদের বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিত গৃহের বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "এবং তোমরা নিজ নিজ গৃহে অবস্থান কর এবং পূর্বতন অজ্ঞ-যুগের পদ্ধতিতে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ করো না" (সূরা আহযাব : ৩৪)।

পবিত্র কুরআনের নির্দেশনা মোতাবেক নারীদের সর্ব প্রথম ও সর্ব প্রধান কাজের গন্ডি হল তার ঘর। এর অর্থ এটা নয় যে, সে চার দেয়ালের বাইরে যেতে পারবে না। ন্যায্য কার্য সমাধানের জন্য বিশেষ প্রয়োজনে যতবার দরকার বাইরে যেতে পারবে। এ সকল নির্দেশ সকল মুসলিম নারীর জন্য সমভাবে প্রযোজ্য।

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) তার পবিত্র গ্রন্থ 'ইসলামী নীতি-দর্শনে' বলেন, "আল্লাহ্‌র কিতাবে পর্দার এটা উদ্দেশ্য নয় যে, শুধু স্ত্রী লোকদেরকে কয়েদির ন্যায় নজরবন্দী অবস্থায় রাখ। এরূপ ধারণা সেই সকল অজ্ঞরা রাখে, যারা ইসলামী-ব্যবস্থার কোন খবর রাখে না। বরং পর্দার উদ্দেশ্য হল, নারী-পুরুষ উভয়কে অবাধ দর্শন এবং (মানবীয়) শোভা-সৌন্দর্য দেখা হতে বিরত রাখা। কারণ এতে নারী পুরুষ উভয়েরই মঙ্গল"।

যদি কোন আহমদী নারী কুরআনে বর্ণিত পর্দার আদেশের আলোকে নিজের জীবন পরিচালনার চেষ্টা না করে, তবে তার দ্বারা এমন আচরণ প্রকাশ পাবে, যা ইসলাম তথা আহমদীয়াতের আদর্শের বিপরীত।

সবশেষে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) ৬ই জুন ১৯৫৮ সনের জুমুআর খুতবা হতে একটি অংশ উপস্থাপনের মাধ্যমে প্রশ্ন রেখে যাচ্ছি, নিম্ন নির্দেশনার আলোকে আমাদের অবস্থান কোথায়?

'অতএব আমি এই খুতবার মাধ্যমে ঐ সকল লোকদেরকে, যারা নিজেদের স্ত্রীকে বেপর্দায় রাখেন, তাদেরকে তাগিদ করছি মিশ্র মজলিসে মেয়েদের যাওয়া এবং পুরুষদের সামনে নিজেদের মুখ অনাবৃত্ত করা এবং তাদের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলা.....এই সমস্তই নাযায়েজ কাজ। যদি কোন ব্যক্তি পর্দা পরিত্যাগ করে, তা হলে এর অর্থ এই যে পবিত্র কুরআনের অবমাননা করে। এইরূপ মানুষের সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক থাকতে পারে?

আমাদের জামা'তের পুরুষ ও মহিলাদের জন্য এটি ফরয যে, তারা যেন এইরূপ আহমদী পুরুষ ও নারীদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রাখেন"।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের প্রত্যেক নারী এবং পুরুষকে পর্দার মান বজায় রেখে নিজেদের জীবনকে পরিচালিত করার সৌভাগ্য দান করুন, আমীন।

"যদি কেউ পর্দা পরিত্যাগ করে তাহলে এর অর্থ হচ্ছে সে কুরআনের অবমাননা করে"

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)

প্রযুক্তি আল্লাহ্ তাআলার অপার নেয়ামত

মাহমুদ আহমদ সুমন

প্রযুক্তি মহান আল্লাহ্ তাআলার অপার এক নেয়ামত। বর্তমান এই প্রযুক্তির মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা আমাদের জীবনকে অত্যন্ত সহজ ও শান্তি দায়ক করেছেন এবং তিনি আমাদেরকে সকল প্রকার নেয়ামতে ভূষিত করেছেন। যেভাবে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে 'আর যা-ই তোমরা তার কাছে চেয়েছ এর সব কিছুই তিনি তোমাদের দিয়েছেন। আর তোমরা আল্লাহ্‌র নেয়ামত গণনা করতে চাইলেও তোমরা তা গুণে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ বড়ই যালেম ও অকৃতজ্ঞ' (সূরা ইব্রাহীম: ৩৫)। অসংখ্য নেয়ামতের মধ্যে মিডিয়া যেমন একটি নেয়ামত এই নেয়ামতকে যদি আমরা যথাযথ ব্যবহার না করি তাহলেও তার কাছে আমাদেরকে জিজ্ঞাসিত হতে হবে।

বর্তমান যুগে যে পৃথিবীতে মিডিয়ার ব্যাপক বিস্তার ঘটবে তাও কিন্তু মহান আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন এ যুগে পত্র-পত্রিকা ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হবে এবং বিজ্ঞান অনেক উন্নতি করবে। যেমন বলা হয়েছে ***"ওয়া ইযাস সুহুফু নুশেরাত, ওয়া ইযাস সামাউ কুশেতাত"*** অর্থাৎ 'এবং পুস্তক-পুস্তিকা যখন ব্যাপকভাবে প্রকাশ করা হবে এবং ছড়িয়ে দেয়া হবে। এবং আকাশের আবরণ যখন খুলে ফেলা হবে' (সূরা আত তাকভির: ১১-১২)। এ আয়াতের মাধ্যমে এটা স্পষ্ট হয় যে, শেষ যুগে অর্থাৎ প্রতিশ্রুত মসীহ ও হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর যুগে বিশ্বব্যাপী সংবাদপত্র, সাময়িকী ও পুস্তক-পুস্তিকার প্রকাশনা ও প্রচারের বিরাট আয়োজন, লাইব্রেরী-পাঠাগার প্রতিষ্ঠা এবং সর্বত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তার ঘটবে। শেষ যুগে মহাকাশ বিজ্ঞান যে ব্যাপক অগ্রগতি লাভ করবে আলোচ্য আয়াত এদিকেই ইঙ্গিত করছে। আমরা জানি, বিজ্ঞানের এ শাখা গত এক শতাব্দিতে যে উন্নতি লাভ করেছে তা মানুষকে হতবাক করে দেয়। বিজ্ঞান মানুষের অতন্ত্র সাধনার ফসল। সভ্যতার ধর্ম যেমন এগিয়ে চলা। বিজ্ঞানের ধর্ম ঠিক তাই। তাই আজ সভ্যতার সংগে বিজ্ঞানের সম্বন্ধ এমন অঙ্গাঙ্গী ও গাঁটছড়া বন্ধন, যাকে কোন ভাবেই অস্বীকার করা যায় না। বর্তমান সভ্যতায় এই চরম সমুন্নতির মূলে রয়েছে বিজ্ঞানের অপরিসীম বিস্ময়। বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান মানুষ আজ খনির অন্ধকারের আলো জ্বালিয়েছে, বিজ্ঞান বিদ্যার অগ্রগতির ফলেই মানুষ দূরকে নিকট করেছে, জীবনকে করেছে সুন্দর। বিজ্ঞানের সাহায্যেই দূরের নক্ষত্রলোকের খবর পেয়েছে মানুষ, গ্রহলোকের সম্বন্ধে আহরণ করেছে নতুন তথ্য। আবিষ্কার করেছে টেলেক্স, ফ্যাক্স, স্যাটেলাইট, নেটওয়ার্ক (টিভি)।

অন্যদিকে বিজ্ঞানের ঐন্দ্রজালিক শক্তিবলে মানুষ উদ্দাম-উচ্ছৃঙ্খল নদী স্রোতকে বশীভূত করে উষর মরু-প্রান্তরকে করেছে জলসিক্ত, ভূগর্ভের সঞ্চিত শস্য-সম্ভাবনাকে করে তুলেছে উজ্জ্বল, পাষানী আহলা ধরীত্রির সর্বদেহে সঞ্চারিত করে দিয়েছে অপূর্ব প্রাণ-স্পন্দন। সূদূরকে করেছে আমাদের নিকটতম। বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব সাফল্যে জীবন যাত্রী বসুধা আজ সদা হাস্যময়ী। আজ মানুষের জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অবাধ পদ-সঞ্চার। বিজ্ঞানের বদৌলতে মানুষ আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী। মাথার উপর পাখা ঘুরে, সংবাদপত্র এবং অন্যান্য পত্রিকা মুদ্রণযন্ত্রের সাহায্যে মুদ্রিত; এবং তাও বিজ্ঞানের অবদান। হাজার মাইল দূরের বন্ধুর কণ্ঠস্বর টেলিফোনে ভেসে আসে। চাবি টেপার সঙ্গে সঙ্গেই ঊর্ধ্বলোক হতে রথ নেমে আসে, টাইপরাইটার ও কম্পিউটারে চিঠিপত্র টাইপ করা হচ্ছে ; এবং কম্পিউটারের সাহায্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসাব রক্ষিত হচ্ছে। দৈনন্দিন জীবনে চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতি সমাজের চেহারাই বদলে দিয়েছে। আশ্চর্য সব ঔষুধ আবিষ্কারের ফলে, সমাজের লক্ষ লক্ষ রুগ্ন মুমূর্ষ আজ নতুন আশার আলোকে সঞ্জীবিত। যেভাবে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন 'আকাশের আবরণ যখন খুলে ফেলা হবে' এটাই হচ্ছে সেই যুগ অর্থাৎ বিজ্ঞানের যুগ। তাই এই বিজ্ঞানের যুগেও আমরা যদি শত বছর পিছিয়ে থাকি তাহলে আমরা পিছিয়েই পড়ব। আমাদেরকে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে এবং প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে ভালোটা গ্রহণ করতে হবে।

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এ যুগ হচ্ছে ইমাম মাহদী (আ.)-এর যুগ আর বর্তমান যুগের জিহাদ হচ্ছে কলমের জেহাদ তথা লেখা-লেখির জেহাদ। ইসলাম বিরোধিদের বিরুদ্ধে বর্তমান যুগের যুদ্ধ হচ্ছে মিডিয়ার মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের উন্নত শিক্ষা, যুক্তি প্রমাণ ও দলিল উপস্থাপনের মাধ্যমে। ইসলাম যে শান্তির ধর্ম তা মিডিয়ার মাধ্যমেই তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে। তারা যেভাবে মিডিয়াকে ব্যবহার করে ইসলামকে বদনাম করতে চায় ঠিক একই কৌশল ব্যবহার করে আমাদেরকে জেহাদ করতে হবে এবং প্রযুক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। বর্তমান সমগ্র পৃথিবীতে মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলামের অনুপম সৌন্দর্য বিশ্ববাসীর সামানে তুলে ধরাই হলো একজন প্রকৃত মুসলমানের গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব।

বর্তমান যুগকে বিনা দ্বিধায় প্রচারের যুগ বলা চলে। রেডিও, স্যাটেলাইট, ডিশ এন্টেনা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচার কাজকে

ভূমন্ডলীয় স্তরে উন্নতি করা হয়েছে। এক শ্রেণীর আলেম আছেন যারা ইলেকট্রোনিক মিডিয়াকে নাজায়েজ আখ্যা দিয়ে থাকেন। তারা মনে করেন এসব যদি পবিত্র স্থানে রাখা হয় তাহলে সে স্থান অপবিত্র হয়ে যাবে। যাদের এধরণের ধারণা তাদের বলতে চাই, প্রত্যেকটা জিনিষের ভালো-মন্দ দু'টি দিক রয়েছে। আপনি প্রত্যেকটি জিনিষকে ভালো কাজেও ব্যবহার করতে পারেন আবার মন্দ কাজেও ব্যবহার করতে পারেন। দোষ কিন্তু জিনিষের নয়, বিষয় হচ্ছে সেটিকে কোন কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। একটি টেলিভিশনের মাধ্যমে মন্দ ছবিও আপনি দেখতে পারেন আবার সারাদিন ইসলামিক অনুষ্ঠানও দেখতে পারেন।

মসজিদের একটি অংশে যদি টেলিভিশনের মাধ্যমে ইসলামীক অনুষ্ঠান দেখানোর ব্যবস্থা করা হয় এতে কি পাপ হবে? অবশ্যই না। বিষয় হচ্ছে সেটিকে কোন কাজের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। যেমন মোবাইলের কথাই ধরুন না কেন, এটিকে আপনি মন্দ কাজেও ব্যবহার করতে পারেন আবার ভালো কাজেও ব্যবহার করতে পারেন। আর এটিকে পকেটে রেখেই কিন্তু আমরা নামাজও আদায় করে থাকি। মূল বিষয় হচ্ছে, প্রযুক্তিকে আমরা কোন কাজে ব্যবহার করছি। দোষ প্রযুক্তির নয়, দোষ হচ্ছে আমাদের নিজের, আমরা যদি প্রযুক্তিকে ইসলাম প্রচারের কাজে লাগাই তাহলে সব ধরণের প্রযুক্তিই কল্যাণের কারণ হবে। আর যদি এই কথা বলে পিছিয়ে থাকি যে, এগুলো ব্যবহার করা হারাম, যেভাবে পূর্বের কিছু আলেমরা ফতোয়া দিত যে, ধর্মীয় কাজে মাইক ব্যবহার করা হারাম, ছবি উঠানো হারাম, টিভি দেখা হারাম ইত্যাদী। তাদের বলতে চাই, হযরত রসূল করীম (সা.)-এর সময়তো বিদ্যুৎও ছিল না, এ কারণে কি সেইসব ভাইয়েরা বিদ্যুৎ ব্যবহার হারাম করেছেন? না এর ব্যবহার হতে বিরত আছেন। সকল-নবী রসূলরাই তাদের যামানায় প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়েছেন। তারা প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার করেছেন। আমরাও যদি প্রযুক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করি তাহলে তা হবে আমাদের জন্য কল্যাণকর। বর্তমান একমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পক্ষেই সম্ভব হয়েছে প্রযুক্তিকে কল্যাণকর হিসেবে গ্রহণ করা। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যরা প্রযুক্তিকে সঠিক ব্যবহার করে এর মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে ইসলাম প্রচার করছে। প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.)-এর যুগে প্রযুক্তির ব্যবহার অনেকগুণে যে বৃদ্ধি পাবে তাও কিন্তু মহানবী (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেগেছেন, সে অনুযায়ী সমগ্র বিশ্বে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রযুক্তিকে সঠিক ভাবে কাজে লাগিয়ে অসংখ্য পথ হারা মানুষকে আলোর সন্ধান দিচ্ছে।

আমরা যদি একটি বিষয় নিয়ে চিন্তা করি যে, বর্তমান সমগ্র বিশ্বে মুসলমানরা পিছিয়ে কেন? এর কারণেও দেখা যায় যে, মুসলমানরা হযরত রসূল করীম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যুগ ইমামকে যেভাবে গ্রহণ করছে না ঠিক তেমনি তারা প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার থেকেও পিছিয়ে। নামধারী আলেম উলামারা প্রযুক্তিকে যথাযথভাবে কাজে না লাগিয়ে ফতোয়া নিয়ে ব্যবস্থ হয়ে পড়েছে। আজকে তারা যদি প্রযুক্তির ওপর জোর দিয়ে ইসলামের বাণী নিয়ে সামনে অগ্রসর হতো তাহলে কোনভাবেই সাহস পেত না মুসলমানদের উপর আঙ্গুল তুলে কেউ কথা বলার।

ঢাকাসহ সারা দেশে হাজার হাজার মসজিদ মাদ্রাসা রয়েছে। এ মসজিদ মাদ্রাসাগুলোতেও কোন ধরণের প্রযুক্তির ছোঁয়া লক্ষ্য করা যায় না। ইমামরাও প্রযুক্তি থেকে কোন ধরণের ফায়দা হাসিল করছে না বলেই কিন্তু এরা অনেক পিছিয়ে রয়েছে আর ইসলামের নামে যা ইচ্ছে তা করে যাচ্ছে। সমগ্র বিশ্ব মুসলিমের হাতে আজ এমন একটি মিডিয়া নেই যার মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে ইসলামী দিক নির্দেশনা দেয়া যাবে। আজকে কেবল মাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামা'তেরই একক বৈশিষ্ট যে, তাদের কাছে এমন মিডিয়া রয়েছে যার মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে একমূহুর্তে ইসলামের বাণী পৌঁছানো সম্ভব। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মিডিয়ার মাধ্যমে দিন রাত ২৪ ঘন্টা শুধু প্রকৃত ইসলামের বাণীই প্রচার করা হচ্ছে। যুগ খলীফা শুক্রবারে যে জুমুআর খুতবা প্রদান করেন তা সরাসরি সমগ্র বিশ্বে একযোগে দেখানো হয় এবং সেই খুতবা পরের শুক্রবারে সমগ্র বিশ্বে হাজারো মসজিদের ইমামুস সালাতগণ নিজ নিজ ভাষায় মুসল্লিদের শুনিয়ে থাকেন। যার ফলে সমগ্র বিশ্বের লোকেরা আধ্যাত্মিক খাদ্য উপভোগ করেন। এই প্রযুক্তিকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের লোকেরা খোদা তাআলার এক বিশেষ নেয়ামত হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

আজকে সমগ্র বিশ্বে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া এমটিএ-এর মাধ্যমে প্রকৃত ইসলামের বার্তা সবার কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। যারা ইসলাম সম্পর্কে মন্দ ধারণা রাখে তাদেরকে এই মিডিয়ার মাধ্যমে আলোর সন্ধান দেয়া হচ্ছে। প্রযুক্তি খোদা তাআলার যে কত বড় নেয়ামত এটা কেবল তারাই গ্রহণ করে যাদেরকে খোদা স্বয়ং জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে থাকেন। যে ব্যক্তি খোদা প্রদত্ব জ্ঞান থেকে জ্ঞান অর্জন করে না সে উন্মাদ ছাড়া আর কি হতে পারে? মানব জাতিকে শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে এই জন্যই আখ্যায়িত করা হয়েছে কারণ, তার জ্ঞান-বুদ্ধি রয়েছে, তার বিবেক রয়েছে। জ্ঞান-বুদ্ধির ফলেই সে সৃষ্টিকর্তার সুনৈকট্যের অধিকারী। তার গবেষণার গুণেই সে সৃষ্টিকে চিনতে পারে। বাংলাদেশে জামা'ত প্রতিষ্ঠার শত বর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে আর এই প্রযুক্তির সুবাদেই আমাদের প্রিয় খলীফা লন্ডন থেকে সরাসরি আমাদের সামনে বক্তব্যও রেখেছেন। এটা কি আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ নেয়ামত নয়? তাই আমাদের সকলকে এ বিশেষ নেয়ামতের কদর করা উচিত।

masumon83@yahoo.com

কৃতি ছাত্রী

আমাদের মেঝ মেয়ে ফারহানা তৌহিদ নিশাত সদ্য প্রকাশিত SSC পরীক্ষায় বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের অধীনে পটুয়াখালী সরকারী বালিকা বিদ্যালয় থেকে Businiss Study Group (কমার্স) -এ GPA-5 পেয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্।

সে ওয়াকফে নও স্কীমের অন্তর্ভুক্ত (No. 8097-A) তার পার্থিব ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সবার কাছে বিনীত দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

দোয়াপ্রার্থী
এস, এম, তৌহিদুল ইসলাম
মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ
এবং ***শাহনাজ পারভীন বাবলী***

সংবাদ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ভাতগাঁও-এর রামপুর হালকার মসজিদ উদ্বোধন

মসজিদ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

আল্লাহ্ তাআলার অশেষ ফজলে গত ২৩.৫.১৩ ইং তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ভাতগাঁও-এর রামপুর হালকার মসজিদ উদ্বোধন করেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব। যা আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ (১৯১৩-২০১৩) উপলক্ষে যে পাঁচটি মসজিদ নির্মান হবে তার মধ্যে একটি। এই মসজিদটি পঞ্চগড়-দিনাজপুর মহাসড়কের পাশে অবস্থিত, যে মহাসড়কটি বাংলাবান্দা হয়ে ভারতের শিলিগুড়ি ও নেপালে প্রবেশ করে।

উক্ত উদ্বোধনী অধিবেশনে আরো উপস্থিত ছিলেন মোবাল্লেগ ইনচার্জ ও নায়েব ন্যাশনাল আমীর মওলানা আব্দুল আওয়াল খান চৌধুরী, মওলানা বশিরুর রহমান, মুরব্বী সিলসিলাহ, মজলিস আনসারুল্লাহ বাংলাদেশের সদর সাহেবের প্রতিনিধি জেলা নাযেম জনাব মাহমুদ আহমদ, মজলিস খোদ্দমুল আহমদীয়ার সদর জনাব আব্দুল মোমেন, নায়েব সদর-৪ জনাব বেলাল আহমদ তুষার, লাজনা ইমাইল্লাহর সদর মোহতরমা রওশন জাহান ও লাজনা ইমাইল্লার আঞ্চলিক মোফাত্তিস মোহতরমা নাছিমা বশির। এছাড়া মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের নির্দেশে দিনাজপুর জেলার সকল জামা'ত গুলোকে দাওয়াত দেয়া হয়। আলহামদুলিল্লাহ এই অনুষ্ঠানে সব জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেবান বা তাদের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

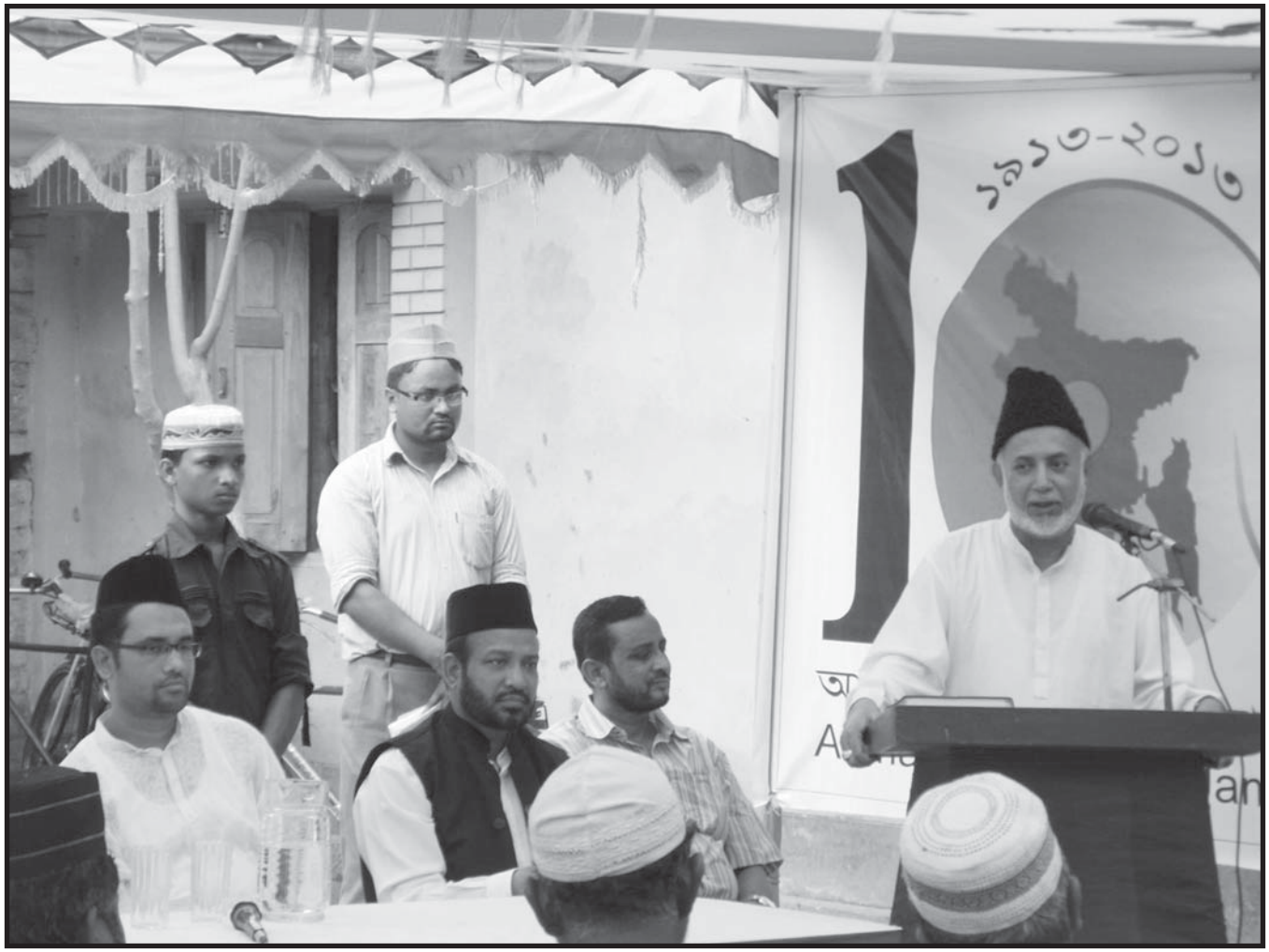

মসজিদের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে বক্তব্য রাখছেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বাদ জোহর ও আসর নামায জমার পর মসজিদ প্রাঙ্গনে শুরু হয়। প্রথমে কুরআন তেলোওয়াত করেন জনাব ইয়ামীন আহমদ, নযম পাঠ করেন জনাব মনির হোসেন খান এর পর পর্যাক্রমে বক্তব্য রাখেন জনাব ইসমাইল আহমদ মাষ্টার, প্রেসিডেন্ট, ভাতগাঁও জামা'ত, জনাব আব্দুস সাত্তার (জমি দাতা), জনাব গোলাম হোসেন, সেঃ মাল ভাতগাঁও, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের সদর, মজলিস আনসারুল্লাহ বাংলাদেশের সদর-এর প্রতিনিধি এবং মওলানা বশীরুর রহমান। সর্বশেষে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর উক্ত অনুষ্ঠান দোয়ার মাধ্যমে শেষ করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শকদের একাংশ

এই মসজিদটি ৬ কাতারের (ভিতরে ৪ কাতার বারান্দায় ২ কাতার) সুন্দর একটি মসজিদ যা প্রায় ১১৯০ বর্গফুটের, স্থানীয় হালকার সদস্যরা দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও বেশ বড় অংক তারা দিয়েছেন। এই মসজিদটি যেন এই এলাকার আহমদীয়াত তথা খাঁটি ইসলামের প্রতিক হয় এবং সব সময় আবাদ থাকে এ জন্য সবার কাছে দোয়ার আবেদন করছি। পাশাপাশি এই মসজিদটি সফর করার জন্য সকলকে আমন্ত্রণ যানাচ্ছি।

সালমান আহমদ

মাহিগঞ্জ জামা'তে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপন

গত ০৪/০৫/২০১৩ রোজ শনিবার বাদ মাগরিব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত মাহিগঞ্জের উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। এতে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ খালেদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মোহাম্মদ আব্দুর রহিম, নযম পাঠ করেন মোহাম্মদ নাজমুল হোসেন। এরপর হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনাদর্শ এবং তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব মোহাম্মদ মোশারফ মিয়া, মোহাম্মদ আব্দুল খালেক। বক্তৃতার এ পর্যায়ে নযম পাঠ করেন মোহাম্মদ লিমন শাহ্। এরপর বক্তব্য প্রদান করেন এস, এম, রাশিদুল ইসলাম এবং মোহাম্মদ আব্দুস সালাম। সবশেষে সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম সমাপ্ত করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৯১ জন উপস্থিত ছিলেন।

এস, এম, রাশিদুল ইসলাম

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকা'র মুসীয়ান সম্মেলন-২০১৩ অনুষ্ঠিত

সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন আলহাজ্জ মওলানা সালেহ আহমদ

আল্লাহ্ তাআলার অপার অনুগ্রহে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ঢাকার মুসীয়ান সম্মেলন-২০১৩ ঢাকা জামা'তের ৪ টি হালকা মসজিদে অত্যন্ত সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমটি আশকোনা হালকা মসজিদে ১৪-০৪-২০১৩ তারিখ, দ্বিতীয়টি নাখালপাড়া হালকা মসজিদে ০১-০৫-২০১৩ তারিখ এবং সর্বশেষ দারুত তবলীগ হালকাস্থ কেন্দ্রীয় মসজিদ কমপ্লেক্সে ২৩-০৫-২০১৩ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। মোহতরম ন্যাশনাল আমীর, ঢাকা জামা'তের মাদারটেক হালকা মসজিদে উপস্থিত থেকে ঢাকা জামা'তের মুসীয়ান সম্মেলন-২০১৩ কর্মসূচীকে উৎসাহ প্রদান করেন।

ঢাকা জামা'তের ১২টি হালকার ৩৮৯ জন মুসীয়ান বন্ধুদের বেশী সংখ্যক উপস্থিত নিশ্চিত করতে ৪টি মসজিদ সংশ্লিষ্ট ও নিকটবর্তী হালকার মুসীয়ানদের অংশগ্রহণের নিমিত্তে এই ব্যবস্থা করা হয়। ২১৫-জন মুসীয়ান সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া ওসীয়ত বিষয়ে জানতে আগ্রহী প্রায় ১৭৫-জন সদস্য সদস্যা উপস্থিত ছিলেন যার মধ্যে ৭-টি নতুন ওসীয়্যত আবেদন পাওয়া যায়।

প্রতিটি অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করা হয়। অত:পর মোহতরম আফজাল আহমদ খাদেম, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকা এর উৎসাহ মূলক উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। খাকসার সেক্রেটারী ওসীয়্যত ঢাকা জামা'তের ওসীয়্যত দপ্তরের বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করি।

রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, আল্লাহ্ তাআলার ফজলে ঢাকা জামা'ত মোট বাজেট ভুক্ত চাঁদাদাতা সদস্য সদস্যরা ৫০% নেযামে ওসীয়্যতে শামিল হয়েছেন এবং হালকাসমূহের প্রেসিডেন্টসহ ৩২ জন মজলিসে আমেলার সদস্যদের মধ্যে ২৯ জন সদস্য ওসীয়্যতকারীর মর্যাদা লাভে সমর্থ হয়েছে- আলহামদুলিল্লাহ্।

অনুষ্ঠানসমূহে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহতরম মাহবুবুর রহমান, ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওসীয়্যত ও সদর মজলিসে মুসীয়ান, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। তিনি মুসীয়ানদের দায়িত্ব কর্তব্য শীর্ষক মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। মুসীয়ান সম্মেলনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল সকল মুসী এবং মুসীয়াকে তাদের ঈমান, ইখলাস, সৎকাজ ও কুরবানীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা সেই সাথে সকলকে তাদের দায়িত্ব কর্তব্য বিষয়ে স্মরণ করানো। দারুত তবলীগ হালকা কেন্দ্রীয় মসজিদ কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠানে আলহাজ্জ মওলানা সালেহ আহমদ এই সকল বিষয়ে আল ওসীয়্যত পুস্তকের আলোকে ওসীয়্যতকারীদের উদ্দেশ্যে এক হৃদয়গ্রাহী ও মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন। সেই সাথে তিনি মুসীয়ানদের প্রতি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর দোয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি ঢাকা জামা'তে মজলিসে মুসীয়ান প্রতিষ্ঠা দ্বারা পবিত্র কুরআন শিক্ষা ও ওয়াকফে আরজি প্রোগ্রামে মুসীয়ানদেরকে অংশগ্রহণের মাধ্যমে জামা'তের তরবিয়তী কর্মসূচীকে বেগবান করতে আহ্বান জানান।

মোহতরম ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওসীয়্যত ও সদর মুসীয়ান, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ কর্তৃক পরিচালিত প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উপস্থিত সকলকে প্রায় ঘন্টাব্যাপী ওসীয়্যতের বিভিন্ন খুটিনাটি বিষয়ে জানার সুযোগ দেয়া হয়। দোয়ার মাধ্যমে উক্ত সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ

কুমিল্লা জামা'তে মুসিয়ান সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ৩০/০৫/২০১৩ তারিখ বাদ জুমুআ কুমিল্লা জামা'তে মুসিয়ান সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মোহাম্মদ ফজলে এলাহি, নযম পেশ করেন শুভ আহমদ, বক্তৃতা পর্বে মোহাম্মদ হেলাল আহমদ ওসীয়্যত ব্যবস্থা কি এবং কেন এ বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। এরপর মৌ. মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম ওসীয়তের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। সভাপতি মোহাম্মদ ইয়াকুব লস্কর, স্থানীয় প্রেসিডেন্ট এবং মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন আহমদ ওসীয়্যত ব্যবস্থা সম্পর্কীত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শেষ করা হয়।

মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন আহমদ

বিভিন্ন জামা'তে যথাযথ মর্যাদা ও ভাব গাম্ভীর্যের সাথে খেলাফত দিবস উদযাপন করা হয়

ঢাকা

গত ২৭শে মে ২০১৩ রোজ সোমবার বাদ মাগরীব যথাযথ ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে মজলিস আনসারুল্লাহ্, ঢাকা ও মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত খেলাফত দিবস দারুত তবলীগের কেন্দ্রীয় মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্।

উক্ত মহতি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মোবাল্লেগ ইনচার্জ, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব এম.এ. হান্নান, সুললিতকণ্ঠে নযম পাঠ করেন আলহাজ্জ ইব্রায়েতুল হাসান। এরপর দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি। এরপর বক্তৃতা পর্বে প্রথমে বক্তৃতা করেন মওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ। তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরেন। উপস্থিত দর্শক শ্রোতা মনোযোগ সহকারে তার বক্তৃতা শুনেন। এরপর আমাদের এক ক্ষুদে বন্ধু হিফজুল কুরআন ক্লাসের ছাত্র মাষ্টার আবু জার রহমান নযম পাঠ করে শুনান। এরপর আলহাজ্জ মওলানা সালেহ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলা তাঁর বক্তৃতা দেন। তিনি ২৬ শে মে ১৯০৮ সালে যখন ইমাম মাহ্‌দী (আ.) মারা গেলে তারপর তাঁর মরদেহ কিভাবে কাদিয়ানে আনা হ'ল, কিভাবে জানাযা পড়ানো হ'ল, বিস্তারিত বর্ণনা দেন। তার বক্তৃতা শুনে অনেক শ্রোতাকে কাঁদতে দেখা যায়। অনেকে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। এরপর সভাপতির ভাষণে মোবাল্লেগ ইনচার্জ হুযূর (আই.) আমেরিকাতে খেলাফত সংক্রান্ত যে খুতবা প্রদান করেন তার সারসংক্ষেপ বর্ণনা প্রদান করেন এবং খুতবাটি সকলকে দেখার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি অনুষ্ঠানের আয়োজন আনসারুল্লাহ্, ঢাকার যয়ীমে আ'লা ও কায়েদ, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ঢাকা-এর শুকরিয়া আদায় করেন এবং দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন আলহাজ্জ নাজির আহমদ। উক্ত অনুষ্ঠানে লাজনাসহ প্রায় ২৩৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

নাসিরউদ্দিন মিল্লাত

গাজীপুর

গত ২৭ মে ২০১৩ বাদ মাগরীব প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রতিকূলে থাকা সত্তেও বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে মোট ১৫ জন খোদ্দাম ও আনসারুল্লাহ্‌গণের উপস্থিতিতে স্থানীয় মসজিদে ১০৫তম খেলাফত দিবস পালিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মহিবুর রহমান। জনাব হাম্মাদ আহমদ মুনিমের কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। নযম পেশ করেন জনাব রবিউল ইসলাম। বক্তৃতাপর্বে জনাব কবীর আহমদ 'খেলাফতের গুরুত্ব' সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন এবং 'ইন্তেখাবে খেলাফত ও আমাদের খলীফা কিভাবে নির্বাচিত হন' এই বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন স্থানীয় মোয়াল্লেম মৌ. এস এম ওয়ালিউর রহমান। উপস্থাপনায় ছিলেন জনাব বি কে চৌধুরী। সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোহাম্মদ মহিবুর রহমান

মিরপুর

গত ২৭/০৫/২০১৩ রোজ সোমবার বাদ মাগরীব মিরপুর জামা'তের উদ্যোগে খেলাফত দিবস উদযাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। স্থানীয় জামা'তের আমীর মোহতরম বি আকরাম খান চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম আরম্ভ হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ফিরোজ আলম এবং নযম পেশ করেন জিয়াউদ্দিন আহমদ রনী। খেলাফতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিষয়ে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় নায়েব আমীর জনাব সৈয়দ আব্দুল হান্নান এবং আহমদীয়া খিলাফতের ইতিবৃত্ত তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন এডভোকেট আব্দুস সামাদ। তাছাড়া খিলাফতের ফযিলত ও বরকত বিষয়ে বক্তব্য রাখেন হাফেজ মৌ. আবুল খায়ের। সবশেষে অনুষ্ঠানের সভাপতির সংক্ষিপ্ত ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। সভায় মোট ৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান

চরসিন্দুর

গত ৩১ মে ২০১৩ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত চরসিন্দুর এর উদ্যোগে খেলাফত দিবস উদযাপন করা হয়। দিবসের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন ফাহমিদা হোসেন জেনী। নযম পরিবেশন করেন এস, এম, মাহমুদুল হক, ইমরান আহমদ, কৌশিকুজ্জামান এবং লাজনাদের পক্ষ থেকে নযম পরিবেশন করেন ডলি আক্তার ও শ্রাবণী আক্তার।

দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তৃতা করেন সর্বজনাব বোখারুল ইসলাম বোখারী, অছিউজ্জামান সরকার, হাবিবুর রহমান, মৌ. এস, এম, মাহমুদুল হক। অনুষ্ঠানের শেষে আহমদীয়া খেলাফতের উপর কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং সঠিক উত্তর দাতাদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

এরপর অনুষ্ঠানের সভাপতি ও স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন দোয়া পরিচালনা করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে ৪৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

এস, এম, মাহমুদুল হক

আখাউড়া

গত ২০/০৫/২০১৩ তারিখে আখাউড়া আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের উদ্যোগে খেলাফত দিবস উদযাপন করা হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন অত্র জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব সালেহ মোহাম্মদ ভূঞা। কুরআন তেলাওয়াত করেন তানভির আহমদ ইমন, বাংলা নযম পাঠ করেন তৌফিক আহমদ ভূঞা ও নোমান বিন তালাত। খেলাফত সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বক্তব্য প্রদান করেন উক্ত সভার সভাপতি। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া থাকার কারণে সকল সদস্য উপস্থিত হতে পারে নাই তবুও লাজনাসহ ২০জন উপস্থিত ছিলেন। দোয়ার মাধ্যমে সভার কার্যক্রম সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সালেহ মোহাম্মদ ভূঞা

নারায়ণগঞ্জ

গত ২৭ মে বাদ আসর আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, নারায়ণগঞ্জে খেলাফত দিবস অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে উদযাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মুহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, নারায়ণগঞ্জ। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও জনাব ফালাহ্ উদ্দিন আহমদের উর্দু নযমের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুরু হয়। বক্তৃতা পর্বে খেলাফত কি এবং খেলাফতের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বক্তৃতা করেন জনাব মনির উদ্দিন আহমদ, সেক্রেটারী তরবিয়ত নারায়ণগঞ্জ। মানুষের মেধা, মানুষের পরিকল্পনা খেলাফতের অধীনেই সুন্দর হয় ও সাফল্য লাভ করে, এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন জনাব ডা: মুজাফফর উদ্দিন আহমদ, সেক্রেটারী তবলীগ, নারায়ণগঞ্জ। খেলাফতের কল্যান ও গুরুত্ব বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন মৌ. দেওয়ান মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন, মোয়াল্লেম, নারায়ণগঞ্জ। অত:পর সুললিত কণ্ঠে বাংলা নযম পাঠ করেন জনাব তৌফিক আহমদ। আহমদীয়া খেলাফত বিশ্বকে কি দিয়েছে? এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন জনাব মুহাম্মদ মোস্তফা পাটোয়ারী, নায়েব আমীর, নারায়ণগঞ্জ। পরিশেষে সভাপতি সমাপনী ভাষণ ও ইজতেমায়ী দোয়া পরিচালনা করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে ২ জন মেহমানসহ ১১০ জন উপস্থিত ছিলেন।

ডা: মুজাফফর উদ্দিন আহমদ

খুলনা

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, খুলনার উদ্যোগে ৩১-০৫-২০১৩ তারিখ বাদ জুমুআ স্থানীয় জামা'তের আমীর জনাব মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক এর সভাপতিত্বে দারুল ফজলস্থ বায়তুর রহমান মসজিদে খেলাফত দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ মফিজুর রহমান এবং নযম পাঠ করে শুনান মুনিবুর রহমান আসিফ। অত:পর খেলাফত প্রতিষ্ঠা, খেলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ-এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ওয়াকফে জিন্দেগী জনাব শামসুর রহমান এবং মওলানা খুরশিদ আলম। সবশেষে সভাপতি ঐশী খেলাফতের কল্যাণ ও বর্তমান বিশ্ব এই ঐশী খেলাফত হতে কী আশিস লাভ করছে, তা ব্যাখ্যা করেন এবং জামা'তের সদস্যদেরকে এই ঐশী খেলাফত হতে বেশী বেশী কল্যাণ লাভের জন্য খেলাফতের রজ্জুকে দৃঢ়তার সাথে ধারণ করে নিজেদের জীবন পরিচালনার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। অত:পর দোয়ার মাধ্যমে আলোচনা সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উক্ত আলোচনা সভায় ৫৪ জন উপস্থিত ছিলেন।

জি, এম, মুশফিকুর রহমান

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকা

গত ৩১মে ২০১৩ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ ঢাকায় খেলাফত দিবস অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভানেত্রী ছিলেন মোহতরমা রওশন জাহান, সদর, লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে দিবসের কার্যক্রম শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন ফতেমা শরীফ।

উদ্বোধনী দোয়া পরিচালনা করেন সভানেত্রী। হাদীস পাঠ করেন শামস আরা। মলফুযাত পাঠ করেন ডালিয়া। খেলাফত ও আমাদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন উজমা চৌধুরী। নযম পাঠ করেন আনহার পারভীন।

সর্বশেষে সমাপনী বক্তৃতা ও দোয়া পরিচালনা করেন সেলিনা তবশির চৌধুরী, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ, ঢাকা। উক্ত অনুষ্ঠানে সর্বমোট ১১০ জন লাজনা ও নাসেরাত ও ৩ জন মেহমান উপস্থিত ছিলেন।

শাহজাদী রোকেয়া

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঘাটুরার উদ্যোগে বাংলাদেশে জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী পালিত

গত ২৪/০১/২০১৩ তারিখে লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঘাটুরার উদ্যোগে বাংলাদেশে জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী সফলতার সাথে পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মরিয়ম ছিদ্দিকা, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, ঘাটুরা।

অনুষ্ঠানের শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত করেন পলি হাজারী এবং নযম পেশ করেন সায়েমা আহমদ। এতে মৌলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ (রাহে.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী পেশ করেন সভাপতি।

অনুষ্ঠানে লাজনা ও নাসেরাতদের রান্না ও কুইজসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতা নেয়া হয় এবং পুরস্কার বিতরণ করা হয়। ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রায় ১৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস পালিত

গত ০৯/০৬/২০১৩ তারিখে লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঘাটুরার উদ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস সফলতার সাথে পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্।

উক্ত দিবসে সভাপতিত্ব করেন মরিয়ম ছিদ্দিকা, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঘাটুরা। কুরআন তেলাওয়াত করেন ঝুমারা জান্নাত, উর্দু নযম পেশ করেন সায়েমা আহমদ এবং লায়লা রফিক।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) সম্পর্কিত গৌরবোজ্জল ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে আলোচনা করে মোবাশ্বেরা সেলিম। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন সারমিন শিমুল।

সভাপতির সমাপনী বক্তৃতা ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ২৬ জন লাজনা ও নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

মরিয়ম ছিদ্দিকা

শৈলমারী জামা'তে আল ওসীয়্যত পুস্তকের উপর আলোচনা

গত ০৫/০৫/২০১৩ তারিখ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত শৈলমারীর উদ্যোগে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব সালাহ্ উদ্দিনের সভাপাতিত্বে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর রচিত আল ওসীয়্যত পুস্তকের উপর আলোচনার অনুষ্ঠান শুরু হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন তারেক আহমদ, নযম পাঠ করেন নূরুল ইসলাম। এরপর জনাব সাব্বির আহমদ স্থানীয় কায়েদ এবং সভাপতি আল ওসীয়্যত পুস্তক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এতে ৬ জন মসীহ্‌সহ ১৬ জন উপস্থিত ছিলেন। দোয়ার মাধ্যমে আলোচনার কার্যক্রম সমাপ্তি করা হয়।

মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির

শুভ বিবাহ

* গত ০৯/০২/২০১৩ সাজেদা বেগম পাপলি, পিতা-মরহুম বশিরউদ্দিন, নলোয়ারপাড়, সুনামগঞ্জ-এর সাথে মোহাম্মদ জসিম উদ্দীন, পিতা-মোহাম্মদ সুলতান আহমদ, বেরাজালি, সুনামগঞ্জ-এর বিবাহ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১০৬৩/১৩

* গত ০৯/০২/২০১৩ ফারহানা হক এ্যানি, পিতা-মোহাম্মদ এনামুল হক, সৈয়দপুর, নীলফামারী'র সাথে মোহাম্মদ মনোয়ার হোসেন, পিতা-মোহাম্মদ বাবুল মিয়া, তাহের আবাসিক প্রকল্প, সৈয়দপুর-এর বিবাহ ২০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১০৬৪/১৩

* গত ০৯/০২/২০১৩ রেবেকা সুলতানা, পিতা-শাহ গিয়াসউদ্দিন, মুন্সিপাড়া, সৈয়দপুর, নীলফামারী'র সাথে মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, পিতা-মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, ৬০/৪ কাটাসুর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা'র বিবাহ ৩,০৫,০০৫/- (তিন লক্ষ পাঁচ হাজার পাঁচ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১০৬৫/১৩

* গত ০৯/০২/২০১৩ নুসরাত জাহান (তামান্না), পিতা-মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, কুলিগাঁও, চট্টগ্রাম-এর সাথে মোহাম্মদ মতিউর রহমান মীর, পিতা-গোলাম আহমদ মীর, শালশিড়ি, পঞ্চগড় এর-বিবাহ ৭০, ১০১/- (সত্তর হাজার একশত এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১০৬৬/১৩

* গত ০৯/০২/২০১৩ সাবিনা খাতুন, পিতা-মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম, কাফুরিয়া, নাটোর-এর সাথে জসিম আহমদ, পিতা-মরহুম মাজেদ আলী, পূর্ব রামপুরা, ১১২/৫ ঢাকা'র বিবাহ ১০০,০০১/- (এক লক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১০৬৭/১৩

* গত ০৯/০২/২০১৩ আসমা আহমদ, পিতা-মোহাম্মদ এনাম খান, মৌলভীপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া'র সাথে মোহাম্মদ আবু হানিফ, পিতা-মোহাম্মদ আলী আহমদ, হাজিপাড়া, সুনামগঞ্জ-এর বিবাহ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১০৬৮/১৩

* গত ০৯/০২/২০১৩ নুজহাত আফরিন জুঁই, পিতা-এস, এম, মাহমুদ জামান, হেলেঞ্চাকুড়ি, দিনাজপুর-এর সাথে মোহাম্মদ নাহিদুল হক ভুইয়া, পিতা মরহুম-এনামুল হক ভুইয়া, ১৩৯/২ জি উত্তর মুগদা, ঢাকা'র বিবাহ ৭,০০০০১/- (সাত লক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১০৬৯/১৩

* গত ২২/০২/২০১৩ সায়েরা আক্তার (আহ্নি), পিতা-মোহাম্মদ সালাওয়াত হোসেন (মাসুম), তেরগাতী, কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ-এর সাথে সরকার তাসফিন মাহমুদ, পিতা মরহুম-আসাদউল্লাহ্, টঙ্গি, গাজিপুর-এর বিবাহ ৩,৫০,০০০১/- (তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১০৭০/১৩

* গত ০৮/০৩/২০১৩ শামাইল আলী, পিতা-মোহাম্মদ নায়েব আলী, হোসনাবাদ, সরিষাবাড়ী, জামালপুর-এর সাথে সাইদুর রহমান, পিতা মরহুম-হাবিবুর রহমান, চানতারা-টাঙ্গাইল-এর বিবাহ ১০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১০৭১/১৩

* গত ১৪/০২/২০১৩ পাপিয়া সুলতানা, পিতা-আবু জাহিদ, কান্দিপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া'র সাথে মোহাম্মদ জসিম ভূইয়া, পিতা-মোহাম্মদ ফুল মিয়া ভুইয়া, চারগাছ, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া- এর বিবাহ ৫০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১০৭২/১৩

* গত ২২/০৩/২০১৩ রাশেদা নূর, পিতা-ফজলুর রহমান (জাহাঙ্গীর), ১৪৮/৯ শাহ আলী বাগ, মিরপুর-১-এর সাথে মোহাম্মদ শামিম আহমদ, পিতা-ডাঃ সেলিম মোহাম্মদ শাজাহান, ১০৮৬/৩ বি, পূর্ব জুরাইন বাগানবাড়ী, ঢাকা-১২০৪-এর বিবাহ ১৩০০,০০১/- (তের লক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১০৭৩/১৩

* গত ০৬/০২/২০১৩ পেয়ারা আক্তার, পিতা-মিজানুর রহমান মোল্লা, বলিয়ানপুর, সোনাবাড়িয়া, কলোরোয়া, সাতক্ষীরা'র সাথে মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, পিতা-মরহুম করীম গাইন, মিরগাং, যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা'র বিবাহ ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১০৭৪/১৩

* গত ০১/০২/২০১৩ মমতাজ পারভীন, পিতা-মতিয়ার মোড়ল, যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা'র সাথে শাহানুর গাজি, পিতা-ছন্নত গাজি, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা'র বিবাহ ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১০৭৫/১৩

* গত ২৪/০২/২০১৩ রজনী পারভীন, পিতা-গোলাম ঢালী, মিরগাং, যতীন্দ্রনগর, সাতক্ষীরা'র সাথে কাইয়ুম গাইন, পিতা-ছাকাত গাইন, মিরগাং, যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা'র বিবাহ ৩৯,০০১/- (উনচল্লিশ হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১০৭৬/১৩

* গত ০৫/০৪/২০১৩ নাজিয়া পারভীন, পিতা-হযরত আলী মোড়ল- বড় ভেটখালী, যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা'র সাথে ফিরোজ আলম, পিতা-গফফার মীর, যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা'র বিবাহ ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১০৭৭/১৩

* গত ০৫/০৪/২০১৩ তারিখ শারমিন আক্তার, পিতা-মোহাম্মদ জলিল, শ্রীধরপুর, হালিমানগর, কুমিল্লা'র সাথে মোহাম্মদ আফজাল হোসেন, পিতা-ডাঃ আব্দুল জলিল, কানাইনগর সোনারগাঁ-এর বিবাহ ২০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১০৭৮/১৩

* গত ২৯/০৩/২০১৩ অথৈ হাসান, পিতা-মাহমুদুল হাসান, বাড়ী-৪০ বি, রোড-৩২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা'র সাথে সাজিদ মাহমুদ, পিতা-এ, এস, মাহমুদুজ্জামান, বাড়ী-৩৭৩, রোড-২৮, মহাখালী, ডিওএইচএস- এর বিবাহ ৫০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১০৭৯/১৩

* গত ০২/০৩/২০১৩ শাম্মী আখতার, পিতা-শহিদ হোসেন খান, ৭৯, বানিয়া পুকুর, ভেড়ামারা'র সাথে মোহাম্মদ হাসান আলী, পিতা-মোহাম্মদ ইয়াসিন আলী, পদ্মা আবাসিক এলাকা, রাজশাহী'র বিবাহ ১৫০,০০১/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১০৮০/১৩

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী

১ প্রত্যেক মাসে একটি নফল রোযা রাখুন। এজন্যে প্রত্যেক জামাতে স্থানীয়ভাবে মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন নির্ধারিত করে নিন।

২ প্রত্যেকদিন দু' রাকাআত নফল নামায (ইশার পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত অথবা যুহরের নামাজের পর) আদায় করুন।

৩ সূরা ফাতিহা কমপক্ষে প্রত্যহ সাতবার পাঠ করুন।

৪ রাব্বানা আফ্‌রিগ আলাইনা সাব্‌রাওঁ ওয়াসাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন [সূরা বাকারা ঃ ২৫১] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫ রাব্বানা লা তুযিগ কুলূবানা বা'দা ইয্‌ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্‌হাব [সূরা আলে ইমরান– ৯] প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমিই মহান দাতা।

৬ আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম [আবূ দাউদ ঃ কিতাবুস সালাত] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা [অবিশ্বাসীদের মোকাবেলায়] তোমাকে তাদের অন্তরে [ঢালস্বরূপ] রাখছি আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৭ আস্‌তাগফিরুল্লাহা রব্বি মিন কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়াআতুবু ইলায়হে। প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ আমি আমার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহতাআলার নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তারই সমীপে প্রত্যাবর্তন করি।

৮ সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মদ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর প্রশংসাসহ অতি পবিত্র। তিনি অতি পবিত্র অতি মহান। হে আল্লাহ্‌! মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

৯ দুরূদ শরীফ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

হুযূর (আই.)-এর এই আহ্বান বাস্তবায়ন করার জন্য স্থানীয় জামাত ও জামাতের সমস্ত অঙ্গ সংগঠনকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষীকি জুবিলী ২০১৩ ন্যাশনাল কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

"আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাব।"

ইলহাম-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে বাংলায়
যুগ-খলীফা (আই.) প্রদত্ত জুমুআর খুতবা ও সময়োপযোগী নির্দেশনাসহ
অমূল্য পুস্তকাদি, প্রবন্ধ, পাক্ষিক আহমদী ও অন্যান্য প্রকাশনা
পড়তে, শুনতে ও দেখতে **log in** করুন:

www.ahmadiyyabangla.org

www.alislam.org
www.mta.tv

আসুন, আমরা নিজে দেখি-পড়ি-শুনি এবং অন্যদেরকে উৎসাহিত করি।

সৌজন্যে:

KENTO ASIA LTD
Garments & Buying House

KENTO STUDIOS
IT & Game Developer

Head Office: House No: 16, Road No: 13, Sector 3, Uttata, Dhaka-1230, Bangladesh.
Tel:+880-2-8912349, 8919547, Fax:+880-2-8913396
Factory: Plot No: B-32, BSCIC Industrial Estate, Tongi, Gazipur, Bangladesh.
Tel: +880-2-9815695, 9815696
E-mail: managing-director@kento.org, info@kento.org
Web: www.kento.org

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং
আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

New Vol. No. 75 | 23th Issue

The Ahmadi

Fortnightly

15th June, 2013 Tk. 18.00

Regd. No. D. A.-12

Printed and Published by **Muhammad Nurul Islam Mithu** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com